কামাখ্যা মাহাত্ম্য

শ্রীশিবকৃষ্ণশর্ম্মা পাণ্ডা
ও
শ্রীবিষ্ণুকান্তশর্ম্মা পাণ্ডা
কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

কামাখ্যা-ধাম,—কামরূপ।

মহামহোপাধ্যায় ৺ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সংশোধিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রিণ্টার—শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র সোম,
শীতলা প্রেস,
৪।১ নং চালতাবাগান সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা।
১৩২৯, মাঘ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

ভারতান্তর্গত আর্য্যাবর্ত্তখণ্ডের উত্তরপূর্ব্ব (ঈশান) কোণে প্রাচ্য-প্রদেশে কামরূপরাজ্য। এই রাজ্য যুগযুগান্তর হইতে কামরূপ নামেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। হরকোপানলে মহাদেব ভস্মীভূত হইলে, এই স্থানে কামদেব পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া তদবধি এই দেশ কামরূপ নামে খ্যাত। ইহার পরিমাণ ও সীমাদি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্র মতে এই কামরূপদেশ চারিভাগে বিভক্ত; যথা,—(১) কাম-পীঠ, (২) রত্নপীঠ, (৩) স্বর্ণপীঠ এবং (৪) সৌমার পীঠ।

(১) যেখানে কামাখ্যাদেবী আছেন সেস্থানের নাম কামপীঠ। স্বর্ণ-কোষনদ হইতে রূপিকানদী পর্য্যন্ত কামপীঠ। (রূপিকানদী কামরূপ জেলার অন্তর্গত)।

(২) যেখানে জলেশ্বর শিব আছেন, তাহার নাম রত্নপীঠ; করতোয়া হইতে স্বর্ণকোষনদ পর্য্যন্ত রত্নপীঠ, (স্বর্ণকোষনদ বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত; করতোয়া নদী বগুড়া জেলার অন্তর্গত)।

(৩) যেখানে চম্পাবতীনদী আছেন, তাহার নাম স্বর্ণপীঠ বা ভদ্রপীঠ; রূপিকানদী হইতে ভৈরবীনদী পর্য্যন্ত স্বর্ণপীঠ। (ভৈরবীনদী বর্ত্তমান তেজপুরের পূর্ব্বে)।

(৪) যেখানে দিক্করবাসিনী দেবী আছেন, সেই স্থানের নাম সৌমার পীঠ; ভৈরবীনদী হইতে দিক্রাং নদী পর্য্যন্ত সৌমারপীঠ, (দিক্রাং নদী বর্ত্তমান সদিয়ার কিঞ্চিৎ দূরে)।

এই কামরূপের মধ্য দিয়া তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইয়া এই দেশকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি বা মাহাত্ম্যাদি গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

এই কামরূপে যত তীর্থের নাম পাওয়া যায়, অধুনা তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য ; কারণ, কোন গুলি কালপ্রভাবে লুপ্ত, কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট, কোন কোনটি বা ব্রহ্মপুত্র গর্ভে লীন হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতীরে শৈলমালা-পরিশোভিত প্রাচীনতম রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরীর (গৌহাটীর) নৈর্ঋত কোণে দুই মাইল অন্তরে নীল-শৈলোপরি কামাখ্যাদেবী বিরাজিতা। এই নীলাচলশিখরে সতীর মহামুদ্রা (যোনিমণ্ডল) পতিত হওয়াতে এই পীঠ কামাখ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। কামাখ্যা হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থস্থান।

পুণ্যভূমী ভারতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের শান্তিনিকেতন অনেক তীর্থ আছে; কিন্তু কামাখ্যার মত এমন মনঃপ্রাণ-মোহকর পবিত্র শান্তির আধার, একাধারে প্রেম, জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ আর কোথও নাই। ইহার মাহাত্ম্য ও প্রমাণাদি এই স্থানে আর পুনরুল্লেখ করা হইল না, গ্রন্থমধ্যেই বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে কামাখ্যা দেবীর মন্দির সুশোভিত প্রস্তর-নির্ম্মিত ছিল ; উহা কামদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মন্দির আজিও আনন্দাখ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; এই মন্দিরের গায়ে চৌষট্টি যোগিনী ও অষ্টাদশ ভৈরব-মূর্ত্তি খোদিত আছে, এই গুলিও কামদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অধুনা উহার নিয়ার্দ্ধমাত্র আছে। কালক্রমে বোধ হয় কোনও ধর্ম্মবিপ্লবে এই মন্দিরের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গেলে, মন্দিরের অবশিষ্টাংশ সহ মহাপীঠ বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। তাহার পর যে ভাবে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগে এই মহাপীঠের উদ্ধার সাধন হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে আমরা আসামের প্রত্নতত্ত্বলোচনকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধাষ্টক-গ্রন্থোক্ত কামাখ্যামহাপীঠ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

এদেশে বহুকাল হইতে কামাখ্যামন্দিরের নির্ম্মাণ ও আবিষ্কার সম্বন্ধে

একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই—ভূতপূর্ব্ব কুচবিহারাধিপতি বিশ্বসিংহ মেছ ও কোচজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া কমতাপুর অধিকার করিলে ঐ সকল ক্ষুদ্র রাজগণ বল সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া, গৌহাটীতে উপস্থিত হইলেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রাতৃদ্বয় পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও অনুচরনষ্ট হইয়া নীলশৈলোপরি উপস্থিত হইলেন। অধুনা যেমন এই স্থান বহুজনাকীর্ণ হইয়াছে, তখন এ প্রকার ছিল না; তখন তথায় অতি সামান্য মেছ ও কোচজাতীয় কতিপয় লোকের আবাসভূমি ছিল। পিপাসিত, অনুচরভ্রষ্ট রাজা বিশ্বসিংহ ও তদীয় ভ্রাতা শিবসিংহ সেই মেছ-বসতিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া, তাঁহারা বিষণ্নমনে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে এক বটবৃক্ষের তলে একটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানে একটি মাটির ঢিপিও ছিল। বৃদ্ধা ঐ বটবৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতেছিল।

পথশ্রমে ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত ভ্রাতৃদ্বয় তথায় উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধা তাঁহাদের যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিলেন। ভ্রাতৃযুগল ঐ মাটীর ঢিপি ও তথায় উত্থিত জল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধা বলিল, উহা তাহাদের আরাধ্য দেবতা। তচ্ছ্রবণে রাজা ভক্তি-গদগদ-চিত্তে প্রণামপূর্ব্বক সহচরগণের সহিত পুনর্মিলনের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। মহামায়ার মাহাত্ম্যে অল্পকাল পরেই রাজসহচরবৃন্দ তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় সেই দেবতার এবম্প্রকার মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই দেবতার পূজাদি সম্বন্ধে বৃদ্ধাকে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বলিল যে, তাঁহাকে পূজা করিতে হইলে ছাগাদি বলি, সিন্দুর ও স্ত্রীলোকের পরিধেয় রক্তবস্ত্রালঙ্কারাদি দিতে হয়। ইহা শুনিয়া

রাজা মনে মনে অনুমান করিলেন যে, ইহা নিশ্চয় কোনও শক্তিপীঠ। অনন্তর তিনি ভগবতীর নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে, মহামায়ার কৃপায় যদি তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব হয়, তাহা হইলে তিনি সোণার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

রাজা যথাবিধি মহামায়ার পূজা করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। তিনি ভগবতীর এরূপ মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অনন্তর তিনি একটি পণ্ডিতসভা স্থাপনপূর্ব্বক বহু পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত আদ্যন্ত সমস্ত বলিয়া, তথায় কোন্ পীঠ অপ্রকটিত আছে, তাহা নির্ণয় করিতে বলেন; পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্রোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উক্ত স্থানটি কামাখ্যাদেবীর পীঠস্থান। বৃদ্ধার কথিত পূজাদির বিবরণ ও রাজার অনুমানের সহিত মিলিয়া যাওয়ায়, পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল এবং তিনি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত লোকজন সমভিব্যাহারে সেই পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বট গাছটিকে কাটিয়া তাহার তলায় মাটির ঢিপি ও ঝরণা প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। খনন করিতে করিতে কিছুদিন পরে যোনি-মুদ্রাসহ একখানি পীঠ বাহির হইল; পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তও মিলিয়া গেল। বৃদ্ধা মহারাজকে যে জল খাওইয়াছিল, তাহা মহামুদ্রার জল। খনন করিতে করিতে কামাখ্যামন্দিরের নিম্নার্দ্ধও বাহির হইল, এবম্প্রকারে শাস্ত্রকথিত তথাকার সমস্ত পীঠ আবিষ্কৃত হইলে, তখন রাজা মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত অর্দ্ধ মন্দিরোপরি অবশিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন ও সোণার পরিবর্ত্তে প্রতি ইষ্টকখণ্ডে এক রতি করিয়া সোণা দিলেন।

রাজা বিশ্বসিংহ যে মন্দির প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ১৪৭৫ শকে (১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে) প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। সেই সময়।।বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ কামরূপ প্রদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি ভগ্নমন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৭৭ শক) কার্য্যারম্ভ করিয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৮৭ শকে) কার্য্য শেষ হয়। পরে তিনি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ভগবতী কামাখ্যাদেবীর এবং তদানুসঙ্গিক কামরূপস্থ সমস্ত দেবদেবীর সেবা পূজাদি নির্ব্বাহার্থ কান্যকুব্জ, মিথিলা, কাশী, গৌড় ও নবদ্বীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ হইতে ব্রাহ্মণাদি আনাইয়া, যথাযোগ্য কার্য্যে সকলকে নিয়োজিত করেন। এই তীর্থবাসিগণ তদবধি এই স্থানে বাস করিতেছেন। মহারাজ নরনারায়ণের কীর্ত্তিখ্যাপক একটি প্রস্তরফলক কামাখ্যামন্দিরের দ্বারদেশে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। যে মন্দিরে ভোগমূর্ত্তি (ভ্রমণাদি জন্য ধাতু-বিনির্ম্মিত মূর্ত্তি) বিরাজমান, সেই মন্দির-গাত্রে নরনারায়ণ ও তদীয় ভ্রাতা শুক্লধ্বজের মূর্ত্তি-যুগল ও কীর্ত্তি-কাহিনীর সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কামাখ্যাপর্ব্বতস্থ সোপানপথ কয়টি সম্বন্ধেও একটি প্রবাদ আছে। আসামের রাজবাটীস্থ বুরঞ্জীতে লিখিত আছে,—এক সময়ে এক অসুর (নরকাসুর) কামাখ্যাদেবীর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। তখন ভগবতী তাহার আসন্নকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া, ছলনাপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন যে, যদি একরাত্রিমধ্যে তুমি আমার এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে চারিটি রাস্তা ও একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বিশ্রামগৃহ করিয়া দিতে পার, তবে আমাকে পত্নীরূপে পাইতে পারিবে। সেই অসুর (নরক) মহামায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া লুব্ধাশ্বাসে তাহাই করিতে সম্মত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। বলগর্ব্বিত অসুর এক রাত্রির

মধ্যেই সোপানপথ চারিটি প্রস্তুত করিয়া, বিশ্রামগৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহামায়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া, মায়ারূপী একটি কুক্কুট কর্ত্তৃক নিশাবসান-জ্ঞাপন ধ্বনি করাইয়া সেই অসুরকে বলিলেন,—"মদগর্ব্বিত অসুর! তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে। ঐ শোন, কুক্কুট শব্দ করিতেছে।" অসুর তচ্ছ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া সেই কুক্কুটটির প্রাণ সংহার করিল। এজন্য অদ্যাপি লোকে এ স্থানটীকে কুকুরাকাটা চকি বলে।

কেহ কেহ আবার বলে যে, মহামায়া অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এ কথাটা একেবারে অপ্রামাণিক নহে; কারণ, কালিকাপুরাণে উক্ত আছে যে, যে পর্য্যন্ত ভগবতী নরকের প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন, সে পর্য্যন্ত মৃত্যু তাহাকে আলিঙ্গন করিতে পারেন নাই; ভগবতীর আদেশক্রমেই বিষ্ণু তাহাকে সংহার করিয়াছেন।

কামাখ্যাদেবীর মন্দির সংস্কার ও সেবা পূজাদি বন্দোবস্ত করা সত্বেও কোচবিহারাধিপতি বা তাঁহার বংশধরগণ যে কারণে এই মহাপীঠ দর্শন করিতে আসিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। ইহা আসাম রাজবাটীস্থ বুরঞ্জীতেও আছে। জনশ্রুতি এই;—কেন্দুকলাই নামে জনৈক সিদ্ধ পূজক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাকালে যখন মহামায়ার পূজাপূর্ব্বক স্তোত্রপাঠ করিয়া ঘণ্টা বাজাইতেন, তখন ভগবতী তাঁহাকে দেখা দিতেন। এ কথা কোনও ক্রমে মহারাজ নরনারায়ণের শ্রবণগোচর হয়। মহারাজ ভগবতীর চেতন মূর্ত্তি দেখিতে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, সেই ব্রাহ্মণকে বলেন যে, ঠাকুর! একবার যদি আমাকে ভগবতীকে দেখাইতে পার, তবে তোমাকে ধন রত্ন বস্ত্র ভূমি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিব। রাজা ব্রাহ্মণকে এবম্প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, আমি তোমার শরণাগত;

যে প্রকারেই হউক, আমাকে একবার মহামায়াকে দেখাইতেই হইবে।

ব্রাহ্মণ তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—"মহারাজ! তিনি ভক্তাধীন, ভক্তকে তিনি নিজেই দেখা দিয়ে থাকেন; আপনিও কায়মন সমর্পণ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকুন, অবশ্যই মহামায়া দেখা দিবেন।"

তথাপি মহারাজ প্রতিনিবৃত্তি না হইয়া বলিলেন,—"ঠাকুর! কেন আর ছলনা করিতেছ? আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না, তুমি শুধু এই কথাটি বল, যে সময় তুমি মন্দিরে পূজা করিতে যাইবে, আমাকে জানাইয়া যাইবে ও আমি যদি কোন উপায়ে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি, তুমি তাহাতে বাধা দিবে না।"

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"মহারাজ! আপনাকে বাধা দিবার শক্তি আমার নাই; আপনি যদি বলপূর্ব্বক দেখিতে পারেন তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। আমি প্রত্যহই সায়ং-সন্ধ্যার পর মন্দিরে যাইয়া ভগবতীর পূজা করিয়া থাকি এবং পূজান্তে স্তোত্রপাঠের সময় ঘণ্টাধ্বনি করিলে, মহামায়াও অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখা দিয়া থাকেন।"

মহারাজ ব্রাহ্মণমুখ-নিঃসৃত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন ও ব্রাহ্মণকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, প্রভো, আপনি নির্দয় হইবেন না; আপনি তুষ্ট হইলে' আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

এই প্রকার বিনয়যুক্ত বাক্যে মহারাজ ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিলেন। ব্রাহ্মণও মহারাজের আগ্রহাতিশয্যে আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহারাজ বিপ্র-কথিত সময়ে ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মন্দিরস্থ গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া, মন্দিরের ভিতরে ব্রাহ্মণ যে স্থানে বসিয়া

পূজা করিতেছিলেন, তাহা একমনে নির্নিমেষে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সহসা মন্দিরাভ্যন্তর দিব্যালোকে আলোকিত হইল, নূপুরশিঞ্জনে শ্রবণ-কুহর আমোদে মাতিয়া উঠিল, মহারাজের নয়নযুগল যেন ঝলসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সহসা এক হৃদয়-বিদারক মর্ম্মঘাতী বাণী মহারাজের শ্রবণ-পথে পতিত হইল। মহামায়া সর্ব্বজ্ঞ; ব্রাহ্মণ ও মহারাজের কার্য্যকলাপ তিনি সকলই জানিতে পারিলেন এবং নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক চপেটাঘাতে ব্রাহ্মণের মস্তক ছিড়িয়া ফেলিলেন এবং রাজাকে এই নিদারুণ অভিশাপ দিলেন যে, অদ্য হইতে তুমি কিংবা তোমার কোন বংশধর, আমার পীঠ দর্শন করা দূরে থাকুক, যদি এই পর্ব্বতে আরোহণ করে, তবে তোমাদের বংশলোপ হইবে। মহারাজ অভিশাপ-গ্রস্ত ও মর্ম্মাহত হইয়া বিষন্নমনে প্রস্থান করিলেন তদবধি কোচবিহারের বংশধরগণ কেহই এ তীর্থে আগমন করেন না।

এই গ্রন্থোক্ত সমস্ত তীর্থ কামাখ্যার আনুষঙ্গিক ও নিকটবর্ত্তী। উল্লিখিত তীর্থ সকলের মধ্যে কোন কোনটি অনির্দ্দিষ্ট এবং কোনটি বা দুর্গমস্থানাবস্থিত বলিয়া দর্শন করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতা মহানগরী হইতে (২১ ঘণ্টায়) প্রায় এক অহোরাত্রমধ্যে কামাখ্যা ষ্টেশনে পৌছান যায়। পরে তথা হইতে পদব্রজে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হয়।

যাঁহারা এই মহাতীর্থ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণাবলী সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, সেই সকল মহোদয়গণ এই তীর্থবিষয়ক সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন ঈদৃশ কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত কেহ প্রকাশ করেন নাই: সুতরাং এ তীর্থ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায়, কেহ কেহ অবিশ্বাসাদি প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন না। পরন্তু একখানি তন্ত্র কিংবা পুরাণ পাঠে সমস্ত বিবরণ জানা যায় না; বহুবিধ পুরাণ ও তন্ত্র উদ্ঘাটন

করিতে হয়, তাহাও সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। আমরা বহু শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক মুদ্রিত ও প্রাচীন হস্তলিখিত বহু পুরাণ ও তন্ত্র সংগ্রহ করিয়া কয়েক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহানুভূতিতে সেই অভাব দূরীকরণার্থে অগ্রসর হইয়াছি। কামাখ্যা তীর্থ সম্বন্ধে যাহা সাধারণের জ্ঞাতব্য, তাহা ক্রমানুযায়ী প্রমাণাদি সহ সন্নিবেশিত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। সাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের সাধ্যানুসারে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সাধারণের বিবেচ্য। এক্ষণে গ্রন্থখানির প্রতি সর্ব্বসাধারণের কৃপাদৃষ্টিপাত হইলেই আমাদের পরিশ্রম সফল বোধ করিব। এই সংস্করণে যদি কোন স্থানে ভ্রম-প্রমাদ হইয়া থাকে, সহৃদয় পাঠকবর্গ কৃপাপূর্ব্বক তাহা জানাইলে, আগামী সংস্করণে সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিব।

প্রতি বৎসর পর্ব্বাদিতে কামাখ্যাদেবীর বিধিমত উৎসব হইয়া থাকে ও দেশদেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানটি গিরিগুহা-বেষ্টিত, হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল ও নদ-নদী সমাকুল বলিয়া নানাবিধ বিপদাশঙ্কায় পূর্ব্বে অনেকেই এখানে আসিতেন না; বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা একপ্রকার প্রাণের মায়া ছাড়িয়াই আসিতেন। বিশেষতঃ একটি জনশ্রুতি ছিল যে, কামরূপে যাইলেই মানুষকে ভেড়া করিয়া রাখে, আর দেশে প্রত্যাগমন করিতে দেয় না। তথায় ডাকিনীপাড়া আছে, গাছ-চালা আছে;—এ প্রকার অনেক গুজব প্রচারিত ছিল। কিন্তু অধুনা ই, বি, আর্ এবং এ, বি রেলওয়ে হওয়াতে সকলেরই নয়নাবরণ অপসারিত হইয়াছে এবং অনেক মেয়েছেলে পর্য্যন্ত মহামায়ার শ্রীচরণ অর্চ্চনাপূর্ব্বক ফিরিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব হইতে যে প্রবাদটি প্রচারিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে; পূর্ব্বে মন্ত্রবিদ্যা বিলক্ষণ জাগরিত ছিল, তাই তত্রত্য লোক বশীকরণ, উচাটন,

প্রভৃতির যে কোন ক্রিয়া সহজেই করিতে পারিত; এখন সকলেই নিষ্ক্রিয় ও লোভপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে; সাধনা ভুলিয়া গিয়াছে; কাজেই মন্ত্রবিদ্যা দূরে পলাইয়াছে। এখনও খাতা-বোঝাই অনেক মন্ত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসমুদায় নিদ্রিত; অতি সামান্য মন্ত্রই জাগরিত আছে। কামাখ্যাতীর্থে উৎসব-সকলের মধ্যে, অম্বুবাচী, দেবধ্বনি, দুর্গোৎসব, পুষ্যাভিষেক ও বাসন্তিকই প্রধান; এতদ্ভিন্ন গ্রহণাদি যোগেও যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে। এই সকল উৎসবের মধ্যে অম্বুবাচী ও দুর্গোৎসবই প্রধান। কামাখ্যা-মন্দিরের সম্মুখ-স্থিত ধাতুবিনির্ম্মিত ভোগমূর্ত্তিকেই যাবতীয় পর্ব্বাদিতে ভ্রমণ করান হইয়া থাকে; এই মূর্ত্তি শ্রেণীবদ্ধ ছয়টি প্রস্তরস্তম্ভোপরি বিরাজমান।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আজ সাত বৎসর হইল বাঙ্গালা ১৩১৩ সনে আমরা এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করি। কিন্তু ইতিমধ্যে রেলওয়ে কোম্পানী বিস্তারিত হওয়াতে যাত্রিসমাগমও বেশী হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের কাট্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম সংস্করণে যাহা কিছু ভুল ভ্রান্তি ছিল, এবার তাহা সাধ্যমত সংশোধন করা হইয়াছে। এবারে অনেক পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধন করাও হইয়াছে। অনেকেই আজকাল মন্দিরের ছবি দেখিতে চান; তাই আমরা মন্দিরের ছবিও একখানি দিলাম।

পরিশেষে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, দ্বারবঙ্গ-দেশনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভরত ঝা মহাশয় আমাদিগকে এ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা ও উৎসাহ দান করিয়াছেন।

১৩২০ সন
কামাখ্যা-ধাম

গ্রন্থকার—

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ভক্তানুবৃন্দের কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই আজ আমরা তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। এবারে অনেক পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোভিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব সংস্করণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষ এবার সংস্কৃত মহামণ্ডলের সম্পাদক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় নিজে সম্পূর্ণ প্রুফ সংশোধন করিয়াছেন। এক্ষণে যে প্রকার বাজারদর তাহাতেও মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না। সর্ব্বসাধারণের শুভ দৃষ্টি পতিত হইলেই আমাদের শ্রম সফল মনে করিব।

১৩২৯ সন মাঘ,
কামাখ্যা-ধাম।

গ্রন্থকার—

সূচীপত্রম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

বিষয়।				পত্রাঙ্ক।

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

কামাখ্যা-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথ তীর্থ শব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ—অমরে।

ঋষিজুষ্টে জলেঽপি চ।

ঋষিজুষ্টে ঋষিসেবিতে জলেঽপি ;
অপিশব্দাৎ ভূমিপর্ব্বতাদাবপি,
অতএব ঋষি-সেবিতং জলভূমি-
পর্ব্বতাদিকং তীর্থম্। তথাহি—
যদধ্যাসিতং মহদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষ্যতে।
তরতি পাপাদনেন ইতি তীর্থং ;
অতঃ পাপাৎ তরণায় সর্ব্বৈরেব তীর্থং
গন্তব্যং সেবনীয়ঞ্চ।

ঋষি সেবিত জলভূমি পর্ব্বতাদিকে তীর্থ বলে। পাপ হইতে যদ্দ্বারা মুক্ত হয়, তাহাকে তীর্থ বলে। অতএব পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সকলেরই তীর্থ গমন ও তীর্থ সেবন করা উচিত।

মহাভারতে।

এবং কুরুষ্ব কৌন্তেয় সর্ব্বতীর্থাভিষেচনম্।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

হে কৌন্তেয়! এই প্রকার সকল তীর্থাভিসেচন (তীর্থে স্নান) কর; আজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হইবে।

কাশীখণ্ডে।

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥

ভূমির কোন অদ্ভুত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেজ কিম্বা মুনিদিগের অধিষ্ঠান জন্য তীর্থ পুণ্যস্থান বলিয়া অভিহিত।

অথ কামরূপনামকথনম্।

কালিকাপুরাণে।

শম্ভোর্নেত্রাগ্নি-নির্দ্দগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ।
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ততোঽভবৎ॥

মহাদেবের নেত্রকোপাগ্নিতে কামদেব দগ্ধ হইবারপর পুনর্ব্বার তাঁহার অনুগ্রহে এই স্থানে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া, এই দেশ কামরূপ নামে অভিহিত হয়।

তথাচ যোগিনীতন্ত্রে।

কৃতে কর্ম্মণি সিধ্যেত কামনাশু সুরেশ্বরি।
ততো মর্ত্ত্যঃ কামরূপমিতি রূপমকল্পয়ৎ॥

হে সুরেশ্বরি! মানব এই পীঠে যে কোন কামনা করিয়া জপ ও পূজাকার্য্য করিলে, তাঁহার কামনা অতি শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করে বলিয়া, মুনিরা সিদ্ধগণ এই দেশকে কামরূপ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

দিঙ্‌নির্ণয়ঃ।

ঐশান্যাং পূর্ব্বভাগে চ কামরূপং বিজানীহি।

ভারতবর্ষের ঈশানকোণে এবং পূর্ব্বভাগে কামরূপ দেশ অবস্থিত।

কামরূপ-সীমাকথনম্।

কালিকাপুরাণে।

করতোয়ানদীপূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্॥
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচলপূরিতম্।
নদী-শত-সমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্॥

কামরূপের সীমা পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত। ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে একশত যোজন, বিস্তারে ত্রিশ যোজন। ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রভূত-পর্ব্বত-বেষ্টিত এবং একশত নদী-সমাযুক্ত; ইহাই কামরূপ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।

তথাচ যোগিনীতন্ত্রে।

করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্;
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াৎ তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥

দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।
কামরূপমিতি খ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্॥
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শতযোজনম্।
কামরূপং বিজানীহি সুরাসুরনমস্কৃতম্॥

হে গিরিকন্যকে! পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত। ইহার উত্তর সীমা—কঞ্জগিরি; পশ্চিম সীমা—করতোয়া, গঙ্গা. পূর্ব্ব সীমা—তীর্থশ্রেষ্ঠ। দিক্ষুনদী এবং দক্ষিণ সীমা ব্রহ্মপুত্রের লাক্ষানদীর সহিত সঙ্গম; ইহাই কামরূপ নামে অভিহিত। ইহা দৈর্ঘ্যে একশত যোজন, বিস্তারে ত্রিশ যোজন। এই দেশ সুরাসুরনমস্কৃত বলিয়া জানিবে।

অথ কামরূপমাহাত্ম্যকথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

কামরূপং মহাপীঠং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং পরম্।
সদা চ সংস্থিতস্তত্র পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
অচিরাৎ পূজিতো দেবস্তস্মিন্ পীঠে প্রসীদতি॥

পরম গুহ্যাপেক্ষা গুহ্য এই কামরূপ মহাপীঠে দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত সর্ব্বদাই বিরাজিত রহিয়াছেন। এই পীঠে কেহ দেবাদিদেব ভগবান্ মহাদেবের পূজা করিলে, তিনি অতি শীঘ্রই প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

অপিচ কালিকাপুরাণে।

অপরন্তু প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং পীঠং সদার্চ্চিতম্।
হরগৌরীসমাযুক্তং পরং ধর্ম্মার্থকামদম্॥

তপসা চাতিতীব্রেণ চিরাদ্ভবতি মোক্ষদম্।
ন চিরাৎ কামদং পুণ্যং ক্ষেত্রং পীঠং নিগদ্যতে॥
চিরাৎতু কামদো দেবো ন চিরাদ্যত্র জ্ঞানদঃ।
তৎক্ষেত্রমিতি লোকেষ গদ্যতে পূর্ব্ববন্দিভিঃ॥

এক্ষণে কামরূপ নামে অপর একটি গুহ্য সদার্চ্চিত পীঠের মাহাত্ম্য বলিতেছি;—এই পীঠ পরম ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়ক এবং হরগৌরী-সমাযুক্ত। এই পীঠে থাকিয়া অতিশয় দৃঢ়ভাবে তপস্যা করিলে, অতি শীঘ্রই মোক্ষলাভ হয়। এইজন্য এই পুণ্যজনক ক্ষেত্র বা পীঠ অচিরে ফলপ্রদ বলিয়া কথিত। মহাদেব চিরফলপ্রদ হইলেও, তিনি যদি এই পীঠে পূজিত হন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। এই নিমিত্ত ঋষিগণ মর্ত্ত্যবাসী লোকের নিকট এই পীঠস্থানের কথা বলিয়াছেন।

তথাচ কালিকাপুরাণে।

কামরূপং মহাপীঠং গুহ্যাদ্গুহ্যতমং পরম্।
সদা সন্নিহিতস্তত্র পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ॥
ন চিরাৎ পূজিতো দেবস্তস্মিন্ পীঠে প্রসীদতি।
পার্ব্বতী চানুগৃহ্লাতি ভর্গভক্তস্তু তত্র বৈ॥
দদাতি ন চিরাৎ কামং ভক্তায় পরমেশ্বরঃ।
তৎ তু পীঠং প্রবক্ষ্যামি শৃণুতাং সাম্প্রতং যুবাম্॥

এই পরম গুহ্যাদপি গুহ্যতম কামরূপ মহাপীঠে, সর্ব্বদাই পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর বিদ্যমান রহিয়াছেন। মহাদেব এই পীঠে পূজিত হইলে, শীঘ্রই প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং পার্ব্বতী শিবভক্তের প্রতি অনুগ্রহ

করেন। পরমেশ্বরও শীঘ্রই ভক্তদিগের কামনা পূর্ণ করেন হে বেতাল ভৈরব! এক্ষণে এই পীঠের কথা আরও বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর।

তস্য পীঠস্য বায়ব্যাং নৈঋর্ত্যাং মধ্যভাগতঃ।
ঐশান্যাঞ্চ তথাগ্নেয্যাং মধ্যে পার্শ্বে চ শঙ্করঃ॥
স্বমাশ্রমপদং কৃত্বা যট্সু স্থানেষ শোভনম্।
নিত্যং বসতি তত্রাপি পার্ব্বত্যা সহ নর্ম্মভিঃ॥
মধ্যে দেবীগৃহং তত্র তদধীনস্তু শঙ্করঃ।
নীলাখ্যে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে পার্ব্বতী তত্র তিষ্ঠতি॥
ঐশান্যাং নাটকে শৈলে শঙ্করস্য মহাশ্রমম্।
নিত্যং বসতি তত্রেশ স্তদধীনা চ পার্ব্বতী॥

এই পীঠের বায়ু ও নৈঋর্ত এই দুই কোণের মধ্যদেশে এবং ঈশান ও অগ্নি এই দুই কোণের মধ্যস্থলে ও পার্শ্বে এবং জলে ও স্থলে দেবাদিদেব মহাদেব স্বীয় সুন্দর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া পার্ব্বতীর সহিত পরমসুখে নিত্য বাস করেন। এই সকল পীঠের মধ্যেও দেবীর গৃহ; এখানেও শঙ্কর দেবীর অধীনে বাস করেন। ঈশানকোণস্থিত নাটকশৈলে মহাদেবের মহান্ আশ্রম; সেই আশ্রমে মহাদেব নিত্যই বাস করেন; পার্ব্বতীও তাঁহার অধীনে নিত্য বাস করেন।

অপরে চাশ্রমাঃ সন্তি হরগৌর্য্যোঃ সনাতনাঃ।
নৈতয়োঃ সদৃশঃ কোঽপি বিদ্যতে শঙ্করাশ্রমঃ॥
যত্রারাধ্যো মহাদেবো ভবদ্ভ্যাং নরসত্তমৌ।
তৎস্থানং মনসাদায় প্রসাদয় বৃষধ্বজম্॥

নাটকং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং গচ্ছতং নরসত্তমৌ।
তত্র নিত্যং মহাদেবো রমতেঽপর্ণয়া সহ ॥
সন্ধ্যাচলে তত্র মুনিরারাধয়তি শঙ্করম্।
বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্র স্তং যুবামনুগচ্ছতম্ ॥

এই কামরূপের অনেক স্থানে হরপার্ব্বতীর আরও অনেক প্রাচীন আশ্রম আছে, কিন্তু ইহার সদৃশ শঙ্করের স্থান কুত্রাপি নাই। হে নরসত্তম! মহাদেবের উপাসনা করিবার ইহাই উপযুক্ত স্থান, অতএব তোমরা সেই স্থলে যাইয়া মনের সহিত মহাদেবের আরাধনা কর। তোমরা নাটকশৈলে গমন কর; সেস্থানে মহাদেব দুর্গার সহিত নিত্য বাস করেন; ব্রহ্মার পুত্র মহাত্মা বশিষ্ঠও সন্ধ্যাচল পর্ব্বতে মহাদেবের আরাধনা করিতেছেন।

অত্র দেবী মহামায়া কামাখ্যা জগতাং প্রসূঃ।
কামাখ্যারূপমাস্থায় সদা তিষ্ঠতি শোভনা ॥
অত্রাস্তি নদরাজোঽয়ং লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
অত্রৈব দশ দিক্পালাঃ স্বে স্বে পীঠে ব্যবস্থিতাঃ ॥
অত্র স্বয়ং মহাদেবো ব্রহ্মা চাহং ব্যবস্থিতঃ।
চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ সততং বসতোঽত্র চ পুত্রক ॥
সর্ব্বে ক্রীড়ার্থমায়াতা রহস্যং দেশমুত্তমম্।
অত্র শ্রীঃ সর্ব্বতোভদ্রা ভোগ্যমত্র তথা বহু ॥

এই স্থানে জগৎপ্রসবিনী যোগনিদ্রারূপিণী দেবী মহামায়া কামাখ্যারূপ ধারণ করিয়া, সর্ব্বদাই শোভিতা আছেন। এই স্থানে নদরাজ লৌহিত্যও বিদ্যমান রহিয়াছেন; এই পুণ্যজনক স্থানে দিক্পালগণও

স্ব স্ব পীঠে অবস্থিত আছেন। স্বয়ং মহাদেবও এইস্থানে বিদ্যমান আছেন। ব্রহ্মা ও আমি সর্ব্বদাই অবস্থিত আছি; চন্দ্র ও সূর্য্য সততই বাস করিতেছেন। এইটি অতিশয় রহস্য ও উত্তম স্থান বলিয়া দেবতারা ক্রীড়ার জন্য আগমন করিয়া থাকেন। এখানে সর্ব্বতোভদ্রানামে লক্ষ্মী আছেন; ইহা অতিশয় গোপনীয় স্থান।

কুব্জিকাতন্ত্রে।

কামরূপং মহাপীঠং সর্ব্বকাম ফলপ্রদম্।
কলৌ শীঘ্রফলো দেবি কামরূপে জপঃ স্মৃতঃ ॥

হে দেবি, কামরূপ মহাপীঠ; ইহা সকল কামনার ফল দান করে; বিশেষতঃ কলিকালে কামরূপে জপ করিলে, শীঘ্রই ফললাভ হয়।

তাক্ষ্যে।

কামরূপং মহাপীঠং কামাখ্যা যত্র তিষ্ঠতি।

কামরূপ মহাপীঠ, যেখানে কামাখ্যা দেবী বিরাজমান আছেন।

কামরূপ-যাত্রামাহাত্ম্যম্।

কালিকাপুরাণে।

কামরূপং মহাপীঠং যো জানাতি নরোত্তমঃ।
স দিব্যজ্ঞান-সম্পন্নঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ।
যঃ কামরূপে সকলে পীঠযাত্রাং সমাচরেৎ।
আসাদ্য সকলং পীঠং পূজয়েৎ সর্ব্বদেবতাঃ ॥
দশ পূর্ব্বান্ দশ পরানাত্মানঞ্চৈকবিংশতিম্।
দিব্যে জ্ঞানে নিধায়াশু সর্ব্বৈর্ম্মুক্তিমিয়াৎ সহ ॥

যে নরশ্রেষ্ঠ কামরূপ মহাপীঠের মাহাত্ম্য সম্যগরূপে অবগত আছেন, তিনি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পরকালে পরম নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কামরূপ মহাপীঠে যাত্রাপূর্ব্বক কামরূপের সকল পীঠস্থানে যাইয়া সকল দেবতাকে পূজা করেন, তিনি পূর্ব্বতন দশপুরুষ, অধস্তন দশপুরুষ এবং নিজ সহ একবিংশ পুরুষ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সকলের সহিত মুক্তিলাভ করেন।

রুদ্রযামলে।

কলৌ শ্রীকালিকাপীঠে কামরূপে সুমন্ত্রবিৎ।
পীত্বা বায়ুং জপেদ্যস্তু স্থিরচেতাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

কলিযুগে কামরূপে শ্রীকালিকাপীঠে বায়ুপান করিয়াও যে মন্ত্রবিৎ জপ করে, তাহাকেই স্থিতধী বলে।

মহাভাগবতে।

কামরূপস্য মাহাত্ম্যং কথয়স্ব মহেশ্বর।
যত্র সাক্ষাৎ ভগবতী প্রত্যক্ষফলদায়িনী॥
মন্যে সর্ব্বেষু পীঠেষু শ্রেষ্ঠোঽয়ং পরমেশ্বর।
যত স্ত্বয়াপি তত্রৈব তপসারাধিতেশ্বরী॥

হে মহেশ্বর! যেখানে প্রত্যক্ষ ফলদায়িনী সাক্ষাৎ ভগবতী, সেই কমরূপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। হে পরমেশ্বর, এই কামরূপ পীঠ অন্য সমস্ত পীঠাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং এই পীঠেই আপনি স্বয়ং তপস্যা দ্বারা পরমেশ্বরীর আরাধনা করিয়াছিলেন।

পীঠানাঞ্চৈকপঞ্চাশদভবন্মুনিপুঙ্গব।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতেন চ্ছায়া সত্যা মহীতলে॥

তেষু শ্রেষ্ঠতমঃ পীঠঃ কামরূপো মহামতে।
যত্র সাক্ষাদ্ভগবতী স্বয়মেব ব্যবস্থিতা॥
তত্রগত্বা মহাপীঠে স্নাত্বা লৌহিত্যবারিণি।
ব্রহ্মহাপি নরঃ সদ্যো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥
ব্রহ্মপুত্রঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ দ্রবরূপী জনার্দ্দনঃ।
তস্মিন্নরঃ কৃতস্নানো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥

হে মুনিপুঙ্গব! পৃথিবীতে ছায়া সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পতিত হইয়া একান্নপীঠ উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে হে মহামতে! যেখানে ভগবতী স্বয়ং সাক্ষাৎ অবস্থিতা, সেই কামরূপই শ্রেষ্ঠপীঠ। মানব সেই পীঠে গমন করতঃ ব্রহ্মপুত্র-জলে স্নান করিলে ব্রহ্ম-হত্যাকারীও সদ্য ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মপুত্র সাক্ষাৎ দ্রবরূপী জনার্দ্দন-বিষ্ণু, মানব সেই ব্রহ্মপুত্র-জলে স্নান করিলে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তিলাভ করে।

বৃহন্নীলতন্ত্রে।

পীঠার্চ্চনং মহাদেবি যত্র সিদ্ধিরনুত্তমা।
পীঠানাং পরমং পীঠং কামরূপং মহাফলম্॥
তত্র যৎ ক্রিয়তে পূজা সকৃদ্ধাপি মহেশ্বরি।
বিহায় সর্ব্বপীঠানি তস্যদেহে বসাম্যহম্॥

হে মহাদেবি! পীঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠপীঠ কামরূপ, এখানে পূজা করিলেই অনুত্তমা সিদ্ধিলাভ হয়। এই পীঠে যে একবার মাত্র ভক্তিভাবে স্থিরচিত্তে পূজা করে, সমস্তপীঠ পরিত্যাগ করিয়া আমি তাহার দেহে অবস্থান করি।

মহাভাগবতে।

কামরূপস্য তীর্থস্য যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ংশিবা।
প্রত্যক্ষা ফলদা মর্ত্ত্যেঽস্থানং নাস্তি ততোঽধিকম্॥
যত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সুরোত্তমাঃ।
প্রত্যহং সমুপাগত্য সেবন্তে ভক্তিতৎপরাঃ॥

যে কামরূপ তীর্থে সাক্ষাৎ ভগবতী অবস্থিতা, তাহার মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর। মর্ত্ত্যে এমন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ স্থান আর নাই, এই কামরূপে দেব, গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মাদি সুরোত্তমগণ প্রত্যহ আগমন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

যোগিনীতন্ত্রে।

তত্র যে মানবাঃ সন্তি তে দেবা নাত্র সংশয়ঃ।
তত্র যদ্বস্তুজলং দেবি তৎ সর্ব্বং তীর্থমেব হি॥
উপবীথিশ্চ বীথিশ্চ উপপীঠঞ্চ পীঠকম্।
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদন্তরম্॥
বিষ্ণুপীঠং মহাদেবি রুদ্রপীঠং তদন্তরম্।
ভবযোনিরিখ্যাতা চতুর্দ্দিক্ষু সমন্ততঃ॥
তত্র তত্র মহাপূজোত্তরোত্তরফলাধিকা।
দ্বিগুণং দ্বিগুণং ভদ্রে ফলমেব সুনিশ্চিতম্॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব বিদ্যানাং সর্ব্বমন্ত্রস্য শাম্ভবি।
পূজনে জপনে চৈব দ্বিগুণং দ্বিগুণং ফলম্॥

নবযোনিরিতি খ্যাতা কামাখ্যা যোনিমণ্ডলম্।
নবযোনি মধ্যভাগে কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্ ॥
জলে স্থলে কামরূপে পূজনাচ্চ সমং ফলম্।
কামরূপে যথা বিষ্ণুর্লক্ষ্মীঃ শ্রেষ্ঠা মহেশ্বরি ॥
কামরূপে তথা দেবীপূজা সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা।
কামরূপে দেবীক্ষেত্রং কুত্রাপি তৎসমং ন চ;
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে ॥

হে দেবি! কামরূপে যে সকল মনুষ্য আছেন, তাঁহারা দেবতাতুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং তথায় যে জল আছে, তৎসমস্ত তীর্থ বলিয়া জানিবে। হে দেব! তথায় বীথি, উপবীথি, পীঠ, উপপীঠ, সিদ্ধপীঠ, মহাপীঠ, ব্রহ্মপীঠ, বিষ্ণুপীঠ এবং রুদ্রপীঠ, এই নবযোনি পীঠ বিদ্যমান আছে। এই সকল পীঠস্থানে উত্তরোত্তর পূজা করিলে ক্রমশঃ দ্বিগুণ দ্বিগুণ ফললাভ হয়। তথায় সর্ব্বাবস্থার সর্ব্ববিধ মন্ত্রের দ্বারা পূজা ও জপ করিলে দ্বিগুণ দ্বিগুণ ফললাভ হয়। কামাখ্যাযোনিমণ্ডল নবযোনি বলিয়া আখ্যাত। এই সকল যোনিপীঠের মধ্যভাগে কামাখ্যাদেবীর যোনিমণ্ডল। কামরূপের জলে ও স্থলে সকল স্থানেই পূজায় সমান ফল। হে দেবি! হে মহেশ্বরি! যেমন দেবতার মধ্যে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ ও দেবীর মধ্যে লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠা, সেইরূপ কামরূপেও দেবীপূজা সর্ব্বোত্তমা বলিয়া পরিগণিত। কামরূপ সমস্তই দেবীক্ষেত্র; ইহার সমান স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। অন্যত্র দেবী বিরলা, কামরূপে প্রতিগৃহে দেবী বিরাজিতা আছেন।

মহানীলতন্ত্রে।

পীঠানাং পরমং পীঠং কামরূপং মহাফলম্।
তত্র যা ক্রিয়তে পূজা সকৃদ্বাপি মহেশ্বরী ॥
বিহায় সর্ব্বপীঠানি তস্য দেহে বসাম্যহম্।

পীঠের মধ্যে, কামরূপ শ্রেষ্ঠ ও মহাফলপ্রদ। হে মহেশ্বরি! একবার মাত্র পূজা করিলে, সমস্ত পীঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি সেই পূজকের শরীরে বাস করিয়া থাকি।

নীলশৈলাদি-নিরূপনম্।

কালিকাপুরাণে।

লীনায়াং যোগনিদ্রায়াং ময়ি পর্ব্বতরূপিণি।
স নীলবর্ণঃ শৈলোঽভূৎ পতিতে যোনিমণ্ডলে॥
স তু শৈলো মহাতুঙ্গঃ পাতালতলমাবিশৎ।
তস্যা আক্রমণাদ্‌গাঢ়ং স্তম্ভঃস্তং দ্রুহিণো হ্যধাৎ॥
সতু পূর্ব্বং ব্রহ্মশক্তিং শিলাং ধর্ত্তুং চতুর্ম্মুখঃ।
শৈলরূপোঽভবৎ তেন শৈলরূপেণ মামধাৎ॥
ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপী স ময়ি পর্ব্বতরূপিণি।
সংসক্তোঽধোঽগমদ্ গাঢ়মাক্রান্তো মায়য়া বিধেঃ॥

শিব বলিতেছেন,—যখন মহামায়া যোগনিদ্রারূপিণী সতীর, যোনিমণ্ডল পর্ব্বতরূপী আমাতে বিলীন হইয়াছিল, তখনই পর্ব্বত নীলবর্ণ হয়; সেই জন্যই ইহাকে নীলাচল বলে। মহামায়ার গাঢ় আক্রমণ হেতু এই মহাতুঙ্গ পর্ব্বত যোনিমণ্ডলের ভার সহ্য করিতে না পারায়, ক্রমশঃ পাতালতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ব্রহ্ম-শক্তির দ্বারা পূর্ব্বদিকে শৈলকে ধারণ করেন এবং পর্ব্বতরূপে আমাকেও ধারণ করিয়াছিলেন। মায়া কর্ত্তৃক গাঢ় আক্রান্ত ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপে পর্ব্বতরূপী আমাকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, অধোগত হইতে লাগিলেন।

ততো-বরাহ-সংসক্তো ময়ি মাং স তু মাধবঃ।
শৈলরূপঃ শৈলরূপং ধর্ত্তুং সমুপচক্রমে ॥
সোহপ্যধো যান্ ময়া সার্দ্ধং তদা পর্ব্বতরূপিণা।
আক্রম্য দেবীং পৃথিবীংস্থিতো ভুবি নিখাতিতঃ ॥
শতং শতং যোজনানাং তুঙ্গমাসীদ্গিরিত্রয়ম্।
তদাক্রান্তং মহাদেব্যা সর্ব্বমেব হ্যধোগতম্ ॥
ক্রোশমাত্রং স্থিতং তুঙ্গশেষং তস্ত্রিতয়স্য তু।
একা সমস্তজগতাং প্রকৃতিঃ সা গতস্ততঃ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈর্দ্দেবৈর্দ্ধৃতা সা জগতাং প্রভুঃ।
তত্র পূর্ব্বো ব্রহ্মশৈলঃ শ্বেত ইত্যুচ্যতে সুরৈঃ।
মদ্রূপধারী শৈলস্তু নীল ইত্যুচ্যতে তথা ॥
স তু মধ্যগতঃ পীঠস্ত্রিকোণোদূখলাকৃতিঃ।
বিভ্রাজমানঃ সততং মধ্যে ব্রহ্মবরাহয়োঃ ॥
বরাহঃ শৈলরূপো যঃ স চিত্র ইতি কথ্যতে।
সর্ব্বেষাং সংস্থিতঃ পশ্চাৎ দীর্ঘঃ সর্ব্বেভ্য এব তু ॥

তখন আমি বরাহে সংসক্ত হইলে, সেই শৈলরূপধারী মাধব শৈলরূপী আমাকে ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। ঐ বরাহও পর্ব্বতরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আমার সহিত অধোগমন করত পৃথিবীতে নিখাতের মত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক একশত যোজন উচ্চ পর্ব্বতত্রয় ক্রমশঃ যখন অধোগত হইতে লাগিল, তখন মহাদেবী তাঁহাদের সকলের সহিত সমবেত হইয়া আক্রমণ পূর্ব্বক সমস্ত পর্ব্বত নিজে ধারণ করিলেন, তাহাতে এই পর্ব্বতত্রয় কেবল একক্রোশ মাত্র উচ্চ রহিয়াছে,

অবশিষ্ট পাতালে রসিয়া গিয়াছে। এই পর্ব্বতত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন নামে তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যেহেতু সেই মহাদেবী একাই নিখিল জগতের প্রকৃতি; সেইজন্য এই জগৎপ্রসবিনী মহামায়া কামাখ্যা দেবীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনজনেই ধারণ করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে পূর্ব্বদিকে যে পর্ব্বত, তাহা ব্রহ্মপর্ব্বত নামে বিখ্যাত; দেবতারা এই পর্ব্বতকে শ্বেতপর্ব্বত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমার মূর্ত্তিবিশিষ্ট যে পর্ব্বত, দেবতারা সেই পর্ব্বতের নাম নীল পর্ব্বত রাখিয়াছেন। এই নীল পর্ব্বতের মধ্যস্থিত মনোহর যোনিপীঠ ত্রিকোণ ও উদূখলাকৃতি; এই পীঠ সর্ব্বদা ব্রহ্মা ও বরাহ পর্ব্বতের মধ্যে থাকিয়া শোভা পাইতেছেন। বরাহরূপী যে শৈল, দেবতারা তাঁহাকে চিত্রপর্ব্বত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই পর্ব্বত সকলের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ।

ঐশান্যাং যোঽভবৎ কূর্ম্মঃ শৈলরূপো মহাদ্যুতিঃ।
মণিকর্ণঃ স নাম্না তু খ্যাতো দেবৌঘ-সেবিতঃ॥
যোঽনন্তরূপঃ শৈলস্তু বায়ব্যাং সমবস্থিতঃ।
মণিপর্ব্বতসংজ্ঞোঽসৌ পর্ব্বতো মাধবপ্রিয়ঃ॥
মহামায়াগিরির্যস্তু নৈর্ঋত্যাং সমবস্থিতঃ।
স গন্ধমাদনো নাম্না সর্ব্বদা শঙ্করপ্রিয়ঃ॥
মণিকূটস্যাথ গিরের্গন্ধমাদনকস্য চ।
মধ্যে স্রবতি লৌহিত্যো ব্রহ্মণোঽদ্রিরুপস্থিতঃ॥

ঈশান কোণে মহাদ্যুতি কূর্ম্মরূপে যে পর্ব্বত অবস্থিত, তাঁহার নাম মণিকর্ণ ও তাহা দেবতা কর্ত্তৃক সেবিত। বায়ুকোণে যে পর্ব্বতে অনন্ত অবস্থিত, উহাই মণিপর্ব্বত; ইহা মাধবের প্রিয়। মহামায়া-গিরির

নৈঋত কোণে যে পর্ব্বত অবস্থিত, তাহার নাম গন্ধমাদন; উহা শঙ্করের প্রিয়। মণিকূট ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্য দিয়া লৌহিত্য নদ প্রবাহিত হইয়াছে।

প্রাগ্জ্যোতিষপুরশব্দোৎপত্তিঃ।

কালিকাপুরাণে।

অস্য মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্ নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
ততঃ প্রাগ্জোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে থাকিয়া নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া, ইন্দ্রপুরীসদৃশ এই পুরী প্রাগ্জ্যোতিষপুর নামে আখ্যাত হইয়াছিল। অধুনা গৌহাটী নামে প্রসিদ্ধ।

পঞ্চক্রোশ-নির্ণয়ঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

অমোণিং মণিপর্য্যন্তমাচিত্রাদ্ গন্ধমাদনম্।
পঞ্চক্রোশমিতং দেবি কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্॥
ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশাদ্যৈঃ সেবিতং পরমাদ্ভুতম্।
পঞ্চক্রোশমিতং দেবি সর্ব্বেষামেব দুর্লভম্॥
দেবা মরণমিচ্ছন্তি কা কথা মানুষেষু চ।
যোনিপীঠে মহেশানি পঞ্চক্রোশমিতে শিবে॥
যে গচ্ছন্তি শিবাকারা যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ।
তে চ সূর্য্যাত্মজক্লেশং ন প্রাপ্নুবন্তি কর্হিচিৎ॥

যোনিপীঠে চ নিষ্পাপা যে বসন্তি নরোত্তমাঃ।
তে সর্ব্বে শঙ্করা জাতাস্ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রমূর্দ্ধজাঃ ॥

হে দেবি! অযোণি হইতে মণি পর্য্যন্ত এবং গন্ধমাদন হইতে চিত্রাচল পর্য্যন্ত ইহার মধ্যবর্ত্তী পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থান কামাখ্যা-যোনিমণ্ডল। ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সেবিত ও পরমাদ্ভুত, এই পঞ্চক্রোশ-পরিমিত স্থান সকলের পক্ষে দুর্লভ। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও এই স্থানে মৃত্যু ইচ্ছা করেন। যে ব্যক্তি এই পঞ্চক্রোশের মধ্যবর্ত্তী যোনিপীঠে গমন করেন, তিনি শিবসদৃশ হন এবং দেহান্তে কখনও তাঁহাকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যে নরশ্রেষ্ঠগণ এই যোনিপীঠে বাস করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ ও ত্রিনেত্র শশিশেখরের ন্যায়।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথযাত্রা-নিয়মঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

নিত্যং নির্ব্বর্ত্ত্য স্বগৃহে পিতৃন্ নান্দীমুখানপি।
অভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্ ভক্ত্যা পশ্চাদ্ যাত্রাং সমাচরেৎ ॥
উত্তরাশাগতে ভানৌ সানুকূলে শুভগ্রহে।
গুরোঃ পিত্রোরনুজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সপ্ত ততো যাত্রাং সমাচরেৎ ॥

যাত্রার পূর্ব্বে আপনার গৃহে নিত্যকর্ম্ম, পিতৃগণের অর্চ্চনা ও নান্দীমুখাদি সমাপনপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া যথানিয়মে যাত্রা করিবে। ভানু উত্তর দিকে অবস্থিতি করিলে (উত্তরায়ণে) এবং শুভগ্রহসকল অনুকূল হইলে, গুরু এবং পিতামাতার বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া, সাতজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া যাত্রা করিবে।

গৌড়েশানে গুরোঃ শুদ্ধিঃ কামরূপে ভৃগোঃ স্মৃতা।
পূর্ব্বদেশং মহেশানি প্রতিপন্নবমী তথা ॥
ন গচ্ছেদ্ যাত্রিকো যাত্রাং যোগিনী সম্মুখা যতঃ।
গোধূলিসময়ে চৈব পূর্ব্বদেশং বিজানীহি ॥

গৌড় ও ঈশানে গুরুশুদ্ধি, কামরূপে শুক্রশুদ্ধি আবশ্যক। হে মহেশানি! পূর্ব্বদিকে প্রতিপদ ও নবমী তিথিতে এবং সম্মুখ

যোগিনীতে যাত্রিকেরা কখনও যাত্রা করিবে না। পূর্ব্বদিকে গোধূলি সময়ে যাত্রা প্রশস্ত।

যাত্রিক-কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতামাহ।

যোগিনীতন্ত্রে।

যানেনার্দ্ধফলং হন্তি তথাচ ছত্র-পাদুকে।
তীর্থযাত্রাফলং হন্তি ব্যবায়ে মাংসভক্ষণে॥
তীর্থে চাচমনং বর্জ্জ্যং পাদপ্রক্ষালনং তথা।
শৌচমভ্যঙ্গকঞ্চৈব অন্যতীর্থপ্রশংসনম্॥
অন্যতীর্থরতিশ্চৈব সদা তীর্থেষু দূষণম্॥
ন মলং নির্ব্বপেৎ তীর্থে ন কেশান্ নির্ব্বপেৎ ক্বচিৎ।
ন তীর্থতীরে নিবসেদ্দক্ষিণে তু বিশেষতঃ॥
দক্ষিণে চৈব তীর্থস্য ন স্নায়াদ্ধি কদাচন॥
তীর্থেষু ব্রাহ্মণং নৈব পরীক্ষেত কদাচন।
যৎ তীর্থং যস্য দেবস্য তৎ-তীর্থস্য দ্বিজস্য চ।
বন্দনীয়স্য পূজ্যস্য তেষাং বাক্যেন পূততা॥

যানদ্বারা তীর্থে গমন করিলে, ছাতা ও পাদুকা ব্যবহার করিলে, তীর্থের অর্দ্ধেক ফল নষ্ট হয়। মৈথুনে এবং বৃথা মাংস ভক্ষণেও তীর্থের ফল নষ্ট হয়। তীর্থে আচমন, পাদপ্রক্ষালন, শৌচ ও অন্য তীর্থের প্রশংসা করিবে না। এক তীর্থে যাইয়া অন্য তীর্থের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে না। তীর্থে মলত্যাগ, কেশকর্ত্তন, দক্ষিণে বাস ও দক্ষিণে যাইয়া কখনও স্নান করিবে না। তীর্থে কখনও ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা

করিবে না। যে তীর্থের যে দেবতা ও যে ব্রাহ্মণ, তাহাই পূজ্য এবং বন্দনীয়। তাঁহাদের বাক্যই পবিত্র।

পদ্মপুরাণে।

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥

যাহাদের হস্ত, পদ, মন সুসংযত এবং যাহারা বিদ্যা, তপঃ ও কীর্ত্তিবিশিষ্ট, তাঁহারাই তীর্থের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

স্কান্দে।

মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা॥

গয়া, গঙ্গা, বিশালা ও বিরজা—এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল তীর্থেই মুণ্ডন ও উপবাস করা বিধেয়।

অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ।
অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে॥

যে ব্যক্তি ইহজন্মে ত্রিরাত্র উপবাসী হয় নাই, তীর্থেও গমন করে নাই এবং সুবর্ণ ও গো দান করে নাই, সে ব্যক্তি নিশ্চই পরজন্মে দরিদ্র হয়।

তীর্থোপবাসশ্চ ফলবিশেষার্থঃ—তদর্থমভিগম্য ব্রতোপবাস-নিয়মযুক্তস্ত্র্যাহমবগাহমানস্ত্রিরাত্রমুষিত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

তীর্থে যে উপবাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও ফলবিশেষের প্রাপ্তির নিমিত্ত মাত্র। যে ব্যক্তি তীর্থে গমন করিয়া ব্রত, উপবাস ও নিয়মযুক্ত হইয়া ত্রিরাত্র অবগাহন এবং ত্রিরাত্র বাস করে, সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

হস্তসংযমোঽত্র নিন্দিত-প্রতিগ্রহাদি-নিবৃত্ত্যর্থঃ।
পাদ-সংযমস্তু অগম্য-দেশাদি-গমন-নিবৃত্ত্যর্থঃ।
মনঃসংযমঃ কামক্রোধাদি-নিবৃত্ত্যর্থঃ।
বিদ্যা তত্তত্তীর্থফলবোধক-সচ্ছাস্ত্র-বেদাদ্যধিগমার্থা।
তপঃ আমিষাদিনিবৃত্ত্যর্থম্ ॥

হস্তসংযম যথা :—ধনাদির প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্তি। পাদসংযম যথাঃ—নিষিদ্ধ দেশাদি গমন হইতে নিবৃত্তি। মনঃসংযম যথা :—কাম-ক্রোধাদি হইতে নিবৃত্তি। বিদ্যা :—যে সকল শাস্ত্রে তীর্থবিশেষের ফল উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রে জ্ঞান। তপস্যা শব্দের অর্থ :—আমিষাদি ভোজ্য হইতে নিবৃত্তি। কীর্ত্তি শব্দের অর্থ :—কোন ব্যক্তির ধর্ম্মার্থ নানা তীর্থগমন জন্য ধার্ম্মিকরূপে প্রসিদ্ধি।

দেবীভাগবতে।

তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতা যে তু চাণ্ডালাদ্যা অপি প্রভো!
দেবীরূপাঃ স্মৃতাঃ সর্ব্বে পূজনীয়া স্ততো হি তে।
প্রতিগ্রহাদিকং সর্ব্বং তেষু ক্ষেত্রেষু বর্জ্জয়েৎ ॥

হে প্রভো! সেই ক্ষেত্রে (কামাখ্যায়) যাহারা বাস করে, তাহারা চণ্ডাল হইলেও দেবীর স্বরূপ বলিয়া জানিবেন; অতএব তাহারা সকলেই পূজনীয়। সেই ক্ষেত্রে প্রতিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিবে।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যুগে যুগে পীঠ-প্রাধান্যমাহ।

যোগিনীতন্ত্রে।

উড্ডীয়ানস্য দেবেশি প্রাদুর্ভাবঃ কৃতে যুগে।
পূর্ণ-শৈলস্য সম্ভূতিস্ত্রেতাযুগমুখেঽভবৎ॥
দ্বাপরে জালশৈলস্য "কামাখ্যায়াঃ কলৌ যুগে।"
ঘোরস্য কলিপাপস্য বিনাশায় মহেশ্বরি॥

হে দেবি! সত্যযুগে উড্ডীযান পীঠের প্রাধান্য ছিল, ত্রেতাযুগে পূর্ণ-শৈল, দ্বাপরে জাল-শৈল; হে মহেশ্বরি! কলিযুগে ঘোরপাপ বিনাশের জন্য কামখ্যা অধিকতর পূজ্যা।

তীর্থোৎপত্তিঃ।

কালিকাপুরাণে।

অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে প্রাণি-সর্জ্জনে।
অগৃহ্ণাং দক্ষতনয়াং ভার্য্যার্থেঽহং বধূং বরাম্॥
সা মেঽভূৎ প্রেয়সী ভার্য্যা প্রাদায় সময়ং পিতুঃ।
অনিষ্টকারী ত্বঞ্চেৎ স্যাঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে তদা ত্বহম্॥
ততো যজ্ঞে সমস্তাংস্তু স চ বব্রে চরাচরম্।
ন মাং নাপি সতীং বব্রে তদনিষ্টান্ মৃতা তু সা।

ততো মোহং সমাক্রান্তস্তামাদায় মৃতামহম্।
প্রাপ্তঃ পীঠবরং তস্য ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ॥

মহাদেব বলিতেছেন ;—সমুদয় জীবগণের সৃষ্টির বহুকাল গত হইলে আমি দারার্থী হইয়া দক্ষ-কন্যা সতীর পাণিগ্রহণ করিলাম। তিনি আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ভার্য্যা হইয়াছিলেন। সেই দক্ষ-কন্যা সতী পিত্রালয় হইতে আসিবার সময় পিতাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, "যদি কখন তুমি আমার স্বামীর অনিষ্ট কর, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।" অনন্তর দক্ষ,—যজ্ঞ করিয়া সমস্ত চরাচরকে নিমন্ত্রণ করিল, কেবল আমাকে নিমন্ত্রন করিল না, সেই অনিষ্ট কার্য্য-হেতুক সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর আমি মোহে অবসন্ন হইয়া, সতীর মৃত-শব স্কন্ধে বহন করতঃ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম ও কুব্জিকা-পীঠ প্রাপ্ত হইলাম।

উন্মত্তবদ্ গচ্ছতোঽস্য দৃষ্ট্বা ভাবং দিবৌকসঃ।
ব্রহ্মাদ্যাশ্চিন্তয়ামাসুঃ শবভ্রংশন-কর্ম্মণি॥
হরগাত্রস্য সংস্পর্শাচ্ছবো নায়ং বিশীর্ণতাম্।
গমিষ্যতি কথং তস্মাদস্য ভ্রংশো ভবিষ্যতি॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুশনৈশ্চরাঃ।
সতীশবান্তর্বিবিশুরদৃশ্যা যোগমায়য়া॥
প্রবিশ্যাথ শবং দেবাঃ খণ্ডশস্তে সতীশবম্।
ভূতলে পাতয়ামাসুঃ স্থানে স্থানে বিশেষতঃ॥

গমন-পরায়ণ আমার উন্মত্তের ন্যায় ভাব দর্শন করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ সতীর শবদেহ বিচ্যুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবগাত্র-স্পর্শ বশতঃ এই শব-শরীর পচিয়া-গলিয়াও পড়িবে না, তবে ইহা বিচ্যুত হইবে কিরূপে? ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহা চিন্তা করতঃ, যোগমায়া বলে অদৃশ্য হইয়া সতীর শবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহা খণ্ড খণ্ড করতঃ (পুণ্যতীর্থ করিবার উদ্দেশে) ভূতলে স্থানে স্থানে ফেলিয়া দিলেন।

তস্যাস্ত্বঙ্গানি পর্য্যায়াৎ পতিতানি যতো যতঃ।
তত্তৎ পুণ্যতমং জাতং যোগনিদ্রাপ্রভাবতঃ॥
তস্মিংস্তু কুব্জিকাপীঠে সত্যাস্তদ্ যোনিমণ্ডলম্।
পতিতং তত্র সা দেবী মহামায়া ব্যলীয়ত;
কামরূপে কামগিরৌ ন্যপতদ্ যোনিমণ্ডলম্॥

যোগনিদ্রা প্রভাবে সতীর অঙ্গ যেখানে যেখানে পর্য্যায়ক্রমে খসিয়া পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থান অতি পবিত্র বলিয়া খ্যাত হয়। সেই কুব্জিকা-পীঠে কামরূপে কামগিরিতে (কামরূপান্তর্গত নীলশৈলে) সতীর যোনিমণ্ডল পতিত হয় এবং মহামায়া দেবীও সেই যোনিতে বিলীন হইয়াছেন।

যত্র যত্রাপতন্ সত্যাস্তদা পাদাদয়ো দ্বিজাঃ।
তত্র তত্র মহাদেবঃ স্বয়ং লিঙ্গস্বরূপধৃক্।
তস্থৌ মোহসমাযুক্তঃ সতী-স্নেহবশানুগঃ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শনিশ্চাপি সর্ব্বে দেবগণাস্তথা।
পূজয়াঞ্চক্রুরীশস্য প্রীত্যা সত্যাঃ পদাদিকম্॥

হে দ্বিজগণ! তখন যেখানে যেখানে সতীর পদাদি-অঙ্গ পতিত হইল, তথায় তথায় মহাদেব সতী-স্নেহবশে বিমূঢ় হইয়া, স্বয়ং লিঙ্গরূপে

অবস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রীতিসহকারে সতীর পদাদি-অঙ্গ পূজা করিলেন।

পঞ্চমূর্ত্ত্যভিধা কামাখ্যা।

কালিকাপুরাণে।

এবং পুণ্যতমে পীঠে কুব্জিকা-পীঠসংজ্ঞকে।
নীলকূটে ময়া সার্দ্ধং দেবী রহসি সংস্থিতা॥
সত্যাস্তু পতিতং তত্র বিশীর্ণং যোনিমণ্ডলম্।
শিলাত্বমগমচ্ছৈলে কামাখ্যা তত্র সংস্থিতা॥
সংস্পৃশ্য তাং শিলাং মর্ত্ত্যো হ্যমরত্বমবাপ্নুয়াৎ।
অমর্ত্ত্যো ব্রহ্মসদনং তৎস্থো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
তস্যাঃ শিলায়া মাহাত্ম্যং যত্র কামেশ্বরী স্থিতা।
সা চাপি প্রত্যহং তত্র পঞ্চমূর্ত্তিধরাভবৎ॥
মোহার্থং সর্ব্বলোকানাং মমাপি প্রীতয়ে শিবা।
দেব্যাশ্চাপি নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চরূপাণি ভৈরব।
শৃণু বেতাল গুহ্যানি দেবৈরপি সদৈব হি।
কামাখ্যা ত্রিপুরা চৈব তথা কামেশ্বরী শিবা।
শারদা চ মহোৎসাহা কামরূপগুণৈর্যুতা॥

এইরূপ পুণ্যতম ক্ষেত্রে কুব্জিকানামক পীঠে মহামায়া কামাখ্যাদেবী আমার সহিত সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন। সতীর বিশীর্ণ যোনিমণ্ডল এই নীলপর্ব্বতে পতিত হইয়া প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই প্রস্তরময় যোনিতে কামাখ্যাদেবী সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন। যে মনুষ্য এই

শীলা স্পর্শ করে, পরিণামে সে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে গমন করে, পরে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে শিলাতে কামেশ্বরী দেবী অবস্থিতা, সে শিলার মাহাত্ম্য অসীম; হে নরশ্রেষ্ঠ বেতালভৈরব! সর্ব্বদা দেবতাদের গুহ্য দেবীর ও দেবতাদের পঞ্চরূপ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর:—

সেই মহামায়া কামাখ্যাদেবী সকলের হিতের জন্য এবং আমার প্রীতির জন্য এই যোনিপীঠে প্রত্যহই পঞ্চমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন কামাখ্যা, ত্রিপুরা, সারদা, মহোৎসাহা ও কামেশ্বরী এই পঞ্চ-মূর্ত্তির পঞ্চ-নাম। কামেশ্বর (বামদেব), সিদ্ধেশ্বর (ঈশান), কোটিলিঙ্গ (তৎপুরুষ অঘোর ও আম্রাতকেশ্বর (সদ্যোজাত), ইহাই মহাদেবের পঞ্চ-রূপ।

কামাখ্যা-শব্দোৎপত্তিঃ।

কালিকাপুরাণে।

কামার্থমাগতা-যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলশৈলে রহোগতা॥
কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥

কামাদি চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদানের জন্য, ভগবতী আমার সহিত এই মহাগিরিতে আসিয়াছেন বলিয়া এই নীলশৈলে অবস্থিতা নির্জ্জনস্থ দেবী মহামায়া কামাখ্যা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। যেহেতু ইনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী এবং কামাঙ্গনাশিনী।

শারদা-শব্দোৎপত্তিঃ।

কালিকাপুরাণে।

শরৎকালে পুরা যস্মান্নবম্যাং বোধিতা সুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ নামতঃ॥

যেহেতু পূর্ব্বে শরৎকালে দেবগণ কর্ত্তৃক নবমীতে বোধিতা হইয়াছিলেন, এইজন্য পীঠে ও লোকমধ্যে তিনি শারদা নামে খ্যাত হন।

ত্রিপুরা-শব্দোৎপত্তিঃ।

কালিকাপুরাণে।

ত্রীণ্যস্যাং পুরতো দদ্যাৎ দুর্গা ধাতা মহেশ্বরী।
ত্রিপুরেতি সমাখ্যাতা কামাখ্যা কাম-রূপিণী॥
ত্রিবিধা কুণ্ডলী শক্তিস্ত্রিদেবানাঞ্চ সৃষ্টয়ে।
সর্ব্বং ত্রয়ং ত্রয়ং যস্মাত্ত্রিপুরা তেন সা স্মৃতা॥

যেহেতু মহেশ্বরী দুর্গাদেবী তিনের অগ্রে খ্যাত হন; এই নিমিত্ত কামরূপিণী-কামাখ্যা ত্রিপুরা নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিদেব-সৃষ্টির নিমিত্ত কুণ্ডলী শক্তিও ত্রিবিধ; যেহেতু সমুদয় বস্তুতেই তিন তিন, এই নিমিত্ত উমার নাম—ত্রিপুরা।

কামেশ্বরী-শব্দোৎপত্তিঃ।

কালিকাপুরাণে।

সিংহোপরি সিতঃ প্রেতস্তস্মিল্লোহিতপঙ্কজম্।
কামেশ্বরী স্থিতা তত্র ঈষৎপ্রহসিতাননা॥
একা সমস্তজগতাং প্রকৃতিঃ সা যতস্ততঃ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবৈর্দ্দেবৈর্ধ্রিয়তে সা জগন্ময়ী॥
সিতপ্রেতো মহাদেবো ব্রহ্মা লহিতপঙ্কজম্।
হরির্হরিস্তু বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহৌজসঃ॥

স্বমূর্ত্ত্যা বাহনত্বন্তু তেষাং যস্মান্ন যুজ্যতে।
তস্মান্ মূর্ত্ত্যন্তরং কৃত্বা বাহনত্বং গতাস্ত্রয়ঃ ॥
যস্মিন্ যস্মিন্ মহামায়া প্রীণাতি সততং শিবা।
তেন তেনৈব রূপেণ আসনান্যভবং স্ত্রয়ঃ ॥
এবং সদা মহামায়া কামাখ্যা চৈকরূপিণী।
ধ্যানতো রূপতো ভিন্না তস্মাৎ তাং তত্র পূজয়েৎ ॥

তাঁহারা স্ব স্ব মূর্ত্তিতে বাহন হওয়া অযোগ্য বিবেচনা করিয়া, অন্য মূর্ত্তিতে দেবীর বাহনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহামায়া কামাখ্যা দেবী যখন যেরূপে প্রীত হন, তাঁহারাও তখন ঠিক সেইরূপেই বাহন হন। এই মহামায়া, কামেশ্বরী ও কামাখ্যা একই,—কেবল ধ্যানে ও রূপে ভিন্ন ভিন্ন : তজ্জন্য কামরূপেই কামাখ্যার পূজা করিবে।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

কামাখ্যাদর্শনক্রমঃ।

কালিকাপুরাণে।

উর্ব্বশ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বা পাণ্ডুশিলাং তথা।
নীলকূটং সমারুহ্য পুনর্যোনৌ ন জায়তে॥

বিধিপূর্ব্বক উর্ব্বশীকুণ্ডে স্নান করিয়া, পাণ্ডুশিলা স্পর্শন পূর্ব্বক নীলাচল পর্ব্বত আরোহণ করিলে, পরাভবে আর পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয় না।

উর্ব্বশী-কুণ্ডনির্ণয়ঃ।

কালিকাপুরাণে।

দক্ষিণে ভস্মকূটস্য দেবী পীযূষধারিণী।
উর্ব্বশী নাম বিখ্যাতা শক্রপ্রীতিকরী সদা॥
দেবৈর্যৎ স্থাপিতং পূর্ব্বমমৃতং ভোজনায় বৈ।
কামাখ্যায়াস্তদাদায় স্বয়ং তিষ্ঠতি চোর্ব্বশী॥
শিলারূপো হরস্তাস্তু সমাবৃত্যৈব তিষ্ঠতি॥
সা চৈবামৃতরাশিস্তু কৃত্বা কিঞ্চন কিঞ্চন।
উপস্থাপয়তে নিত্যং কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে॥

ভস্মকূটের দক্ষিণে উর্ব্বশী নামে বিখ্যাতা, সর্ব্বদা ইন্দ্রের প্রীতিকারিণী, পীযূষধারিণী দেবী আছেন। পূর্ব্বে দেবতারা ভোজনের জন্য যে অমৃত

স্থাপন করিয়াছিলেন, উর্ব্বশী স্বয়ং তথা হইতে কামাখ্যার ভোজনে জন্য সেই অমৃতরাশি আনয়ন করিয়া এইস্থানে বাস করেন। মহাদেবও শিলারূপ ধারণ করিয়া সেইস্থান সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদন করতঃ অবস্থিত রহিয়াছেন। উর্ব্বশী এই অমৃতরাশি হইতে প্রত্যহই কামাখ্যার ভোজনের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে অর্পণ করেন।

যোগিনীতন্ত্রে।

তৎক্ষেত্রস্যোত্তরে ভাগে ধনুরর্কপ্রমানতঃ।
উর্ব্বশী সা সমাখ্যাতা সর্ব্বকল্মষনাশিনী॥
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাঞ্চ সমাহিতঃ।
স্নাত্বাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে সংক্রমেষু চ॥

অগস্ত্যের উত্তরে দ্বাদশধনু-পরিমিত সর্ব্বকলুষনাশিনী উর্ব্বশী নামে তীর্থ বিরাজিত আছে। মানব মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এবং সংক্রান্তিতে সমাহিত হইয়া স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে।

গবাক্ষে।

ব্রজেদুমাশৈলযাম্যে ইষুক্ষেপদ্বয়ে স্থিতম্।
শতবাহুপ্রমাণেন উর্ব্বশ্যাখ্যং সরোবরম্॥

উমানন্দ পাহাড় হইতে দুই ধনু অন্তরে শতবাহু-পরিমাণ উর্ব্বশী কুণ্ড আছে। অধুনা তাহা ব্রহ্মপুত্র গর্ভে নিহিত।

উর্ব্বশী ত্বং নমস্তেঽস্তু বারাণস্যাং কলাধিকে।
তীর্থানাং প্রবরে দেবি নমস্তেঽমৃতসম্ভবে॥

নমস্তে সর্ব্বতোভদ্রে নমো বৈষ্ণবি সর্ব্বদে।
বিষ্ণোরুরুভবে শান্তে নমস্তেঽমৃতসম্ভবে॥

কুণ্ডে উত্তরমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে :—

অদ্যেত্যাদি অশ্বমেধযজ্ঞজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তি-কামঃ উর্ব্বশ্যাং স্নানমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প—

ত্রিদশৈঃ পূজিতে দেবি ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনি।
গৃহাণার্ঘ্যং মহাদেবি বারাণস্যাং কলাধিকে॥

এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতিমন্ত্র পাঠ করিবে।

পুরন্দর-পুরায়াতে বারাণস্যাং কলাধিকে।
সুধা-সঙ্কীর্ণ তোয়ৌঘৈঃ পাপং হর নমোর্ব্বশি॥
পুরন্দর-প্রিয়ে দেবি বারাণস্যাং সদাধিকে।
লৌহিত্য-হ্রদ-সঙ্কীর্ণে পাপং হর নমোর্ব্বশি॥

উমানন্দ-নির্ণয়ঃ।

কালিকাপুরাণে।

নন্দনাৎ পূর্ব্বভাগে তু ভস্মকূটো মহাগিরিঃ।
যঃ স্বয়ং ভর্গরূপঃ স সদা চেচ্ছান্তমুত্তমম্॥
ব্রহ্মশক্তিশিলায়াস্তু পূর্ব্বভাগে তু মধ্যতঃ।
যত্র পর্ব্বতরূপোঽহং স তু ভস্মাচলাহ্বয়ঃ॥

নন্দনের পূর্ব্বভাগে ভস্মকূট পর্ব্বত; এই ভস্মকূট স্বয়ং মহাদেবরূপে

অবস্থিত আছেন। ব্রহ্মশক্তি শিলার পূর্ব্বভাগে ও মধ্যে যে পর্ব্বত অবস্থিত, তাহাই ভস্মাচল।

তস্মিন্ তীর্থবরে দেবি পূর্ব্বস্যাং ক্ষেত্রমধ্যতঃ।
লৌহিত্যস্য তথা মধ্যে স্থিতঃ শৈলো বরাননে।
তত্রাস্তি ভগবান্ শম্ভুরুমানন্দকরঃ প্রভুঃ॥

হে দেবি! এই তীর্থশ্রেষ্ঠ মহামায়া,—কামাখ্যা ক্ষেত্রে, পূর্ব্বভাগে এবং লৌহিত্যনদের মধ্যে। তথায় উমার আনন্দকারী ভগবান্ শম্ভু উমানন্দ নামে খ্যাত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

উমানন্দস্য মাহাত্ম্যম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

অতস্তব প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং শুভম্।
বৃষধ্বজস্য মাহাত্ম্যং শৃণু দেবি বরাননে॥
সংযুক্তা সোমবারেণ অমাবস্যা ভবেদ্ যদি।
তদা ভস্মাচলং গত্বা দেবমভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ;
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য স গচ্ছেৎ পরমং পদম্॥

অতঃপর হে বরাননে! বৃষধ্বজের অতিশয় গোপনীয় মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর:—সোমবারে যদি অমাবস্যা তিথি হয়, তবে সেই তিথিতে উমানন্দে যাইয়া অতি যত্নে বৃষবাহন মহাদেবের পূজা ও জপ করিলে একবিংশকুল উদ্ধার হয় ও পরম পদ লাভ হয়।

ভস্মকূটারোহণ-নিয়মঃ।

পূর্ব্বাশাভিমুখেনৈব আরোহেৎ ভস্মকূটকম্।
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ পূজয়িত্বা প্রণম্য চ॥

বক্ষ্যমাণ-মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক, পূর্ব্বমুখে ভস্মকূটে আরোহণ করিবে এবং প্রণাম ও পূজা করিবে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

বৃষাচল নমস্তেঽস্তু ধর্ম্মমার্গ ত্রিপিষ্টপ।
আরোহয়ামি শিখরং ভস্মকূট নমোঽস্তু তে॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ভস্মাচলকে প্রণাম করিয়া আহোরণ করিবে।

অর্ঘ্যদান-মন্ত্রঃ।

নমস্তেঽস্তু গিরীশায় নন্দভদ্রায় বৈ নমঃ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভস্মকূট নমোঽস্তু তে॥

এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করিবে।

উমানন্দস্য প্রণাম-মন্ত্রঃ।

ধর্ম্মকামার্থমোক্ষায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
নমস্ত্রিশূলহস্তায় উমানন্দায় বৈ নমঃ।
প্রসীদ পার্ব্বতীনাথ উমানন্দ নমোঽস্তু তে॥

দর্শন-মন্ত্রঃ।

দেব দেব মহাদেব শশাঙ্কাঙ্কিতশেখর।
তব দর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

স্পর্শমন্ত্রঃ।

জন্মকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
উমেশ-স্পর্শনাৎ সদ্যঃ পাপং যাতু ক্ষয়ং মম॥

জন্মজন্মার্জ্জিতং পাপং জ্ঞানেনাজ্ঞানতঃ কৃতম্।
তন্মে হরতু গৌরীশ স্পর্শনাদ্ বৃষভধ্বজ ॥
শিবলিঙ্গং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
যঃ স্পৃশেদপি পাণিভ্যাং ন স পাপেন লিপ্যতে ॥

অনুজ্ঞা-মন্ত্রঃ ।

উমানন্দ নমস্তেঽস্তু পার্ব্বতী-প্রীতিবর্দ্ধন।
নির্ব্বিঘ্না যাতু মে সিদ্ধির্যুষ্মৎপূজা কৃতা চ মে ॥
জগন্নাথপ্রসাদেন শ্রীমৎকামেশ্বরীং শিবাম্।
অর্চ্চয়াম্যদ্য দেবেশ আজ্ঞয়া পরমেশ্বর ॥

ব্রহ্মকুণ্ডঃ।

পাণ্ডুনাথস্যোত্তরস্যাং ব্রহ্মকুণ্ডাহ্বয়ং সরঃ।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং স্নানার্থং স্বর্গবাসিনাম্ ॥

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা স্বর্গবাসী দেবতাদের স্নানের জন্য পাণ্ডুনাথের উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড নামে এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

তস্য বায়ব্যভাগে তু ধনুর্দ্ধ্বাদশকং সরঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডমিতিখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
কিংজপ্যৈঃ কিংতপোভিশ্চ কিংদানৈঃ কিংশ্রুতৈরপি
ব্রহ্মকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎক্ষণাৎ ॥
ঈশ্বরানুজ্ঞয়া পূর্ব্বং সৃষ্টং তদ্ ব্রহ্মণা পুরা ;
সেবার্থঞ্চ সমায়ান্তি তীর্থং তদ্ দেবমানবাঃ ॥

ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাস্তীর্থানি চ সরাংসি চ।
মাহাত্ম্যমতুলং তস্য ব্রহ্মকুণ্ডস্য সুন্দরি ॥

পাণ্ডুনাথের বায়ুকোণে বারধনু পরিমিত ব্রহ্মকুণ্ড নামে সর্ব্বপাপ বিনাশকারী তীর্থ বিরাজিত আছে। জপে, তপে ও বেদপাঠে যে ফল, মানব ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে সেই ফল লাভ করে। ঈশ্বরের অনুজ্ঞায় পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই কুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখানে দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব সেবার জন্য আসিয়া থাকেন। সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত কুণ্ড এই তীর্থে বিরাজিত। হে সুন্দরি! এই কুণ্ডের মাহাত্ম্য অতুলনীয়।

কালিকাপুরাণে।

আয়ামেন শতং ব্যামং বিস্তীর্ণত্বে তদর্দ্ধকম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং দেবীলোকাৎ সমাগতম্ ॥

এই ব্রহ্মকুণ্ড দৈর্ঘ্যে একশত ব্যামপরিমিত এবং বিস্তারে তাহার অর্দ্ধেক। এই সর্ব্বপাপহরণকারী কুণ্ড দেবীলোক হইতে সমাগত। (অধুনা ব্রহ্মপুত্র-গর্ভে)।

স্নান-মন্ত্রঃ।

কমণ্ডলু-সমুদ্ভূত-ব্রহ্মকুণ্ডাম্বতোদ্ভব।
হর মে সর্ব্বপাপানি পুণ্যং স্বর্গঞ্চ সাধয় ॥

সঙ্কল্পঃ।

বিষ্ণুরিত্যাদি বিষ্ণুসায়ুজ্য-প্রাপ্তিকামো
ব্রহ্মসরো-জলে স্নানমহং করিষ্যে ॥

পাণ্ডুনাথঃ।

কালিকাপুরাণে।

বরাহঃ পাণ্ডুনাথাখ্যঃ স্থিতস্তত্র হরির্যতঃ।
জঘনে শিরসী কৃত্বা জঘান মধুকৈটভৌ।
তস্যাসন্নে ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা॥

যে হরি মধুকৈটভের শির উরুর উপর রাখিয়া মধুকৈটভের বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই হরিই বরাহ-পর্ব্বতের শেষ ভাগে পাণ্ডু নামে খ্যাত হইয়া অবস্থিত আছেন। ইহার সন্নিকটে ব্রহ্ম-নির্ম্মিত ব্রহ্মকুণ্ড।

বরাহপৃষ্ঠচরমে যত্রশ্ছিন্নৌ মহাসুরৌ।
হরিণা তত্র সংযাতঃ পাণ্ডুনাথ ইতি স্মৃতঃ॥

বরাহ-পর্ব্বতপৃষ্ঠের শেষভাগে যেখানে ভগবান্ হরি মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয়ের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উরুরূপে যে শিলা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই নাম পাণ্ডুনাথ।

লৌহিত্য-দক্ষিণে তীরে নৈর্ঋতে কোলপর্ব্বতঃ।
তস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে পাণ্ডুনাথাহ্বয়ো হরিঃ॥

লৌহিত্যের দক্ষিণ তীরে এবং নৈর্ঋত কোণে কোল পর্ব্বত; ইহার পশ্চিমে পাণ্ডুনাথ নামে হরি বিদ্যমান আছেন।

রক্ষঃকূটাৎ পূর্ব্বদিশি ভৈরবো নাম মাধবঃ।
পাণ্ডুনাথ ইতিখ্যাতো গ্রাবরূপেণ সংস্থিতঃ॥

রক্ষঃকূট পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ভৈরব নামে মাধব (বিষ্ণু) পাণ্ডুনাথ নামে খ্যাত হইয়া অবস্থিত আছেন।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

পাণ্ডুনাথ নমস্তেঽস্তু নমস্তে মোক্ষকারক।
ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ বিষ্ণুরূপ নমোঽস্তু তে॥

অনুজ্ঞা-মন্ত্রঃ।

নমস্তে পাণ্ডবে তুভ্যং মহাভৈরবরূপিণে।
অনুজ্ঞাং দেহি মে নাথ কামাখ্যাদর্শনং প্রতি॥

নীলশৈলারোহণম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

ততো গচ্ছেন্নীলশৈলং মধ্যাহ্নে পরমেশ্বরি।

হে পরমেশ্বরি! তাহার পরে মধ্যাহ্নসময়ে নীলাচলে গমন করিবে।

ধ্যানম্।

কালিকাপুরাণে।

নীলং দশভুজং শান্তং মণিকুণ্ডলমণ্ডিতম্।
নাগহারোত্তরীয়ঞ্চ বৃষভস্থং বিচিন্তয়েৎ।
পূজয়েৎ বহ্নিবীজেন নমস্কৃত্য বিধানতঃ॥

এই ধ্যানে বহ্নিবীজে বিধান মতে নীলপর্ব্বতের পূজা করিয়া নমস্কার করিবে।

আরোহণ-ফলম্।

মন্ত্রেণারোহয়েৎ শৈলমশ্বমেধঃ পদে পদে।

নিম্নকথিত মন্ত্রে নীল পর্ব্বতের প্রণাম করিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিলে, পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

অনুজ্ঞামন্ত্রঃ।

নীলাচল গিরিশ্রেষ্ঠ শিখরং তব কামদম্।
আরুহ্য দ্রক্ষ্যে কামাখ্যাং যোনিমুদ্রাং জগন্ময়ীম্॥
নীলশৈল মহাবাহো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদ।
আরোহয়ামি শিখরং পাপং হর প্রসীদ মে॥
নীলশৈল গিরিশ্রেষ্ঠ ত্রিমূর্ত্তিরূপধারক।
তবাহং শরণং যাতঃ পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

দ্বারফলম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

পূর্ব্বস্থশ্চ গৃহস্থশ্চ আরোহেন্নীলপর্ব্বতম্।
পূর্ব্বদ্বারি যদাগচ্ছেৎ প্রাপ্নুয়াদ্‌বিপুলং ধনম্॥
উত্তরে মুক্তিকামস্তু রাজ্যকামস্তু পশ্চিমে।
যদা দক্ষিণমার্গেণ আরোহেন্নীলকূটকম্॥
হতরাজ্যো ভবেদ্‌রাজা অন্যেষাং জায়তে ক্ষয়ঃ।
ঐশান্যে তু তদা গচ্ছেদ্‌বিপুলাং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।
বায়ব্যে চাগ্নিনৈর্ঋতে মহাভয়ঙ্করং ভবেৎ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি পূর্ব্বদ্বার দিয়া নীলপর্ব্বত আরোহণ করিবে। পূর্ব্বদ্বা যে ব্যক্তি আরোহণ করে, তাহার ধনলাভ হয়। উত্তরে মুক্তিলা এবং পশ্চিমে রাজ্যলাভ হয়; যদি কেহ দক্ষিণ দ্বার দিয়া পর্ব্বতারোহ করে, তবে রাজা হইলে রাজ্যভ্রষ্ট হয় ও অন্যলোকের মৃত্যু হয়। ঈশা

কোণে আরোহণ করিলে, অনেক ধনলাভ হয়। বায়ু, অগ্নি ও নৈঋর্তে কোণে আরোহণ করিলে মহাভয় প্রাপ্ত হয়।

দ্বারপাল-নির্ণয়ঃ।

কালিকাপুরাণে।

পূর্ব্বদ্বারে গণপতিং প্রথমন্তু প্রপূজয়েৎ।
নন্দিনঞ্চ হনূমন্তং পশ্চিমদ্বারি পূজয়েৎ॥
ভৃঙ্গী চোত্তরতঃ পূজ্যো মহাকালস্তু দক্ষিণে।
এতে মম দ্বারপালা দেব্যা দ্বারে প্রপূজয়েৎ॥

পূর্ব্বদ্বারে গণপতি, নন্দী ও হনূমান, পশ্চিম দ্বারে ভৃঙ্গী, উত্তরে ও দক্ষিণে মহাকাল; ইহারাই আমার দ্বারপাল। দেবীর দ্বারে ইহাদের পূজা করিবে।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

গণেশ-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

গণাধ্যক্ষঃ পূর্ব্বভাগে তস্য শৈলস্য সংস্থিতঃ।
সিদ্ধঃ স নাম্না বিখ্যাতো দ্বারি দেব্যাঃ প্রিয়ঃ সুতঃ ॥

নীলপর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে নিজ নামে খ্যাত দেবীর প্রিয়পুত্র গণেশ, দেবীর গণাধ্যক্ষ হইয়া পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিত আছেন।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

মূষিকস্থং বৃহৎকর্ণং সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশনম্।
পথি স্থিতং চাগ্রপূজ্যং বন্দেঽহং গণনায়কম্ ॥

বেতাল-ভৈরবঃ।

কালিকাপুরাণে।

গণেশঃ পূর্ব্বদ্বারস্থঃ কামাখ্যাপর্ব্বতস্য তু।
তত্রৈব চাগ্নিবেতালঃ স্থিতো দ্বারি মনোহরঃ ॥

কামাখ্যা পর্ব্বতের পূর্ব্ব দ্বারে গণেশ এবং সেই দ্বার দেশেই মনোহর অগ্নি-বেতাল বিদ্যমান আছেন।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

বেতালং বিকটং দেবং নমামি শিবরূপিণম্।
পথি স্থিতং ভগ্নকায়ং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কম্ ॥

ঘণ্টাকর্ণ প্রণাম-মন্ত্রঃ।

ঘণ্টাকর্ণ নমস্তেঽস্তু মহাদেবানুচারক।
নির্ব্বিঘ্না যাতু মে সিদ্ধি র্দেব্যা দর্শনমুত্তমম্ ॥

দুর্গাকূপ-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

কাত্যায়নী-পীঠনাম্না পাদদুর্গেতি গদ্যতে।
নৈঋর্ত্যাং নীলশৈলস্য প্রান্তে সা সংস্থিতা সদা ॥
বিদ্ধি তত্রৈব দুর্গাখ্যাং নায়িকাং যোনিরূপিণীম্।
সিদ্ধকামেশ্বরী নাম্না খ্যাতা দেবেশ নিত্যশঃ ॥

নীলশৈলের নৈঋর্ত কোণ এবং প্রান্তভাগে কাত্যায়নী নামে যে পীঠ সর্ব্বদা (নীলশৈলের নৈঋর্ত কোণে এবং প্রান্তভাগে) বিদ্যমান আছেন, তাঁহারই নাম পাদ-দুর্গা; তথায় যোনিরূপিণী দুর্গানাম্নী নায়িকা আছেন। হে দেবেশ! তিনি সর্ব্বদা সিদ্ধ-কামেশ্বরী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

মহিষাসুরনাশায় পুরা শক্রাদিভিঃ স্তুতম্।
সিদ্ধ্যৈ চৈতং নমস্যামি দেব্যাঃ পাদোপশোভিতম্ ॥

আম্রাতকেশ্বর-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

দুর্গাকূপস্য পূর্ব্বে তু দেবমাম্রাতকেশ্বরম্।
ধনুস্ত্রয়ান্তরে দেবি পূজয়েৎ কেশবাদিনা ॥

দুর্গাকূপের তিন ধনু পূর্ব্বে আম্রাতকেশ্বর নামে শিব বিদ্যমান আছেন। হে দেবি! তাঁহাকে কেশবাদির সহিত পূজা করিবে।

কালিকাপুরাণে।

সদ্যোজাতাহ্বয়ং শীর্ষং পীঠে ত্বাম্রাতকেশ্বরম্।
শ্রীভবাখ্যে গহ্বরেতু স্থিতং দেবর্ষি-সেবিতম্॥
পীঠে তু সিদ্ধগঙ্গাখ্যা স্বয়ং গঙ্গা সমুন্নতা।
আম্রাতকস্য নিকটে মম প্রীতি-বিবৃদ্ধয়ে॥

শ্রীভব নামক গহ্বরে অবস্থিত ও দেবর্ষিগণসেবিত আম্রাতক নামে প্রসিদ্ধ পীঠ। এই আম্রাতক পীঠের নিকটে আমার প্রীতি বৃদ্ধির জন্য সিদ্ধগঙ্গা নাম্নী গঙ্গা স্বয়ং সমুন্নতা রহিয়াছেন।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবে ভবে নাদিভবে ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ॥

বৃহদ্-গণেশ-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্য দেবেস্য যাম্যে তু ধনুরষ্টান্তরে প্রিয়ে।
গজাকারং কৃষ্ণবর্ণং পূজয়েদ্ গণনায়কম্॥

হে প্রিয়ে! আম্রাতকেশ্বরের আট ধনু অন্তরে গজাকার এবং কৃষ্ণবর্ণ গণনায়ক আছেন, যথোপচারে তাঁহাকে পূজা করিবে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

প্রত্যূহহারকং দেবং মূষবাহনমুত্তমম্।
লম্বোদরং বৃহৎকর্ণং বন্দেঽহং গণনায়কম্॥

ত্রিবিক্রম-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্য পূর্ব্বে নবধনুঃ সংস্থিতশ্চ ত্রিবিক্রমঃ।
তং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥

বৃহদ্‌গণেশের নয় ধনু পূর্ব্বে ত্রিবিক্রম নামে ভগবান্ বিষ্ণু অবস্থিত আছেন। মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, সকল কামনাই প্রাপ্ত হয়।

হনূমৎ-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

ততো গচ্ছেদ্ধনূমন্তমিষুক্ষেপত্রয়ান্তরে।
গিরিরূপং মহাকায়ং প্রণিপত্য প্রপূজয়েৎ॥

ত্রিবিক্রমের তিন দণ্ড অন্তরে গিরিরূপ মহাকায় হনুমান অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক যথোপচারে পূজা করিবে।

কালিকাপুরাণে।

যোঽসৌ নন্দী মম তনুঃ স তু পাষাণরূপধৃক্।
সংস্থিতঃ পশ্চিমদ্বারি হনূমান্ পীঠনামতঃ॥

আমার মূর্ত্ত্যন্তর নন্দী পাষাণরূপে পশ্চিম দ্বারে হনূমান নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অবস্থিত আছেন।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

হনূমতে নমস্তেঽস্তু শিব শান্ত নমস্কৃত।
দংষ্ট্রাকরাল-বদন প্রসীদ ভববন্ধনাৎ॥
হনূমন্তং মহাকায়ং সিদ্ধগন্ধর্ব্ব-সেবিতম্।
নমস্তেঽহং সদা শান্তং বরদং শিবরূপিণম্॥

সৌভাগ্যকুণ্ড-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

তদৈশে পঞ্চকধনু ধনুরেকপ্রমাণতঃ।
চত্বারিংশদ্ধস্তমানং সৌভাগ্যং নাম বৈ সরঃ॥
ক্রীড়া-পুষ্করিণী সা হি কামাখ্যায়াঃ সুরেশ্বরি।
শক্রেণোৎপাদিতং কুণ্ডং সহ দেবৈর্মহেশ্বরি॥
তস্য পশ্চিমদিগ্ ভাগে স্নাত্বা তত্র চ মুণ্ডনম্।
কৃত্বা সম্যগ্বিধানেন উপবাসং সমাচরেৎ॥

হনুমানের ঈশানে পাঁচ ধনু অন্তরে এক ধনু প্রস্থ এবং চল্লিশ হস্ত দৈর্ঘ্য-পরিমিত যে পুষ্করিণী, হে সুরেশ্বরি! তাহারই নাম কামাখ্যার ক্রীড়া-পুষ্করিণী সৌভাগ্য-কুণ্ড। এই কুণ্ড দেবতাদের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কুণ্ডের পশ্চিম তীরে বিধিপূর্ব্বক স্নান ও মুণ্ডন করিবে এবং তীর্থে উপবাসও করিবে।

সৌভাগ্য-মধ্যে ষট্ কুণ্ড-নির্ণয়ঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

ঐশান্যে তস্য কুণ্ডস্য লৌহিত্যং নাম বৈ সরঃ।
ধ্রুবেণ স্নাত্বা দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥
অগ্নৌ কুণ্ডং কালহস্তং যামলং নাম বৈ সরঃ।
তত্র স্নাত্বা চ তোয়েন রূপবান্ জায়তে ভুবি॥
নৈর্ঋতে পঞ্চকং হস্তং সৌভাগ্যে পরমেশ্বরি।
গঙ্গাসরো বিজানীয়াৎ স্নাত্বা বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥
কোলস্যান্তর্গতং কুণ্ডং সৌভাগং পরিকীর্ত্তিতম্।
গোধিকাকার-রূপেণ রক্তরক্তশিলা চ যা॥
অনন্তাখ্যং বিজানীয়াৎ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং জলম্।
অনন্তপশ্চিমে পার্শ্বে পূর্ব্বে কৃষ্ণশিলা চ যা॥

বরাহং তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং জলম্।
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ দিবি ভুব্যন্তরীক্ষকে॥
সৌভাগ্যে তানি সর্ব্বাণি মধ্যাভূতে দিবাকরে।
তস্মাৎ সমাচরেৎ স্নানং কর্ত্তব্যং মকরে রবৌ॥
তুলাবিষুবসংক্রান্ত্যাং যস্তু স্নানং সমাচরেৎ।
অভার্য্যো লভতে ভার্য্যামপুত্রং পুত্রবান্ ভবেৎ॥

সৌভাগ্যমধ্যে, সৌভাগ্যকুণ্ডের ঈশান কোণে লৌহিত্য নামে কুণ্ড; এই কুণ্ডে স্নান করিলে, নিশ্চয়ই ভববন্ধন হইতে মুক্তি হয়। অগ্নিকোণে কালহস্ত-কুণ্ড ও যামল-কুণ্ড; এই দুই কুণ্ডে স্নান করিলে পৃথিবীতে রূপবান্ হইয়া থাকে। নৈঋর্ত কোণে পাঁচ হাত-পরিমিত গঙ্গাসরঃ; তথায় স্নান করিলে বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকে। কোলের অন্তর্গত সৌভাগ্যকুণ্ড। গোধিকারূপী কৃষ্ণরক্তশিলাবিশিষ্ট যে কুণ্ড তাহারই নাম অনন্তকুণ্ড। অনন্তের পশ্চিম পার্শ্বে কৃষ্ণশিলাবিশিষ্ট যে কুণ্ড অবস্থিত, তাহারই নাম বরাহকুণ্ড। পৃথিবীতে যে সাড়ে তিন কোটি তীর্থ আছে এবং স্বর্গে, পাতালে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তৎসমস্তই সৌভাগ্যকুণ্ডে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই জন্য মানব মধ্যাহ্নকালে এই কুণ্ডে স্নান করিবে। মাঘ মাসে এবং বৈশাখ ও কার্ত্তিকের সংক্রান্তিতে এই কুণ্ডে স্নান করিলে, অ-ভার্য্যার ভার্য্যালাভ ও পুত্রহীন ব্যক্তির পুত্রলাভ হয়।

মৎস্য-সূক্তে।

সৌভাগ্যে বিধিবৎ স্নাত্বা শক্রস্যার্দ্ধাসনং লভেৎ।

বিধিপূর্ব্বক সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিলে, অর্দ্ধ-ইন্দ্রত্ব লাভ করা যায়। স্নান করিয়া তর্পণাদি করিবে।

যোগিনীতন্ত্রে।

দক্ষিণে চৈব তীর্থস্য ন স্নায়াদ্ধি কদাচন।

সৌভাগ্যকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে কদাচ স্নান করিবে না।

সৌভাগ্যকুণ্ডস্য স্নানাদি-মন্ত্রঃ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ত্বয়ি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা।
তস্মাৎ পুনীহি মাং কুণ্ড দেবদানব-পূজিত ॥
সর্ব্বতীর্থময়স্ত্বং হি সর্ব্বক্ষেত্রময়ো হ্যসি।
দশ পূর্ব্বান্ দশ পরান্ বংশানুদ্ধর পাপতঃ ॥

কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

সঙ্কল্পঃ।

অদ্যেত্যাদি দশ-পূর্ব্বতন-দশপরতনাত্ম-সহিতৈক-বিংশতি-পুরুষোদ্ধরণ-কামঃ পৃথিব্যধিকরণক-সর্ব্বতীর্থস্নান-জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তিকামো কামাখ্যা-দেবী-সুপ্রীতি-কামো বা। ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাত্মকে নীলশৈলে শ্রীশ্রীকামাখ্যাচরণ-সন্নিধৌ অস্মিন্ সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নানমহং করিষ্যে।

অর্ঘ্যদান-মন্ত্রঃ।

নমঃ সৌভাগ্যকুণ্ডায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
সর্ব্বক্ষেত্রময়েশায় গৃহ্নার্ঘ্যং মোচয়েনসঃ।

স্নান-মন্ত্রঃ।

সৌভাগ্যে সলিলাবর্ত্তে বিমলে মানসপ্রিয়ে।
নমো গাং গোং বষট্ স্বাহা পাপং হর নমোঽস্তু তে ॥
অনেন মর্জ্জনং কৃত্বা কামেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।

যোগিনীতন্ত্রে।

সৌভাগ্যে বিধিবৎ স্নাত্বা কামেশীং যস্তু পূজয়েৎ।
পিতৄন্ সন্তর্পয়েদ্‌যস্তু দেবীলোকে প্রমোদতে ॥

সৌভাগ্যে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া, যে কেহ কামাখ্যার অর্চ্চনা এবং পিত্রাদির তর্পণ করে, তাহারা দেবীলোকে সুখে গমন করিয়া থাকে।

প্রদক্ষিণ-ফলম্।

পৃথ্বী-প্রদক্ষিণে যচ্চ ফলং প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ।
তৎফলং প্রাপ্যতে তস্য কুণ্ডস্যৈব প্রদক্ষিণে॥

মহর্ষিগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণে যে ফল বলিয়াছেন, সৌভাগ্য-কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিলেও সেই ফললাভ হইয়া থাকে।

পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ-কথনম্।

অশ্বতীর্থে কৃতং শ্রাদ্ধং নীলকূটে চ পঞ্চকে।
রামাশ্রমে সোমকূটে শ্রাদ্ধী পিতৄন্ দিবং নয়েৎ॥

অশ্বক্রান্তে, নীলাচলে, পঞ্চকে, রামাশ্রমে ও সোমকূটে যে কেহ শ্রাদ্ধ করে, তাহারা পিতৃপুরুষদিগকে স্বর্গলাভ করাইয়া থাকে।

মহাভারতে বনপর্ব্বে।

ততো গৌর্য্যাস্তু শিখরং দেব্যাস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
সমারুহ্য নরঃ শ্রদ্ধস্ততঃ কুণ্ডেষু সংবিশেৎ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বাণঃ পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
হয়মেধমবাপ্নোতি শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি॥

ত্রিভুবন-বিখ্যাত গৌরীশিখর বা নীলপর্ব্বত আরোহণ করিয়া, মানব সৌভাগ্যকুণ্ডের তীরে শ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং পর্ব্বতস্থ দেবদেবীর অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় ও পরকালে ইন্দ্রলোকে গমন করে।

গবাক্ষে।

পিণ্ডং যেঽত্র প্রযচ্ছন্তি তস্য তীর্থস্য বৈ তটে।
পিতৄণামক্ষয়াং তৃপ্তিস্তে কুর্ব্বন্তি ন সংশয়ঃ॥

সৌভাগ্যকুণ্ডের তীরে যিনি পিতৃলোকের উদ্ধার কামনায় পিণ্ডদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করাইয়া থাকেন।

দেবী-ভাগবতে।

এতেষু সর্ব্ব পীঠেষু গচ্ছেদ্ যাত্রা-বিধানতঃ।
সন্তর্পয়েচ্চ পিত্রাদীন্ শ্রাদ্ধাদীনি বিধায় চ ॥

এইসকল পীঠে বিধিপূর্ব্বক যাত্রা করিয়া পিত্রাদির তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি করিবে

তীর্থশ্রাদ্ধে নিষেধ-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

ন কালনিয়মঃ শ্রাদ্ধে পিণ্ডে তু বর্জ্জয়েন্মধু।
নাবাহনং ন চার্ঘ্যঞ্চ ন চাগ্নৌ করণন্তথা ॥
ন পাত্রালম্ভনঞ্চৈব তথাক্ষয্যাবধারণম্।
তীর্থশ্রাদ্ধে ন কুর্ব্বীত বাসঃসূত্রপ্রদাপনম্ ॥
কল্যে স্নাত্বার্চ্চয়েদ্দেবান্ কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
দানং দদ্যাৎ যথাশক্তি ন পাত্রঞ্চ পরীক্ষয়েৎ ॥
সিদ্ধক্ষেত্রেষু তীর্থেষু নাশীঃ কুর্য্যাৎ পরস্য চ;
ন যাচয়েদিতোঽন্যত্র তিলং গাঞ্চ বিশেষতঃ।
গ্রহণে তীর্থশ্রাদ্ধে চ ন জিঘ্রেৎ পিণ্ডকং প্রিয়ে ॥

তীর্থ শ্রাদ্ধে সময়ের বিচার নাই ও পিণ্ডে মধু দিবে না। অর্ঘদান, অগ্নিকরণ, পাত্রালম্ভন, পবিত্রসেচন, অক্ষয্যাবধারণ ও বাসঃসূত্র প্রদান নাই। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া যথাবিধি দেবতার অর্চ্চনা করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিয়া যথাশক্তি দান করিবে; তাহাতে পাত্র পরীক্ষা করিবে না। সিদ্ধক্ষেত্রে ও তীর্থে অপরকে আশীর্ব্বাদ করিবে না এবং অপরের নিকট হইতে কোনও দ্রব্য আনিয়া দান করিবে না। বিশেষতঃ তিল ও গাভী কখনও অপরের নিকট হইতে আনিয়া দান করিবে না। হে প্রিয়ে! গ্রহণে তীর্থ-শ্রাদ্ধে পিণ্ডঘ্রাণ করিবে না।

ষোড়শদান-কথনম্।

ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং প্রদীপান্নমতঃ পরম্।
তাম্বুলং ছত্রগন্ধঞ্চ ফলমাল্যং ততঃ পরম্।
শয্যা চ পাদুকা গাবঃ কাঞ্চনং রজতং তথা ॥

তীর্থস্থানে দান করা বিশেষ ফলপ্রদ। যাহার যেমন শক্তি সে সেই-রূপ দান করিবে। শাস্ত্রে আছে—"দানং বিত্তানুসারতঃ॥" সমর্থ ব্যক্তি অশ্বাদি বাহন, গৃহ, বিলক্ষণ শয্যা, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত জিনিষ যে কোন রকমের নিজের বা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দান করিতে পারেন। দানের প্রত্যেক জিনিষ আধার ও আচ্ছাদন সহ উৎসর্গ করিতে হয়। ধেনু অথবা অন্য কোন জিনিষ অপ্রাপ্য হইলে তন্মূল্য দান করিতে পারা যায়। দানের জিনিষগুলি ব্যবহার যোগ্য হওয়া চাই, নতুবা সেই দানে ফল লাভ হয় না। শাস্ত্রের তেমন উদ্দেশ্য নহে, যে দানের জিনিষগুলি হাস্যোদ্দীপক হউক। ধনী ও দরিদ্রের পক্ষে দান সামগ্রী কখনও সমান মূল্যে হইতে পারে না; সেইজন্য যাহারা বিশেষ বিত্তবশালী, তাহারা অশ্বাদি বিশেষ দান করিবে, যাহারা সাধারণ তাহারা সাধারণ মতে ষোড়শ দান করিবে, তাহাতেও যাহারা অসমর্থ তাহারা দ্বাদশ দান, দশদান, ছয়দান, চারিদান পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে করিবে। যাহার যেমন শক্তি সে সেই মতে দান না করিলে ফলভাগী হইতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

মণিকাঞ্চনরত্নানি যথাবিভবমাত্মনঃ।
সম্ভবে সতি যো মোহাৎ ন দদাতি নরাধমঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাভূতসংপ্লবঃ॥

ধেনুদান।

সবৎসা ধেনুদান অনন্ত-ফলপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথাশক্তি মতে রত্নালঙ্কার, ঘণ্টা, মালা ও পুষ্প দ্বারা শোভিত গাভীর মুখে ঘৃত দিয়া শৃঙ্গ সুবর্ণময় এবং খুর চারিটি রৌপ্যময় করিয়া পট্ট বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক ধেনু দান করিবে। বশিষ্ঠের মতে গোদানের দক্ষিণা

এক তোলা সোণা দিতে হয়। যিনি ধেনুদান করিবেন, তিনি ধেনুকে পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন

যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥
দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া॥
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥
বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মীর্যা লক্ষ্মীর্ধনদস্য চ।
যা লক্ষ্মীর্লোকপালানাং সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে॥
চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
চন্দ্রার্কঋক্ষশক্তির্যা সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে॥
স্বধা ত্বং পিতৃসঙ্ঘানাং স্বাহা যজ্ঞভুজাং যতঃ।
সর্ব্বপাপহরা ধেনুর্ম্মশান্তিং প্রযচ্ছতু॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববেদময়ীং তথা।
সর্ব্বলোকনিমিত্তায় সর্ব্বকামপ্রদামপি।
প্রযচ্ছামি মহাভাগাং মোক্ষায় চ শুভায় তাম্॥

কম্বলেশ্বর-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

কু[illegible]য়ভাগে তু নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ।
কম্বলাখ্যং শিবং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥

সৌভাগ্যকুণ্ডের অগ্নিকোণে, অল্প দূরে কম্বলাখ্য নামে শিব অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়।

কালিকা-পুরাণে।

বিষ্ণুস্তু তীরে তস্যাস্তু নাম্না কম্বল ইত্যুত।

সৌভাগ্যকুণ্ডের তীরে বিষ্ণু কম্বল নামে খ্যাত হইয়া অবস্থিত আছেন।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

নমো নমস্তে দেবেশ শ্যাম শ্রীবৎসভূষিত।
লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেঽস্তু নমস্তে পুরুষোত্তম॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বপাদপদ্মার্চ্চিত প্রভো।
নমো বরদলিঙ্গায় কম্বলায় নমো নমঃ॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অনুজ্ঞা মন্ত্র পাঠ করিবে।

নমস্তে কম্বলেশায় মহাভৈরবরূপিণে।
অনুজ্ঞাং দেহি মে নাথ কামাখ্যাদর্শনং প্রতি॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া কামাখ্যা-মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিবে।

স্তুত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা ততো দেবীগৃহং ব্রজেৎ।
প্রবিশ্য সংযতো ভূত্বা ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

মানব ধৌতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্তুতি, প্রণা ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিবে।

প্রদক্ষিণ-মন্ত্রঃ।

যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ।
তানি তানি বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণপদে পদে॥

এই মন্ত্রে প্রদক্ষিণ করিয়া দেবীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমতঃ স্থাপিত কামাখ্যার প্রতিমূর্ত্তি ও কামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া যোনিমণ্ড সমীপে গমন করিবে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

কামাখ্যাং কামসম্পন্নাং কামেশ্বরীং হরপ্রিয়াম্।
কামনাং দেহি মে নিত্যং কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥

অপরঞ্চ।

কামাখ্যে বরদে দেবি নীলপর্ব্বতবাসিনি।
ত্বং দেবি জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোঽস্তু তে॥

(ত্বং দেবি ত্রিজগন্মাতা ইত্যপি পাঠঃ)

স্পর্শ-মন্ত্রঃ।

মনোভবগুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী।
তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

বটুকঃ।

কামুকো যস্তু বটুকঃ কামাখ্যাভ্যর্ণ সংস্থিত।

কামাখ্যা মন্দিরের পূর্বোভাগেই সেই বটুক ভৈরব অবস্থিত। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে কামেশ্বরী ভোগমূর্ত্তি বিরাজিত, প্রথমে তাঁকে প্রণাম করিয়া বটুক, অন্নপূর্ণা চামুণ্ডা কোচবিহার মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি, চামুণ্ডা ইত্যাদি দর্শন করিয়া যোনিমুদ্রা সমীপে গমন করতঃ প্রণাম করিবে।

অনুজ্ঞা-মন্ত্রঃ।

কামদে কামরূপস্থে সুভগে সুরসেবিতে।
করোমি দর্শনং দেব্যাঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥

ইতি কামাখ্য-মাহাত্ম্যে পঞ্চমে'ধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

কামাখ্যা-দর্শন-ফলম্।

গবাক্ষে।

রাজসূয়সহস্রাণি অগ্নিষ্টোমশতানি চ।
লভতে মানবো নূনং কামাখ্যায়াশ্চ দর্শনাৎ।
কামাখ্যাঞ্চৈব দৃষ্ট্বা তু মুক্তিং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

মানব এক হাজার রাজসূয় যজ্ঞে এবং একশত অগ্নিষ্টোমে যে ফল লাভ করেন, কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিলেও সেই ফললাভ হয় ও পরকালে মুক্তিলাভ হয়।

দেবতানাং মূর্ত্ত্যভাবঃ।

কালিকাপুরাণে।

ময়ি লিঙ্গত্বমাপন্নে শিলায়াং যোনিমণ্ডলে।
সর্ব্বে শিলাত্বমগমঞ্চৈলরূপাশ্চ নির্জ্জরাঃ॥
যথাহং নিজরূপেণ রেমে বৈ সহ কাময়া।
শিলারূপ-প্রতিচ্ছন্না স্তথা সর্ব্বাস্তু দেবতাঃ॥
শিলারূপপ্রতিচ্ছন্নাঃ শৈলে শৈলে ব্যবস্থিতাঃ।
রমন্তে চ স্বরূপেণ নিত্যং রহসি সঙ্গতাঃ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুহরাশ্চাত্র দিক্‌পালাঃ সর্ব্ব এব হি।
অন্যেঽপ্যত্র স্থিতা দেবাঃ সানুকূলাঃ সদা ময়ি।
উপাসিতুং তদা দেবীং কামাখ্যাং কামরূপিণীম্॥

প্রস্তরময় যোনিমণ্ডলে আমি শিলারূপ লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলে, দেবতারাও সকলে শিলাত্ব প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতরূপ ধারণ করিলেন। যেমন আমি শিলারূপী হইয়াও নিজরূপেই কামাখ্যাদেবীর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করি, সেইরূপ অপর দেবতারাও শিলারূপে আচ্ছন্ন হইয়া শৈলে শৈলে অবস্থিত থাকিয়া নিত্য নির্জ্জনে সঙ্গত হইয়া নিজ নিজ রূপ ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র সমুদয় দিক্‌পালগণ এবং অন্যান্য দেবতা-গণ সর্ব্বদা আমার অনুকূল হইয়া কামরূপিণী মহামায়া কামাখ্যাদেবীর উপাসনার নিমিত্ত এই স্থানে বাস করেন।

দেবীভাগবতে।

তত্রত্যদেবতাঃ সর্ব্বাঃ পর্ব্বতাত্মকতাং গতাঃ।
পর্ব্বতেষু বসন্ত্যেব মহত্যো দেবতা অপি॥

তথায় (নীলাচলে) দেবতা সকল পর্ব্বতে মিশিয়া গিয়াছেন এবং আপনার মাহাত্ম্যে নীলাচল পর্ব্বতে বাস করিতেছেন।

যোনিমণ্ডল-নিরূপণম্।

কালিকাপুরাণে।

নীলশৈলস্ত্রিকোণস্তু মধ্যনিম্নঃ সদাশিবঃ।
তন্মধ্যে মণ্ডলং চারু ত্রিংশচ্ছক্তিসমন্বিতম্॥

গুহা মনোভবা তত্র মনোভববিনির্ম্মিতা।
মনোভবগুহা তত্র পঞ্চব্যামায়তা স্তুতা॥
রত্নমণ্ডলসংযুক্তাং রক্তবর্ণাং সুবর্ত্তুলাম্।
যোনিস্তস্যাং শিলায়াস্তু শিলারূপা মনোহরা॥
বিতস্তিমাত্রবিস্তীর্ণা একবিংশাঙ্গুলীযুতা।
ক্রমসূক্ষ্ম-বিনম্রা সা ভস্মশৈলানুগামিনী॥
সিন্দূরকুঙ্কুমারক্তা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী।
তস্যাং যোনৌ পঞ্চরূপা নিত্যং ক্রীড়তি কামিনী॥

মহাদেব যে পর্ব্বতে শৈলরূপ ধারণ করিয়াছেন, উহা ত্রিকোণ এবং মধ্যনিম্ন। তাহার মধ্যে ত্রিংশচ্ছক্তিযুক্ত সুচারুমণ্ডল। তথায় কামদেব-নির্ম্মিত মনোভব গুহা। এই গুহা পঞ্চব্যাম-পরিমিত আয়তা ও রক্তবর্ণ, বর্ত্তুলাকার এবং রত্নমণ্ডলসংযুক্ত। এই শিলাতেই দেবীর যোনিপীঠ। এই যোনিমণ্ডলের রূপ অতি মনোহর; ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে এক-বিতস্তি-পরিমিত এবং একবিংশতি-অঙ্গুলী আয়ত ও ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাবে নম্রা, আর ভস্মশৈলের অনুগামিনী। এই যোনিমণ্ডল সিন্দূর ও কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ ও সর্ব্বকামনাপ্রদ।

যোগিনীতন্ত্রে।

সপ্তাশীতিধনুর্ম্মানং রুক্ষরক্তা শিলা চ যৎ।
অষ্টহস্তং সপুলকং লিঙ্গং লক্ষার্দ্ধসংযুতম্॥
চতুর্হস্তসমং ক্ষেত্রং পশ্চিমে দ্বাদশাঙ্গুলম্।

বাহুমাত্রমিতং ক্ষেত্রং প্রস্তারে দ্বাদশাঙ্গুলম্।
আপাতালজ্জলং তত্র যোনিমধ্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥

সপ্তাশীতিধনু-পরিমিত কৃষ্ণরক্ত এবং সপুলক অষ্টহস্ত ও পঞ্চাশ সহস্র পুলকান্বিত শিবলিঙ্গযুক্ত; চতুর্হস্ত সমক্ষেত্রবিশিষ্ট যে শিলা বিদ্যমান আছেন, তাহাই কামাখ্যার যোনিমণ্ডল। এই যোনিমণ্ডলের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে এক বাহু, প্রস্থে দ্বাদশাঙ্গুল; যোনিমধ্যে সর্ব্বদাই আপাতালজল প্রতিষ্ঠিত আছে।

যোগিনীতন্ত্রে।

ঋণানি ত্রীণ্যপাকর্ত্তুং যস্য চিত্তং প্রসীদতি।
স গচ্ছেৎ পরয়া ভক্ত্যা কামাখ্যাযোনি-সন্নিধিম্॥
তীর্থযাত্রাং সমাসাদ্য যদেকোঽপ্যত্র গচ্ছতি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
সর্ব্বাসাঞ্চৈব বিদ্যানাং সর্ব্বমন্ত্রস্য চেশ্বরি।
পূজনং জপনঞ্চৈব কুরুতে সাধকোত্তমঃ॥
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনামাশ্রয়ো জায়তে নরঃ॥

যিনি দেবঋণ, পিতৃ ও মাতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে চান, তিনি ভক্তি-তৎপর হইয়া কামাখ্যায় আগমন করিয়া, দেবীর যোনিমণ্ডল দর্শন, স্পর্শ ও যোনিমণ্ডলের জল পানাদি করিলে, এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন। যে কোন ব্যক্তি তীর্থ যাত্রা করিয়া এই স্থানে আইসে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। হে ঈশ্বরি! সেখানে সকল মন্ত্রের, সর্ব্ববিদ্যার জপ ও পূজা করিলে, মনুষ্যের অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিলাভ হয়।

তন্মধ্যে চ মহেশানি গিরির্নীলাচলোজ্জ্বলঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাকারঃ সর্ব্বশক্তিময়ঃ পুনঃ॥
তন্মধ্যে পরমেশানি মনোভবগুহাপরা॥
মনোভবগুহামধ্যে রক্তপাষাণ-রূপিণী।
কোটিলিঙ্গসমাকীর্ণা কামাখ্যা কল্পবল্লরী॥
তত্তেজসা তু সন্দীপ্তা মনোভবগুহা সদা।
চতুর্হস্তপ্রমাণানি সমন্তাৎ পর্ব্বতাত্মজে॥
অস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ শিবত্বমেতি মানবঃ।
নিষ্পাপো জায়তে দেবি তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ॥

হে মহেশ্বরি! পঞ্চক্রোশমধ্যে সমুজ্জ্বল নীলাচল পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। উহা ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের আকারস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিময় বলিয়া জানিবে। এই পর্ব্বতের মধ্যে মনোভব গুহা অবস্থিত—এই মনোভব গুহায় রক্তপাষাণরূপিণী ও যোনিমণ্ডলরূপিণী কামাখ্যাদেবী সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী এবং কোটিলিঙ্গযুক্ত ও কল্পলতিকাসদৃশ হইয়া বিরাজমান আছেন। এই যোনিমণ্ডল তাঁহারই তেজে শোভিত হইতেছে। হে পর্ব্বতাত্মজে! এই যোনিমণ্ডল চারিহাত পরিমিত পীঠ; এই যোনিমণ্ডল স্পর্শ করিলে মনুষ্য শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়।

অত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম্ম তদনন্তফলং লভেৎ।
তন্মধ্যে পরমেশানি সমন্তাৎ দ্বাদশাঙ্গুলম্॥

আপাতালাদ্‌হ্রদং দেবি প্রোচ্ছলোজ্জ্বলমণ্ডলম্‌।
তজ্জলং পরমেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্‌॥
ঐশ্বরং তজ্জলং দেবি কারণার্ণবসংজ্ঞকম্‌।
বহু কিং কথ্যতে দেবি তজ্জলং পরমামৃতম্‌॥
শঙ্কিতেনৈব কথিতমত্র জানীহি সুন্দরি।
কাঙ্ক্ষন্তি সততং দেবি তজ্জলং সচরাচরম্‌॥
তজ্জলস্পর্শমাত্রেণ তদ্‌হ্রদস্পর্শনেন চ।
তৎক্ষণান্মানবো দেবি দেবো ভবতি নিশ্চিতম্‌॥

এই পীঠে যে ব্যক্তি যে কাজ করে, তাহা অনন্তফলপ্রদ হয়। হে পরমেশানি! সেই চারিহাত পীঠের মধ্যে দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত স্থানে আপাতাল হ্রদ হইতে যে জল উঠিতেছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ। হে পরমেশানি! সেই আপাতাল হ্রদের জল ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক, ঈশ্বরাত্মক ও কারণার্ণব বলিয়া জানিবে। হে দেবি! অধিক আর কি বলিব, ঐ জল পরমামৃত; হে দেবি! আমি শঙ্কিত হইয়া বলিলাম না, কিন্তু অন্যভাব করিবে না। হে দেবি! ঐ জল অখিল ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই ইচ্ছা করে। সেই হ্রদস্থ জল স্পর্শ করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পুণ্যপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং জীবন্মুক্ত হইয়া পরকালে দেবত্ব লাভ করে।

পুণ্যপাপবিনির্ম্মুক্তো জীবন্মুক্তো ভবেদ্‌ধ্রুবম্‌।
তদ্‌হ্রদে পূজয়েদ্‌ যো হি তজ্জলেন মহেশ্বরি॥
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি।
বর্ণয়িতুং ন শক্নোমি তৎফলং গিরিনন্দিনি॥

কিং বদামি ফলং তস্য পঞ্চবক্ত্রেণ শাম্ভবি।
হ্রদে হস্তং বিনিক্ষিপ্য জলমধ্যে মহেশ্বরি॥
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা মহাসিদ্ধীশ্বরো ভুবি।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়॥

সেই হ্রদে সেই জলের দ্বারা যে ব্যক্তি পূজা করে, হে মহেশ্বরি! তাহার ফল হাজার কোটি জিহ্বাতে শতকোটি মুখে বর্ণনা করিতে অক্ষম। আমি পঞ্চমুখে অধিক আর কি বলিব, হে মহেশ্বরি! সেই হ্রদে হস্তনিক্ষেপ-পূর্ব্বক ঐ হ্রদের জলে একশত আটবার জপ করিলে, তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং সেই ব্যক্তি পৃথিবীতে মহা-সিদ্ধীশ্বর হয়।

শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি শাক্তো বাহন্যো মহেশ্বরি।
জপ্যতে যৈস্তু মন্ত্রো হি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিমৃচ্ছতি॥
অষ্টোত্তরশতেনৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
কুশাগ্রোত্থিতং তদ্দেবি পিতৃভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি॥
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন নিযুতাব্দং মহেশ্বরি।
এতৎ তে কথিতং দেবি কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্॥
সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং বৈ বিশেষতঃ।
কিং তস্যাঃ কথ্যতে দেবি মাহাত্ম্যং তে যশস্বিনি।
তত্র কোটি-যোগিনীভিঃ কালী বসতি তারিণী।

শৈবই হউক, বৈষ্ণবই হউক, অথবা শাক্তই হউক, যে কেহ অষ্টোত্তর শত জপ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যে মানব কুশের অগ্রভাগে

উত্থিত সেই হ্রদের জল একবিন্দু পিণ্ডে দান করে, সে ব্যক্তি নিযুতাব্দ গয়াশ্রাদ্ধের ফল লাভ করে। হে দেবি! সংক্ষেপে যোনিমণ্ডলমাহাত্ম্য বলিলাম; আরও বিশেষরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে যশস্বিনি! আমি তাঁহার মাহাত্ম্য কত বলিব, তথায় কোটি যোগিনীর সহিত কালী বাস করিয়া থাকেন।

ছিন্নমস্তা ভৈরবী সা সপ্তসপ্তবিভেদিতা।
ধূমা চ ভুবনেশানী মাতঙ্গী কমলালয়া॥
ভগক্লিন্না ভগাধারা তথা চৈব ভগন্দরী।
দুর্গা চ জয়দুর্গা চ তথা মহিষমর্দ্দিনী॥
উপবিদ্যাশ্চ যাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বাভিস্তাভিরেব চ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈর্ম্মহাকালী বসেৎ সদা॥
ব্রহ্মমুখাশ্রয়ং পীঠমুগ্রতারাধিদৈবতম্।
তৎপীঠং দ্বিবিধং প্রোক্তং গুপ্তং ব্যক্তং মহেশ্বরি॥

তারা, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, সপ্ত সপ্ত বিভেদে ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভগক্লিন্না, ভগাধারা, ভগন্দরী, দুর্গা, জয়দুর্গা, মহিষমর্দ্দিনী এবং যে সমস্ত উপবিদ্যা আছে ও যত অভীষ্ট সিদ্ধি আছে, সেই সকলের সহিত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি দেবগণ মহাকালীর সহিত সর্ব্বদাই অবস্থিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মপর্ব্বতের সম্মুখে উগ্রতারাদেবীর পীঠ আছেন; এই পীঠ দুই প্রকার;—ব্যক্ত ও গুপ্ত।

ব্যক্তাদ্ গুপ্তং পুণ্যতরং দ্বাপরং সাধকোত্তমৈঃ।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দেবি কুলদ্বয়বিশারদৈঃ॥

মনোভবগুহাবহ্নৌ দেবীশিখরমুন্নতম্।
তন্মহোগ্রমিতি খ্যাতং পীঠং পরমদুর্লভম্॥
সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী।
নিবসেৎ তত্র যা কালী ঘোরদৈত্যবিনাশিনী॥
তৎপীঠোপরি সংবিশ্য দশধা চ জপেন্মনুম্।
তদা মন্ত্রবিশুদ্ধিঃ স্যাৎ তদ্দেহেন শিবো ভবেৎ॥

ব্যক্ত হইতে গুপ্ত পুণ্যতর, এই গুপ্ত পীঠ পরম দুর্লভ; এই গুপ্তপীঠ কুলদ্বয়বিশারদ সাধকেরাই লাভ করিয়া থাকেন। মনোভবগুহারূপ অনলে দেবীর নীলাচল পর্ব্বত সততই সমুন্নত রহিয়াছে, সেই জন্য এই পরমদুর্লভ পীঠ মহোগ্রনামে বিখ্যাত। তথায় ঘোরদৈত্য-বিনাশিনী ব্রহ্ম স্বরূপিণী সিদ্ধকালী ও দেবী ভুবনেশ্বরী বিদ্যমান আছেন। এই পীঠে মানব দশবার জপ করিলে মন্ত্রবিশুদ্ধি হয় ও সেই দেহের সহিত শিবত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জীবদ্দশায় শিবত্ব লাভ করিয়া থাকে।

ব্রহ্ম প্রতি কাল্যাশ্বাসবাক্যম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

ভো ব্রহ্মন্ শৃণু বৎসৈতদ্‌বচনং মে শুভোদয়ম্।
কেশিদৈত্যবধার্থায় যত্র মে পূজনং কৃতম্॥
যুবাভ্যাং তত্র পশ্যধ্বং জাতং মে যোনিমণ্ডলম্॥
মম তেজঃসমুদ্ভূতং জানীহি যোনিমণ্ডলম্॥

সর্ব্বেষামুদ্ভবস্থানং যোনিরেব ন সংশয়ঃ।
জানীহি প্রকৃতিং দেব যোনিমেতাস্তু মামকীম্ ॥
সংপূজ্য যোনিং দেবেশ সৃষ্টিং কুরু যথার্থতঃ।
সদ্যোঽপি চ ভয়ং ন স্যাৎ তব কাপি পিতামহ ॥

হে ব্রহ্মন্ এই আমার শুভকর বাক্য শ্রবণ কর; কেশিদৈত্য বিনাশের জন্য যেখানে আমাকে পূজা করিয়াছিলে, সেই স্থান অবলোকন কর; এখন তথায় এক যোনিমণ্ডল উদ্ভূত হইয়াছে। এই যোনিমণ্ডল আমার তেজ হইতে সমুৎপন্ন, এই যোনিমণ্ডল হইতেই সর্ব্বসাধারণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার যে প্রকৃতি, তাহাই এই যোনিমণ্ডল; অতএব তোমরা সেই যোনিমণ্ডলে যাইয়া পূজাপূর্ব্বক সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও। হে পিতামহ! তাহা হইলে তুমি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হইবে না।

অধিষ্ঠানমস্তি মম তত্র পীঠে ন সংশয়ঃ।
জানীহি তদধিষ্ঠাত্রীরূপং মেঽতিসুশোভনম্ ॥
নিত্যং পূজয় তদ্রূপং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে।
যোনিমণ্ডলমাসাদ্য কামাখ্যাং যস্তু পূজয়েৎ।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা পরত্রেহ চ মোদতে ॥

আমার সেই পীঠেই স্থিতি, ও অদ্যাপি আমি সেই পীঠেই বিদ্যমান রহিয়াছি, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেই বিখ্যাত যোনিমণ্ডল পীঠে অধিষ্ঠাত্রীরূপে আমার সুশোভন রূপ সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যোনিমণ্ডলে যাইয়া প্রত্যহ পূজা কর। যে ব্যক্তি এই সুশোভনরূপ

কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে যাইয়া একবার পূজা করে, সে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হইয়া ইহকালে ও পরকালে আনন্দ লাভ করে।

ন ভয়ং তস্য কুত্রাপি কস্মাদপি প্রজায়তে।
তবান্যেষাং হিতার্থায় স্থাপিতং যোনিমণ্ডলম্॥
পৃথিব্যাং ভারতে বর্ষে কামরূপং মহাফলম্॥
নবযোনিসমাকীর্ণং মহামুক্তিফলপ্রদম্॥
নবযোন্যাত্মকে ব্রহ্মন্ কামরূপে মনোহরম্।
কামখ্যাতেজসা দেবি দীপ্যতে যোনিমণ্ডলম্॥

তাহার কোথাও কাহা হইতে কখনও ভয়প্রাপ্ত হইতে হয় না; তোমার এবং অন্য সকলের হিতের জন্য এই যোনিমণ্ডল সংস্থাপিত হইয়াছে। এই মহাস্থান পৃথিবীতলে ভারতবর্ষের কামরূপ নামক দেশে অবস্থিত; এই স্থানে নবযোনি রহিয়াছে ও মহাফলপ্রদ। হে ব্রহ্মন্! নবযোন্যাত্মক কামরূপে কামাখ্যার
দীপ্তি পাইতেছে।

দেবীভাগবতে।

শ্রীমৎত্রিপুরভৈরব্যাঃ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্।
ভূমণ্ডলে ক্ষেত্ররত্নং মহামায়াধিবাসিতম্॥
নাতঃ পরতরং স্থানং ক্বচিদস্তি ধরাতলে।
প্রতিমাসম্ভবেদ্দেবি যত্র সাক্ষাদ্রজস্বলা॥
তত্রত্যপৃথিবী সর্ব্বা দেবীরূপা স্মৃতা বুধৈঃ।
নাতঃ পরতরং স্থানং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলাৎ॥

কুর্য্যাচ্চ মহতীং পূজাং ভগবত্যা বিধানতঃ।
ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং জগদম্বাং জগন্ময়ীম্ ॥

কামাখ্যাযোনিমণ্ডল শ্রীমৎত্রিপুরভৈরবীর পরম স্থান, সেইস্থান পৃথিবীর সমস্ত স্থান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সেই স্থানে দেবী মহামায়া নিয়তই বাস করেন; পৃথিবীতলে ইহার তুল্য স্থান কোথাও নাই। তথায় প্রতিমাসে দেবী রজস্বলা হন। বুধগণ বলিয়াছেন, তথাকার সমস্ত ভূমিই দেবীর স্বরূপ; কামাখ্যাযোনিমণ্ডল অপেক্ষা উত্তম স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই; সেই স্থানে জগদ্ধাত্রী জগদম্বা ভগবতীর বিধানমত পূজা করিয়া মুহুর্মুহুঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

যোগিনীতন্ত্রে।

ভোঃ স্বামিন্ পরমানন্দ যোগিনামভয়প্রদ।
কামাখ্যাযোনিমাহাত্ম্যং যদুক্তং মে ত্বয়া শিব।
সত্যং সত্যং ন সন্দেহ আশ্চর্য্যং সর্ব্বমেব হি ॥

হে স্বামিন্! হে পরমানন্দ! হে যোগীদিগের অভয়প্রদ! আপনি কামাখ্যাযোনিমণ্ডলের যে সকল মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যে নিশ্চয় সত্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

তন্ত্রচূড়ামণৌ।

যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।
যত্রাস্তে ত্রিগুণাতীতা রক্তপাষাণরূপিণী ॥
তত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোঽথ ভৈরবঃ।
সর্ব্বদা বিহরেদ্দেবি তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ ॥

তত্র শ্রীর্ভৈরবী দেবী তত্র নক্ষত্রদেবতা।
প্রচণ্ডচণ্ডিকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাত্মিকা ॥
বগলা কমলা তত্র ভুবনেশী চ ধূমিনী।
এতানি নব পীঠানি শংসন্তি পরভৈরবাঃ ॥

যে কামগিরিতে ত্রিগুণাতীতা এবং রক্তপাষাণরূপিণী যোনিপীঠ বিদ্যমান আছেন, সেই দেবীই কামাখ্যানামে অভিহিতা। সেখানে উমানন্দ ভৈরব ও হয়গ্রীব মাধব সাক্ষাৎরূপে বিরাজিত আছেন; এই স্থানে দেবী মহামায়া কামাখ্যা, সর্ব্বদাই বিহার করিয়া থাকেন, ইহাতে মুক্তিলাভ হয় সন্দেহ নাই; এইখানে ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, কালিকা, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতা ও ত্রিপুরা (ষোড়শী) এই নবপীঠ বিদ্যমান আছেন।

মহানীলতন্ত্রে।

পীঠার্চ্চনং মহাদেবি যত্র সিদ্ধিরনুত্তমা।
পীঠানাং পরমং পীঠং কামরূপং মহাফলম্ ॥
তত্র যা ক্রিয়তে পূজা সকৃদ্বাপি মহেশ্বরি।
বিহায় সর্ব্বপীঠানি তস্য দেহে বসাম্যহম্ ॥
তস্মাচ্ছতগুণং প্রোক্তং কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলম্।
তেষাং ফলং মহেশানি বক্তুং কিং শক্যতে ময়া ॥
তত্র কোটিগুণৈঃ সার্দ্ধমাদ্যা বসতি তারিণী।
যৎ পীঠং ব্রহ্মণা গুপ্তং বক্তুং সর্ব্বসুখাবহম্ ॥

হে মহাদেবি! যে পীঠ অর্চ্চনা করিলে অনুত্তমা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। পীঠের মধ্যে কামরূপ শ্রেষ্ঠপীঠ ও মহাফল প্রদানকারী; হে মহেশ্বরি! যে কেহ তথায় যাইয়া একবার পূজা করে, আমি সর্ব্বপীঠ পরিত্যাগ করিয়া তাহার দেহে বাস করি। ইহা অপেক্ষা কামাখ্যা-যোনি-মণ্ডলে পূজা করিলে শতগুণ ফললাভ হয়। কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলের পূজাফল বলিবার কি শক্তি আছে? তথায় গুণবিশিষ্টা অর্দ্ধকোটি যোগিনীর সহিত মহামায়া আদ্যাদেবী বাস করেন। ব্রহ্মা যে পীঠটি গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বসুখাবহ পীঠ তোমার নিকট বলিলাম।

এষু স্থানেষু দেবেশি যদি দৈবাদ্ গতির্ভবেৎ।
জপপূজাদিকং কৃত্বা নত্বা গচ্ছেদ্ যথাসুখম্ ॥

যদি কেহ কখনও ঘটনাক্রমে এই সকল স্থানে উপস্থিত হন, তিনি বিধান মতে জপ-পূজাদি সমাপন করিয়া অভীষ্ট স্থানে গমন করিবেন।

যদ্ যোনিমণ্ডলে স্নাত্বা সকৃৎ পীত্বা চ মানবঃ।
নেহোৎপত্তিমবাপ্নোতি পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥

যে ব্যক্তি যোনিমণ্ডলের জল পান ও সেই জলে স্নান করেন; তাঁহার আর পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ও তিনি পরম নির্ব্বাণপদপ্রাপ্ত হন।

কামাখ্যাতন্ত্রে।

শ্রীশিবউবাচ—

শৃণু দেবি মুদা ভদ্রে মদীয়প্রাণবল্লভে।
যোনিরূপা মহাবিদ্যা কামাখ্যা বরদায়িনী ॥

বরদানন্দদা নিত্যা মহাবিভববৰ্দ্ধিনী।
সৰ্ব্বেষাং জননী সাপি সৰ্ব্বেষাং তারিণী মতা॥
রমণীচৈব সৰ্ব্বেষাং স্থূলা সূক্ষ্মা সদা শুভা।
তস্যা মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়॥
নিখিলাসু চ বিদ্যাসু যে যে সিধ্যন্তি সাধকাঃ।
যত্র কুত্রাপি কেনাপি কামাখ্যা ফলদায়িনী॥
কামাখ্যা বিমুখা লোকা নিন্দিতা ভুবনত্রয়ে।
বিনা কামাত্মিকাং কাপি ন দাত্রী সিদ্ধি-সম্পদাম্॥

শিব বলিতেছেন, হে মম প্রাণবল্লভে অধুনা শ্রবণ কর। যোনিরূপা কামাখ্যা মহাবিদ্যা নিত্যই বরদা আনন্দদায়িনী ও বিভবদায়িনী এবং তিনি সকলের জননী ও উদ্ধারকারিণী। তিনি স্থূল সূক্ষ্মভেদে সকলেরই শুভ-দায়িনী দেবী ও স্ত্রী। তাঁহার মন্ত্রাদি বলিতেছি, সাবধান হইয়া অবধারণ কর। সমস্ত মহাবিদ্যার মধ্যে সাধকের সিদ্ধিদায়িনী কেবল যত্রকুত্র একা কামাখ্যা; কামাখ্যা ভিন্ন কোন দেবদেবী সিদ্ধি দিতে পারে না। কামাখ্যা যাহার প্রতি বিমুখ ত্রিভুবনে তাহার সিদ্ধির আশা নাই।

কামাখ্যা চ সদা ধৰ্ম্মঃ কামাখ্যা চার্থএব চ।
কামাখ্যা কামসম্পত্তিঃ কামাখ্যা মোক্ষ এব চ॥
নিৰ্ব্বাণং সৰ্ব্বদেবেশি সৈব সাযুজ্যমীরিতম্।
সালোক্যসহরূপঞ্চ কামাখ্যা পরমা গতিঃ॥
শিবতা ব্রহ্মতা দেবি বিষ্ণুতা চন্দ্রতাপি চ।
দেবত্বং সৰ্ব্বদেবানাং নিশ্চিতং কামরূপণী॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফলদায়িনী কামাখ্যা; তিনিই নির্ব্বাণদাত্রী এবং সালোক্য, সাযুজ্য, সারোপ্যাদিপরমগতি তিনিই দিতে পারেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চন্দ্রাদি সর্ব্বদেবগণের তিনিই সৃষ্টিকর্ত্রী।

সর্ব্বাসামপি বিদ্যানাং লৌকিকং বাক্যমেব চ।
কামাখ্যায়া মহাদেব্যাঃ স্বরূপং সর্ব্বমেব হি॥
পশ্য পশ্য প্রিয়ে সর্ব্বং চিন্তয়িত্বা হৃদি স্বয়ং।
কামাখ্যাঞ্চ বিনা কিঞ্চিৎ বিদ্যতে ভুবনেষু চ॥
লক্ষকোটিমহাবিদ্যা-তন্ত্রাদৌ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সারাৎসারতমা দেবি সর্ব্বেষাং ষোড়শী মতা॥
তস্যাপি কারণং দেবি কামাখ্যা জগদম্বিকা।
চন্দ্রকান্তির্যথা দেবি জায়তে লীয়তে পুনঃ॥
স্থাবরাণি চরানীহ নিত্যানিত্যানি যানি চ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বিনা তাং নৈব জায়তে॥
সারাৎসারতমং দেবি যোনিসাধনমীরিতম্॥

লোকে এবং বাক্যে সর্ব্ববিদ্যা শ্রেষ্ঠা কামাখ্যা মহাদেবী; হে প্রিয়ে! তুমি নিজের হৃদয় চিন্তা করিয়া দেখ, কামাখ্যা ভিন্ন ত্রিভুবনে কিছু আছে কিনা। তন্ত্রাদিতে লক্ষ কোটি মহাবিদ্যা কথিত রহিয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে সারাৎসারতমা কামাখ্যা। সকলেরই কারণ কামাখ্যা; যেমন চন্দ্রের আলো ক্রমেই মিলিয়া যায় ও পুনরায় উদয় হয়, তেমন এই ভগবতী কামাখ্যা কর্তৃক স্থাবর জঙ্গম নিত্যানিত্য সকলেরই উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইতেছে। সর্ব্ব-সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা যোনি সাধন।

কালীসহস্রান্তর্গত শ্যামারহস্যে।

"আত্মযোনি র্ব্রহ্মযোনি র্জগযোনিরযোনিজা তিনিই আত্মযোনি, ব্রহ্মযোনি, জগৎযোনি আবার অযোনিজা। অর্থাৎ তিনিই বিশ্বপ্রসবিনী, ব্রহ্মময়ী।

নিরুত্তরতন্ত্রে।

ভগং ভগবতী জ্ঞেয়া দক্ষিণা ত্রিগুণেশ্বরী।
চরাচরমিদং সর্ব্বং ভগরূপং কুলেশ্বরি॥
মহত্ত্বাদীনি সর্ব্বাণি ত্রিবিধং পরিকথ্যতে।
হকারার্দ্ধকলা সূক্ষ্মা যোনিমধ্যস্বরূপিণী॥
যোনিশ্চ দক্ষিণা কালী ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
ত্রিকোণে চ ত্রয়ো দেবাঃ শিববিষ্ণুপিতামহাঃ॥
যোনিমধ্যে বসেদ্দেবী কালিকা কুলসুন্দরী।
জ্যোতীরূপা মহাকালী শুক্ররূপা প্রপঞ্চসু॥

ত্রিগুণেশ্বরী ভগবতী দক্ষিণাকেও যোনিরূপা জানিবে; হে কুলেশ্বরি! সমস্ত চরাচর যোনিরূপ। মহত্ত্বাদি সমস্তই ত্রিবিধ। হকারার্দ্ধ কলাধারা সূক্ষ্মরূপা যোনিরূপা, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা দক্ষিণকালী যোনিরূপা যোনি মধ্যেই অবস্থান করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনজনেই তিনকোণে অবস্থিত। মহাকালী জ্যোতিরূপা, আবার মায়াতে তিনিই শুক্ররূপা।

শুক্রতো জায়তে বিশ্বঃ শিবশক্তিপ্রভেদতঃ।
সগুণা সুরগর্ভে চ মহাকালনিরূপিণী

নারীরূপং সমাস্থায় সৈববিশ্বং প্রসূয়তে।
বিষ্ণুমায়া মহালক্ষ্মী র্মোহয়ত্যখিলং জগৎ ॥
সম্ভবানেব সা দেবি যোনিমার্গে চরাচরং।
দেবমার্গমিদং বিশ্বং দেবমার্গনিষেবিতং ॥
শিবশক্তিময়ংতত্ত্বং তত্ত্বং জ্ঞানস্য কারণং।
বহূনাং জন্মনামন্তে শক্তিজ্ঞানং প্রজায়তে ॥
শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে।
কালিকা কামপীঠেষু সর্ব্বকামপ্রদায়িনী।
তত্র চাবাহনং নেষ্টং কামাখ্যায়াং কুলেশ্বরি ॥

শিবশক্তির প্রভেদে শুক্র হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। মহাকাল নিরূপিণী ভগবতী সগুণা হইলেই নারীরূপ দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, তখন বিষ্ণু লক্ষ্মী ইত্যাদি মায়া দ্বারা অখিল জগতকেই মোহিত করেন। এই যোনি-মার্গ দেবমার্গ এবং দেবতাগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত; এই তত্ত্ব শিবশক্তিময় ও জ্ঞানের কারণ। বহুজন্ম অতীত হইলে শক্তিজ্ঞান হয়, বিনা শক্তিজ্ঞানে নির্ব্বাণপদ লাভ হয় না। সুতরাং হে কুলেশ্বরি! সর্ব্বকাম প্রদায়িনী কামাখ্যা-পীঠে গমন করিয়া পূজা করিলে ইষ্ট লাভ হইবে।

মহাভাগবতে। মহাদেব উবাচ।

তে ভ্রমন্তো মহাত্মানঃ পাণ্ডবা মুনিসত্তম।
ব্যতীত্য সুচিরং কালং কামাখ্যাং দ্রষ্টুমায়যৌ ॥
যোনিপীঠে ভগবতীং প্রত্যক্ষফলদায়িনীং।
যত্রাকার্ষীৎ তপঃ পূর্ব্বং শম্ভুর্দ্দেবাধিদৈবতম্ ॥

তত্র গত্বা ভগবতীং সম্পূজ্যাথ বিধানতঃ।
রাজ্যং সম্প্রার্থয়ামাসুঃ পাণ্ডবা ধর্ম্মতৎপরাঃ॥
শত্রূণাং নিধনঞ্চাপি সংগ্রামেঽতিসুদারুণে।
সামাত্যানাং সুদুষ্টানাং কুরূণাং পাপচেতসাম্॥
তথা প্রার্থয়তাং তেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
প্রত্যক্ষং সা ভগবতী সমভ্যেত্যেদমব্রবীৎ॥
ধর্ম্মপুত্র মহাপ্রাজ্ঞ কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধন।
প্রতিজ্ঞাং ত্বং সমুত্তীর্য্য হত্বা সর্ব্বান্ দুরাত্মনঃ॥
একং হি ভারতীযুদ্ধে ক্ষত্রিয়েষু হতেষু বৈ।
ভূয়ঃ প্রাপ্স্যসি রাজ্যঞ্চ মৎপ্রসাদাদশংশয়ম্॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে মুনিসত্তম, পূর্ব্বে দেবাধিদেব শম্ভু যথায় তপস্যা করিয়াছিলেন, তথায় মহাত্মা পাণ্ডবগণ প্রত্যক্ষ ফলদায়িনী ভগবতী কামাখ্যা দেবীর যোনিমণ্ডল দর্শনার্থ বহুকাল বনবাসের পর তথায় আগমন করিলেন। ধর্ম্মতৎপর পাণ্ডবেরা যোনিমণ্ডল সমীপে আগমন করতঃ স্থির চিত্তে ভক্তি-পূর্ব্বক দুষ্টবুদ্ধি কুরুকুলের সামাত্য রাজা বিনাশ পূর্ব্বক যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজ্য-প্রাপ্তি সংকল্প করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিলেন, ভগবতীও তাহাদের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং আবির্ভূ তা হইয়া বলিলেন, হে কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহা-প্রাজ্ঞ ধর্ম্মপুত্র, তুমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক আবার রাজ্য লাভ করিবে।

যত্র যত্র তদঙ্গানি পেতুঃ পৃথ্ব্যাং পৃথক্ পৃথক্।
তে তে দেশা মহাপুণ্যাঃ সদা দেবাদ্যধিষ্ঠিতাঃ॥

মহাতীর্থানি তান্যেব মুক্তিক্ষেত্রাণি ভূতলে।
সিদ্ধপীঠা হি তে দেশা দেবানামপি দুর্লভ
তেষু দেবীং সমুদ্দিশ্য হোমপূজাদি বস্তু যৎ।
কুরুতে কোটিগুণিতং ফলং তস্য মহামুনে॥
তত্র জপ্ত্বা মহাদেবীং সাক্ষাময়তি মানবঃ।
পাতকী মুচ্যতে পাপাদ্ ব্রহ্মহত্যাদিকাদপি॥
ভূমৌ নিপতিতা স্তেতু ছায়াঙ্গাবয়বাঃ ক্ষণাৎ।
জগ্মুঃ পাষাণতাং সর্ব্বলোকানাং হিতহেতবে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ তথেন্দ্রাদ্যাঃ সুরা মুনে।
আগত্য বহব স্তেষাং সেবন্তে পরমেশ্বরীম্॥

যেখানে যেখানে সতীর অঙ্গ পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছে, ভূতলে, সেই সেই দেশ দেবদুর্লভ মুক্তিক্ষেত্র ও মহাতীর্থ হইয়াছে। হে মহামুনে, সেই সকল স্থানে দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা, হোম, জপ যাহা কিছু করা যায়, তাহার কোটিগুণ ফললাভ হয়। মানবগন সেই সকল সিদ্ধপীঠে জপাদি কর্ম্ম করতঃ মহাদেবীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যাকারী পাপীও পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। ছায়া সতীর অঙ্গ পৃথিবীতে পতিত হইলে সর্ব্ব-লোকের হিতকামনায় পাষাণরূপিণী হইলেন, পরে ব্রহ্মাদি দেবতারা আগমন করতঃ পরমেশ্বরীর পূজা করিতে লাগিলেন।

সিদ্ধমন্ত্রাঃ সমভবং স্তত্র জপ্ত্বা মহামনুম্।
খেচরত্বমনুপ্রাপুস্তথা দেবাদিপূজ্যতাম্॥

যোনিরূপাং ভগবতীং সুগুপ্তাং মুনিসত্তম।
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্টা চ সম্পূজ্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
ক্ষেত্রস্পর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহাপি নরঃ ক্ষণাৎ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ কামাখ্যায়াঃ প্রসাদতঃ॥

যোনিমণ্ডলে মহামন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ সিদ্ধমন্ত্র হইয়াছেন ও সকলে খেচরত্বলাভ করিয়া দেবতাগণের পূজিত হইয়াছেন। হে মুনিসত্তম! অতি গোপনীয় যোনিরূপা ভগবতীকে দর্শন স্পর্শন করিয়া জীবন্মুক্ত হয়, ব্রহ্মহত্যাকারীও ক্ষেত্র স্পর্শনমাত্রে মায়ের কৃপায় মুক্ত হইবে।

কামাখ্যাসদৃশং ত স্ত্যেব ধরণীতলে।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতেন সত্যাঃ পুণ্যতমা মুনে॥
দেশো ভারতখণ্ডেঽস্মিন্ নৃণাং পাপ প্রণাশকঃ।
অঙ্গেষু ভগবত্যাস্তু যোনিঃ শ্রেষ্ঠতমা যতঃ॥
যোনিরূপা হি সা দেবী সর্ব্বাসু স্ত্রীষ্ববস্থিতা।
সা যোনিঃ পতিতা যত্র তত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং সতী॥
তেন নাস্তি সমং স্থানং পুণ্যদং ধরণীতলে।
শম্ভুর্ব্বারাণসীক্ষেত্রে নরাণাং মুক্তিদায়কঃ॥
আরাধ্যঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্দ্দেবকিন্নররাক্ষসৈঃ।
স শম্ভুঃ কাঙ্ক্ষ্যতে যত্র মুক্তিক্ষেত্রে মহেশ্বরীম্॥

এই পৃথিবীতে কামাখ্যা সদৃশ তীর্থ নাই। হে মহামুনে! ভারতবর্ষে সতীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাতে মনুষ্যের পাপ নাশক তীর্থ অনেক আছে, কিন্তু অঙ্গ মধ্যে যেমন যোনি শ্রেষ্ঠ এবং সকল স্ত্রীতেই যোনিরূপে যখন তিনি

বিদ্যমান, তখন সেই সতীর যোনিমণ্ডল যেখানে পতিত হইয়াছে, তাহার তুল্য পুণ্য তীর্থ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। সেথানে স্বয়ং সতী বিরাজমান। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেব, কিন্নর ও রাক্ষসগণের আরাধ্য দেবতা শম্ভু বারাণসী-ক্ষেত্রে মানব সকলকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন, অথচ সেই শম্ভু যখন এই মুক্তিক্ষেত্রে মহেশ্বরীর আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তখন ইহার তুল্য তীর্থ আর নাই।

চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং সর্ব্বতীর্থময়ে শুভে।
লৌহিত্যে বিধিবৎ স্নাত্বা তত্তোয়ৈর্জগদম্বিকাম্ ॥
পূজয়েৎ তত্র যো ভক্ত্যা স মুক্তো ভববন্ধনাৎ।
সর্ব্বতীর্থময়ং স্থানং সর্ব্বতীর্থাধিকং পরম্ ॥
লৌহিত্যে তু কৃতস্নানঃ প্রযতঃ সাধকোত্তমঃ।
পুরশ্চর্য্যাং নরঃ কৃত্বা সিদ্ধমন্ত্রো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
যথা পূজ্যতমাম্বিকা ভবানী ভবসুন্দরী।
পত্রেষু তুলসীপত্রং বিল্বপত্রঞ্চ শোভনম্ ॥
যথা মায়াবিনাং শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ শ্রীগদাধরঃ।
তথা সর্ব্বেষু তীর্থেষু শ্রেষ্ঠং শ্রীযোনিপীঠকম্ ॥
কামাখ্যা পরমং তীর্থং কামাখ্যা পরমং তপঃ।
কামাখ্যা পরমো ধর্ম্মঃ কামাখ্যা-পরমাগতিঃ ॥

চৈত্র মাসে শুক্লাষ্টমী দিবসে সর্ব্বতীর্থময় ও শুভফলপ্রদ ব্রহ্মপুত্র জলে বিধিমত স্নান করতঃ ভক্তিভাবে সেই জলে ভগবতী কামাখ্যার অর্চ্চনা করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। প্রযত মানসে ব্রহ্মপুত্র জলে স্নান

তর্পণ পূর্ব্বক ভগবতীর অর্চ্চনা করিয়া পুরশ্চরণ করিলে নিশ্চয় মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যেমন ভবসুন্দরী ভবানী তিনিই কেবল একাপূজ্যা; পত্রমধ্যে যেমন তুলসী ও শোভন বিল্বপত্র পূজ্যতম; মায়াবীর মধ্যে যেমন বিষ্ণুই পূজ্য; তেমন তীর্থের মধ্যে কেবল যোনিপীঠই শ্রেষ্ঠ। কামাখ্যাই পরম তীর্থ, কামাখ্যা পরম তপস্যা, কামাখ্যা পরম ধর্ম্ম, কেবল শ্রীশ্রীকামাখ্যা দ্বারাই পরমগতি লাভ হইয়া থাকে।

জলপানমন্ত্রঃ।

শুকাদীনাঞ্চ যজ্জ্ঞানং যমাদিপরিশোধিতম্।
তদেব দ্রবরূপেণ কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলে॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল পান করিবে।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

কামাখ্যাপূজা-ফলাধিক্য-কথনম্ ।

কালিকাপুরাণে ।

কামেশ্বরীং তু কামাখ্যাং পূজয়েৎ তু যথেচ্ছয়া ।
দাক্ষিণ্যাদ্বামভাবাদ্বা সর্ব্বথা সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥

এই কামেশ্বরী কামাখ্যাদেবীকে দক্ষিণ ও বামভাবের মধ্যে যে কোন ভাবেই হউক পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।

কুলার্ণবাদৌ ।

অথ বক্ষ্যে ফলাধিক্যং পূজায়া যত্র যদ্ ভবেৎ ।
বারাণস্যাং কৃতা পূজা সম্পূর্ণফলদায়িনী ॥
ততস্তদ্দ্বিগুণা প্রোক্তা পুরুষোত্তমসন্নিধৌ ।
ততোঽপি দ্বিগুণা প্রোক্তা দ্বারবত্যাং বিশেষতঃ ॥
বিন্ধ্যে শতগুণা প্রোক্তা গঙ্গায়ামপি তৎসমা ।
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা করতোয়ানদীজলে ॥
তস্মাচ্চতুর্গুণা প্রোক্তা জল্পীশেশ্বরসন্নিধৌ ।
তত্র সিদ্ধেশ্বরীযোনৌ ততোঽপি দ্বিগুণা স্মৃতা ॥
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা লৌহিত্যনদপাথসি ।
তৎসমা কামরূপে তু সর্ব্বত্রৈব জলে স্থলে ॥

কামরূপে দেবীপূজা সর্ব্বসিদ্ধিফলপ্রদা।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠো যথা বিষ্ণুর্লক্ষ্মীঃ সর্ব্বোত্তমা যথা।
দেবীপূজা তথা শস্তা কামরূপে সুরালয়ে।
দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতেঽন্যন্ন তৎসমম্।
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে॥

অতঃপর পূজায় যেখানে যেরূপ ফললাভ হয়, বলিতেছি। বারাণসীতে দেবীর পূজা করিলে সম্পূর্ণ ফললাভ হয়; পুরুষোত্তমের নিকটে তাহার দ্বিগুণ; তাহার দ্বিগুণ দ্বারাবতীতে; গঙ্গায় ও বিন্ধ্যে তদপেক্ষা শতগুণ; করতোয়ানদীজলে তাহার চারি গুণ: জল্পীশেশ্বরের নিকট উহার চতুর্গুণ. সিদ্ধেশ্বরীযোনিতে উহা অপেক্ষা দ্বিগুণ; লৌহিত্যনদে উহার চতুর্গুণ; কিন্তু কামরূপে জলে স্থলে তদনুরূপ ফললাভ হয়। কামরূপে দেবীর পূজা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ; যেরূপ বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মী সর্ব্বোত্তমা, সেইরূপ, কামরূপ দেবীর ক্ষেত্র, ইহার তুল্য স্থান আর নাই, অন্যত্র দেবী বিরলা, কিন্তু কামরূপে গৃহে গৃহেই দেবী বিরাজিতা আছেন।

ততঃ শতগুণা প্রোক্তা নীলকূটস্য মস্তকে।
ততোঽপি দ্বিগুণা প্রোক্তা হেরুকে বরলিঙ্গকে॥
ততোঽপি দ্বিগুণা প্রোক্তা শৈলপুত্র্যাদিযোনিষু।
ততঃ শতগুণা প্রোক্তা কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে॥
কামাখ্যায়াং মহামায়াপূজাং যঃ কৃতবান্ সকৃৎ।
স চেহ লভতে কামান্ পরত্র শিবরূপতাম্॥

ন তস্য সদৃশোঽন্যোঽস্তি কৃত্যং তস্য ন বিদ্যতে।
বাঞ্ছিতার্থমবাপ্যেহ চিরায়ুরভিজায়তে॥
বায়োরিব গতিস্তস্য ভবেদন্যৈরবাধিতা।
সংগ্রামে শাস্ত্রবাদে চ দুর্জ্জয়ঃ স চ জায়তে॥
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে।
সকৃত্তু পূজনং কৃত্বা ফলং শতগুণং লভেৎ॥

নীলাচল-পর্ব্বতে দেবীর পূজা করিলে তদপেক্ষাও শতগুণ ফললাভ হয়; হেরুক নামক শিবলিঙ্গে তদপেক্ষাও দ্বিগুণ; কিন্তু কামাখ্যা যোনি-মণ্ডলে পূজা করিলে, ইহা অপেক্ষা আরও শতগুণ ফললাভ হয়। যে মানব কামাখ্যায় যাইয়া একবার মাত্র মহামায়ার পূজা করে, সে ইহলোকে বাঞ্ছিতার্থ লাভ করে এবং পরকালে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার সদৃশ পৃথিবীতে আর নাই; তাহার কোন কৃত্যও নাই। সে ইহলোকে অভি-লষিত সমুদয় কামনা লাভ করিয়া থাকে। তাহার বায়ুর সদৃশ গতি হয়, অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয় না। সে যুদ্ধে ও শাস্ত্রাদিতে অজেয় হয়। বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রে কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে একবার পূজা করিলেও শতগুণ ফললাভ হয়।

পূজায়াং দিঙ্‌নির্ণয়ঃ।

কালিকাপুরাণে।

ঐশানীবাথ কৌবেরী দিক্ কামাখ্যা-প্রপূজনে।

ঈশানকোণাভিমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া কামাখ্যা পূজা করিবে।

ধ্যানম্।

কালিকাপুরাণে।

রবিশশিযুতকর্ণা কুঙ্কুমাপীতবর্ণা,
মণিকনকবিচিত্রা লোলজিহ্বা ত্রিনেত্রা।
অভয়বরদহস্তা সাক্ষসূত্রপ্রহস্তা,
প্রণতসুরনরেশা সিদ্ধকামেশ্বরী সা॥
অরুণ-কমলসংস্থা রক্তপদ্মাসনস্থা,
নবতরুণশরীরা মুক্তকেশী সুহারা।
শবহৃদি পৃথুতুঙ্গা স্বাঙ্ঘ্রিযুগ্মা মনোজ্ঞা,
শিশুরবিসমবস্ত্রা সর্ব্বকামেশ্বরী সা॥
বিপুলবিভবদাত্রী স্মেরবক্ত্রা সুকেশী,
দলিতকরকদন্তা সামিচন্দ্রাবনম্রা
মনসিজ-দৃশদিস্থা যোনিমুদ্রালসন্তী,
পবনগগনসক্তা সংশ্রুতস্থানভাগা॥
চিন্ত্যা চৈবং দীপ্যদগ্নিপ্রকাশা,
ধর্ম্মার্থাদ্যৈঃ সাধকৈর্ব্বাঞ্ছিতার্থৈঃ॥

এই ধ্যান করিয়া শক্তি অনুসারে যথোপচারে পূজা করিবে।

বিশেষপূজানিয়মঃ।

কালিকাপুরাণে।

অনেনৈব বিধানেন কামাখ্যাং যস্তু পূজয়েৎ।
মনোভবগুহামধ্যে স যাতি পরমাং গতিম্॥
নানাবিধস্তু নৈবেদ্যং পানপায়সমেব চ।
মোদকাপূপপিষ্টাদি দেব্যৈ সম্যক্ প্রদাপয়েৎ॥
এবন্তু পূজয়েদ্দেবীং কামাখ্যাং বরদায়িনীম্।
ভক্তিযুক্তো নরো যস্তু স সর্ব্বাং লভতে শ্রিয়ম্॥

যে মানব এইরূপ বিধানে মনোভবগুহামধ্যে মাহামায়া কামাখ্যা-দেবীর পূজা করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। দেবীর প্রীতির জন্য নানাবিধ নৈবেদ্য, পানীয় দ্রব্য, পায়স, মোদক ও পিষ্টকাদি মিষ্টান্ন প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে দেবীকে প্রদান করিবে। যে মানব এইরূপে বরদায়িনীকামাখ্যা দেবীকে ভক্তিতৎপর হইয়া পূজা করে, সে সর্ব্বপ্রকারে অভিলষিত শ্রী প্রাপ্ত হয়।

বলিদানম্।

কালিকাপুরাণে।

পূজাবসানে তু বলিং দেব্যাঃ প্রীত্যৈ নিবেদয়েৎ।
বলিদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্ দেব্যাঃ প্রমোদকম্॥
মোদকৈ র্গজবক্ত্রঞ্চ হবিষা তোষয়েদ্রবিম্।
তৌর্য্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্ধরিম্।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা॥

পূজার অবসানে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত প্রমোদজনক বলিদান করিবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, সাধক, মোদক দ্বারা গণেশকে, ঘৃত দ্বারা সূর্য্যকে,

তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্যগীত ও বাদ্য দ্বারা এবং ব্রতদ্বারা হরি ও শঙ্করকে, বলিদ্বারা চণ্ডিকাকে সন্তুষ্ট করিবে।

যুবানং ব্যাধিহীনঞ্চ সুশ্রীকং লক্ষণান্বিতম্।
সর্ব্বাবয়বসম্পন্নং বলিং দদ্যাৎ সুশোভনম্॥
তরুণং সুন্দরং কৃষ্ণং ক্ষতাদিদোষবর্জ্জিতম্।
স্নাপয়িত্বা বলিং তত্র ভূষয়েৎ পুষ্পচন্দনৈঃ।
ভূষয়েৎ রক্তমাল্যেন সিন্দূরেণ বিশেষতঃ॥

যুবা, ব্যাধিহীন, সুশ্রী ও সুলক্ষণযুক্ত সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, তরুণ, ক্ষতাদি-দোষশূন্য কৃষ্ণবর্ণ পশু বলিদান করিবে। অগ্রে বলিকে স্নান করাইয়া, রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পের মালা পরাইয়া সিন্দূর মাখাইয়া যথাবিধি পূজা করিবে।

বলিশব্দার্থঃ। তন্ত্রচূড়ামণৌ।

বলিমাত্রং দ্বিধা প্রোক্তং তয়োর্ভেদং শৃণুষ্ব মে।
বলিঃ পুজোপহারঃ স্যাৎ প্রাণিদানং দ্বিতীয়কম্॥
বলিমাদ্যং নিবৃত্তিস্তু প্রবৃত্তিস্তু পশুং প্রিয়ে।
বলিহীনা চ যা পূজা সা পূজা ন ফলপ্রদা॥

বলিশব্দের অর্থ দুই প্রকার; তাহা শ্রবণ কর। এক পূজার উপহার, দ্বিতীয় প্রাণিদান। নিবৃত্তি-মার্গে বলির অনুকরণ, (কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু ইত্যাদি) প্রবৃত্তি মার্গে পশুদান করিবে। বলিহীন যে পূজা, সে পূজা ফলপ্রদ হয় না।

অবৈধহিংসায়া দোষঃ।

কুলার্ণবে।

অবিধানেন যো হন্যাদাত্মার্থং প্রাণিনং প্রিয়ে।
নিবসেৎ নরকে ঘোরে যুগানি পশুরোমভিঃ॥

সরক্তবিন্দুপাতীচ তির্য্যক্‌যোনৌ প্রজায়তে।
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ ভোক্তা চাষ্টৌ চ তে সতি ॥

অনিয়ম পূর্ব্বক যে ব্যক্তি নিজের বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত প্রাণিবধ করে, সে ব্যক্তি পশুর গায়ে যত রোম থাকে, তত যুগ নরকে বাস করে। যে ব্যক্তি রক্তপাত করে, যত বিন্দু রক্ত পৃথিবীতে পতিত হয়, সে ব্যক্তিও মনুষ্য ভিন্ন অন্য যোনিতে তত যুগ বাস করে এবং অনুমতি দান কারী, বিশসিতা, ভোক্তা, হননকারী, খরিদকারী, বিক্রয়ী, সংস্কার কর্ত্তা ও উপভোক্তা এই আটজনেও অন্তযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলির পর হোম, চণ্ডীপাঠ ও জপাদি কার্য্য করা বিধেয়।

কামাখ্যাস্তোত্রম্।

কালিকাপুরাণ-যোগিনীতন্ত্রয়োঃ।

জয় কামেশি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
বিশ্বমূর্ত্তে শুভে শুদ্ধে বিরূপাক্ষি ত্রিলোচনে।
ভীমরূপে শিবে বিদ্যে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
মালাজয়ে জয়ে জম্ভে ভূতাক্ষি ক্ষুভিতেঽক্ষয়ে।
মহামায়ে মহেশানি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥
ভীমাক্ষি ভীষণে দেবি সর্ব্বভূত-ক্ষয়ঙ্করি।
করালি বিকরালি চ কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥

কালি করালি বিক্রান্তে কামেশ্বরি হরপ্রিয়ে।
সর্ব্বশাস্ত্রভৃতে দেবি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে।
কামরূপ-প্রদীপে চ নীলকূট-নিবাসিনি।
নিশুম্ভ-শুম্ভ-মথনি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥
কামাখ্যে কামরূপস্থে কামেশ্বরি হরপ্রিয়ে।
কামনাং দেহি মে নিত্যং কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥
রুধিরাসবপানাঢ্যবক্ত্রে ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহিষাসুরবধে দেবি কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥
ছাগতুষ্টে মহাভীমে কামাখ্যে সুরবন্দিতে।
জয় কামপ্রদে তুষ্টে কামেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥
ভ্রষ্টরাজ্যো যদা রাজা নবম্যাং নিয়তঃ শুচিঃ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামুপবাসা নরোত্তমঃ।
সংবৎসরেণ লভতে রাজ্যং নিষ্কণ্টকং পুনঃ॥
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা তব দেবি সমুদ্ভবম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

শ্রীকামরূপেশ্বরি ভাস্করপ্রভে,
প্রকাশিতাম্ভোজনিভায়তাননে।
সুরারি-রক্ষঃ-স্তুতিপাতনোৎসুকে,
ত্রয়ীময়ে দেবনুতে নমামি॥

সিতাসিতে রক্তপিশঙ্গবিগ্রহে
রূপাণি যস্যাঃ প্রতিভান্তি তানি।
বিকাররূপা চ বিকল্পিতানি
শুভাশুভানামপি তাং নমামি ॥
কামরূপসমুদ্ভূতে কামপীঠাবতংসকে ॥
বিশ্বাধারে মহামায়ে কামেশ্বরি নমোহস্তু তে ॥
অব্যক্তবিগ্রহে শান্তে সন্ততে কামরূপিণি।
কালগম্যে পরে শান্তে কামেশ্বরি নমোহস্তু তে ॥
যা সুষুম্নান্তরালস্থা চিন্ত্যতে জ্যোতীরূপিণি।
প্রণতোহস্মি পরাং বীরাং কামেশ্বরি নমোহস্তু তে ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে মুণ্ডমালোপশোভিতে।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বগে দেবি কামেশ্বরি নমোহস্তু তে ॥
চামুণ্ডে চ মহাকালি কালি কপাল-হারিণি।
পাশহস্তে দণ্ডহস্তে কামেশ্বরি নমোহস্তু তে ॥
চামুণ্ডে কুলমালাস্যে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে মহাবলে।
শবযানস্থিতে দেবি কামেশ্বরি নমোহস্তু তে ॥
ইতি যোগিনীতন্ত্রে কামাখ্যাস্তোত্রম্।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কামাখ্যাপূজাফলম্।

কালিকাপুরাণে।

গবাং কোটিপ্রদানাৎ তু যৎফলং জায়তে নৃণাম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি কামাখ্যাং পূজয়েন্নরঃ॥
দশ পূর্ব্বান্ দশ পরান্ বংশানুদ্ধৃত্য পাপতঃ।
সকৃৎ সম্পূজনেনৈব মম লোকমবাপ্নুয়াৎ॥
দ্বিঃ সম্পূজ্য মহাদেবীং কামাখ্যাং যোনিমণ্ডলে।
শতবংশান্ সমুদ্ধৃত্য দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ॥
যস্ত্রিবারান্ পূজয়েৎ তু বিধিনানেন মানবঃ।
নীলপর্ব্বতমারুহ্য কামাখ্যাং যোনিমণ্ডলে॥
স সহস্রস্তু বংশানামুদ্ধৃত্য পাপকূপতঃ।
ইহ লোকে সুখৈশ্বর্য্যচিরায়ুষ্যমবাপ্নুয়াৎ।
দেহান্তে মদ্গৃহং প্রাপ্য গণানামধিপো ভবেৎ॥

মানব এক কোটি গো দান করিলে যে ফল লাভ করে, মাহামায়া কামাখ্যার পূজা করিলেও সেইফল প্রাপ্ত হয়। যে মনুষ্য একবার মাত্র কামাখ্যা দেবীর পূজা করে, সে নীচের দশ পুরুষ ও উপরের দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া আমার নিকট গমন করে। যে ব্যক্তি দুইবার পূজা করে, সে শতবংশ উদ্ধার পূর্ব্বক দেবী-লোকে গমন করে যে তিনবার

পূজা করে, সে পাপ-কূপ হইতে নিজ বংশের সহস্র পুরুষ উদ্ধার করিয়া ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হয় এবং দেহান্তে আমার নিকটে গমন করিয়া গণাধিপত্য লাভ করে।

যস্যাং কস্যামথাষ্টম্যাং নবম্যাং বাপি সাধকঃ।
পঞ্চরূপাস্তু কামাখ্যাং পঞ্চমন্ত্রৈঃ স্বতন্ত্রকৈঃ॥
পূজয়েদ্ বরদাং দেবীং মণ্ডলৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
ধ্যাত্বা তু পঞ্চরূপাণি জপ্ত্বা মন্ত্রাণি পঞ্চ বৈ॥
স কল্পকোটিলক্ষাণি মম লোকে চ মানবঃ।
স্থিত্বা দেবীপ্রসাদেন পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥
ইহ লোকে বাঞ্ছিতার্থং সুখং প্রাপ্য যশস্তথা।
রিপূন্ জিত্বা স ধর্ম্মাত্মা মাতঙ্গানিব কেশরী॥
চিরায়ুঃ পুত্রপৌত্রৈশ্চ বিভবৈশ্চ সমন্বিতঃ।
ক্রীড়য়িত্বা হ্যমরবদ্ যুবতীভিশ্চ সাদরাৎ॥
যক্ষরক্ষঃপিশাচানাং নেতা ভবতি নিত্যশঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্যেব দ্বিজরাজসমো ভবেৎ॥

যে সাধক যে কোন অষ্টমী ও নবমী তিথিতে বরপ্রদা পঞ্চরূপা কামাখ্যা দেবীর পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া স্বতন্ত্র পঞ্চমন্ত্রদ্বারা পঞ্চ-রূপের ধ্যান এবং পঞ্চমন্ত্রের জপ করিয়া পূজা করে, সে ব্যক্তি লক্ষ কোটি কল্প আমার সদনে বাস করিয়া পরে দেবীর প্রসাদে পরম নির্ব্বাণ পদ-লাভ করে ও ইহলোকে নিখিল বাঞ্ছিতার্থ সুখ ও যশ প্রাপ্ত হইয়া, সিংহ যেমন অবলীলাক্রমে মাতঙ্গদিগের বিনাশ করে, সেইরূপ শত্রু সকলকে বিনাশ করিয়া দীর্ঘায়ুঃ আর পুত্র পৌত্র সমন্বিত বহুবিভব লাভ করে এবং

পুরস্ত্রীগণের সহিত সাদরে অমরের ন্যায় ক্রীড়া করতঃ সর্ব্বদা যক্ষ রক্ষ ও পিশাচদিগের নেতা হইয়া সকল প্রকার অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া দ্বিজ-রাজের সাদৃশ্য লাভ করে।

যোগিনী-তন্ত্রে।

কামাখ্যায়াং মহামায়াং যঃ পূজয়তি মানবঃ।
সর্ব্বকামমিহ প্রাপ্য পরলোকে শিবো ভবেৎ॥
নহি তৎসদৃশং কার্য্যমন্যত্র ভুবি বিদ্যতে।
বাঞ্ছিতার্থং নরো লব্ধা চিরায়ু র্ভবতি ধ্রুবম্॥

কামাখ্যা মহামায়াকে যে ব্যক্তি কামাখ্যা পর্ব্বতে যাইয়া পূজা করে, সে ইহলোকে সর্ব্বকামনা লাভ করে এবং পরকালে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার সদৃশ পৃথিবীতে অন্য কোন কার্য্য নাই, ইহকালে বাঞ্ছিতার্থ লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

বিষ্ণুরুবাচ।

কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং সর্ব্ববেদার্থসম্মতম্।
ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মণা প্রাপ্তং বিষ্ণুত্বঞ্চ ময়া পুনঃ॥
শিবত্বঞ্চ শিবেনৈব কামাখ্যায়াঃ প্রসাদতঃ।
তস্মাদ্‌যোনিং পূজয়স্ব যত্নাৎ সর্ব্বাত্মভিস্ত্বমূম্।
যদা তে সুমুখী মাতা তদা তে সর্ব্বসম্পদঃ॥
যদা তে বিমুখী মাতা তদা তে হ্যশুভং ধ্রুবম্।
ইতি জ্ঞাত্বা পূজয়স্ব বিশেষেণ বদামি কিম্॥

এই কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য সর্ব্ববেদার্থ সম্মত; এই কামাখ্যা দেবীর প্রসাদে ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব, শিবও শিবত্ব লাভ করিয়াছেন.

অতএব (তুমি) যত্ন পূর্ব্বক কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলে পূজা কর। কামাখ্যা সন্তুষ্ট থাকিলে সর্ব্বদা নিরাপদে থাকিবে ও অসন্তুষ্ট হইলে অশুভকর বলিয়া জানিবে। ইহা ভাবিয়া কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে অবশ্য পূজা করিবে, বিশেষ আর কি বলিব।

বিষ্ণু নরকাসুরের প্রতি বলিতেছেন।

কালিকা-পুরাণে।

শ্রীভগবানুবাচ।

কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং শৃণুতঞ্চ বদামি বাম্।
সাঙ্গং তৎ সরহস্যঞ্চ শৃণু বেতাল ভৈরব॥
একদা গরুড়েনাশু বিষ্ণু র্বিষ্ণুপরায়ণৌ।
গচ্ছন্ দেবীং তু কামাখ্যাং নীলস্থামাসসাদ হ॥
আসাদ্য তং গিরিশ্রেষ্ঠমবজ্ঞায় স কেশবঃ।
গচ্ছ গচ্ছেতি গরুড়ং চোদয়ামাস তঙ্গতৌ॥
তঞ্চ দেবী মহামায়া কামাখ্যা জগতাং প্রসূঃ।
গরুড়েন সমং কৃষ্ণং স্তম্ভয়ামাস রোদসী॥

ভগবান মহাদেব বলিলেন—হে বেতাল! হে ভৈরব! সাঙ্গ ও সরহস্য কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন এক সময়ে ভগবান্ পরম বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক শূন্যমার্গে যাইতে যাইতে নীলপর্ব্বতস্থা কামাখ্যাদেবীকে প্রাপ্ত হইলেন। কেশব নীলপর্ব্বতস্থ কামাখ্যা দেবীকে তাচ্ছল্য জ্ঞান করিয়া গরুড়কে চল চল বলিয়া যাইতে বলিলেন। ইহা দেখিয়া জগৎপ্রসবিনী দেবী মহামায়া কামাখ্যা গরুড়ের সহিত কৃষ্ণকে স্তম্ভন দ্বারা রুদ্ধ করিলেন।

স তু গন্তুং মহামায়া-মায়য়া পরিমোহিতঃ।
ন গন্তুমথবাগন্তুমশকদ্ বদ্ধবৎ স্থিতঃ॥
অশক্তং গরুড়ং দৃষ্ট্বা গমনে গরুড়ধ্বজঃ।
ক্রুদ্ধস্তং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠমুৎসারয়িতুমুদ্যতঃ॥
ততঃ করাভ্যাং তং শৈলং ক্রোড়ীকৃত্য জগৎপতিঃ।
অভূৎ ক্ষমশ্চায়িতুং মনাগপি ন কেশবঃ॥
তং চিচালয়িষুং শৈলং কামাখ্যা ক্রোধতৎপরা।
সিদ্ধসূত্রেন বৈকুণ্ঠং ববন্ধ গরুড়েন হি॥
তং বদ্ধা সিদ্ধসূত্রেণ গ্রাহোগ্রে লবণার্ণবে।
চিক্ষেপ হেলয়া দেবী স ক্ষেপাৎ প্রাপ তত্তলম্॥
তং সাগরতলপ্রাপ্তং পুনরেব স্বমায়য়া।
যন্ত্রয়িত্বা সমাক্রম্য জগ্রাহাব্ধিতলস্থিতম্॥

গরুড় যাইতে যাইতে দেবীর মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া হঠাৎ গমনাগমন-শূন্য হইয়া বদ্ধাবস্থায় শূন্যমার্গে স্থির হইয়া রহিলেন। গরুড়ধ্বজ গরুড়ের গমনাগমনে অসমর্থ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতকে নড়াইতে উদ্যত হইলেন এবং এই পর্ব্বত দুইহস্তে জড়াইয়া ধরিয়া উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পারিলেন না। ইহাতে কামাখ্যাদেবী ক্রোধে অস্থির হইয়া পর্ব্বত উৎপাটিত করিতে উদ্যত বিষ্ণুকে গরুড়ের সহিত সিদ্ধসূত্র দ্বারায় আবদ্ধ করিয়া ভয়ঙ্কর লবণ সমুদ্রে ফেলিয়াদিলেন। ইহাতে তিনি সাগরতল প্রাপ্ত হইলেন; দেবী পুনরায় নিজের মায়াতে আবদ্ধ করিয়া সাগরতলস্থিত বিষ্ণুকে সাগরতলেই আক্রমণ করিলেন।

স প্রযত্নেন মহতা নোৎপ্লুতিং কর্ত্তুমিষ্টবান্।
মহাযত্নং প্রকুর্ব্বাণঃ পুনরুন্মজ্জনে হরিঃ॥

তস্যাসারং প্রসারঞ্চ কামাখ্যা প্রত্যষেধয়ৎ।
জ্ঞানোদ্গমনমপ্যস্য সা দেবী প্রত্যষেধয়ৎ॥
ততঃ প্রজ্ঞানরহিতঃ প্রসারাসারবর্জ্জিতঃ।
গরুড়েন সমং তোয়তলে শীর্ণমভূচ্চিরম্॥
মার্গমাণস্তু তং স্রষ্টা সাগরান্তরসংস্থিতম্।
হরিমাসাদয়ামাস বিশীর্ণং প্রাকৃতং যথা॥
তমাসাদ্য সতার্ক্ষ্যস্তু স্রষ্টা লোকপিতামহঃ।
হস্তাভ্যাং তং সমাদায় চোৎপ্লাবয়িতুমিষ্টবান্॥

ভগবান্ বিষ্ণু সাগরতল হইতে উঠিতে অনেক চেষ্টা করিলেন; তাহা দেখিয়া ভগবতী কামাখ্যা তাঁহার গমনাগমন ও জ্ঞান রোধ করিলেন। তখন বিষ্ণু জ্ঞান ও চেষ্টা শূন্য হইয়া গরুড়ের সহিত অনেক কাল শীর্ণ হইয়া সমুদ্র-তলে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মা একদা বিষ্ণুর অন্বেষণ করিতে করিতে সাগরতলে পতিত শীর্ণ ও বদ্ধাবস্থায় দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুকে তুলিতে চেষ্টা করিলেন।

তমুৎপ্লায়িতুং শক্তো নাভূল্লোকপিতামহঃ।
স্বয়ঞ্চ দেবীমায়াভির্ব্বদ্ধঃ সন্ বিস্ময়ন্ স্থিতঃ॥
মার্গমাণাস্তু তে সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
চিরেণ চাথ কালেন সমাসে দু[illegible]॥
তাবাসাদ্য ততঃ সর্ব্বে সুরাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
সমুৎপ্লাবয়িতুং যত্নং চক্রুর্নাশকুবংশ্চ তে॥
ততঃ সর্ব্বেঽপি তে দেবা মোহিতা মায়য়া ভৃশম্।
বিধিবিষ্ণু স্থিতৌ যদ্বৎ তদ্বৎ তে তত্র সংস্থিতাঃ॥

মার্গমাণোঽথ তান্ সর্ব্বান্ দেবান্ দেবগুরুস্তদা।
বৃহস্পতির্ম্মাং হিমবত্যাসদৎ সানুসংস্থিম্॥
সমাসাদ্য স দেবানাং বৃত্তান্তং দেবপূজিতঃ।
পৃষ্টবান্ সাদরং সম্যক্ স্তুত্বা নত্বা যথাবিধি॥

পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং নিজে দেবীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর ন্যায় সাগরতলে পতিত হইয়া রহিলেন। এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অনুসন্ধান করিতে করিতে গভীর সাগরতলে আসিয়া তাঁহাদিগকে বদ্ধাবস্থায় পতিত দেখিতে পাইলেন এবং উদ্ধার করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; পরন্তু ব্রহ্মার ন্যায় সকলে দেবীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি স্বর্গপুর দেবতা শূন্য দেখিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে কোথাও দেবগণকে খুঁজিয়া না পাইয়া শেষে হিমালয় প্রদেশে যোগিরাজ দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি স্তুতি ও প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

গুরুরুবাচ।

মহাদেব জগদ্ধাম জগৎপ্রশমকারণ।
শক্রাদীন্ মার্গমাণোঽহং দেবাংস্ত্বাং সমুপস্থিতঃ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ন ব্রহ্মসদনে নাপি নাকতঃ।
সংস্থিতৌ নাপি কুত্রাপি জ্ঞায়েতে হ্যন্যদা যথা॥
তমিমং সংশয়ং দেব ছিন্ধি ত্বং দেব দেবতাঃ।
অনুযাস্যামি তান্ সর্ব্বানুপদেশাৎ তব প্রভো॥
তেষাং স্থিতিং ত্বং কথয় যদি তে বর্ত্ততে দয়া।

হে জগদ্ধাম! হে জগতের কারণ মহাদেব! আমি ইন্দ্রাদি দেবতা-

দের অনুসন্ধান করিতে করিতে আপনার সমীপে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মা ব্রহ্মসদনে, বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে, অন্যান্য দেবতারা স্বর্গে স্ব স্ব স্থানে লক্ষিত হইতেন, এক্ষণে সেরূপভাবে তাঁহাদিগকে অবস্থিত, দেখিতেছি না। অতএব হে দেব! দেবতারা কোথায় কিরূপে অবস্থিত তাহা আমাকে বলিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। হে প্রভো! আমি ইহা সবিশেষ জানিতে পারিলে, আপনার উপদেশমত দেবতাদিগকে অন্বেষণ করিব। যদি আমার প্রতি আপনার দয়া হয় তবে দেবতারা কোথায় কি ভাবে আছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন।

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা তদুদ্দেশমহং পুনঃ।
তৎ সর্ব্বমুক্তবান্ কর্ম্ম যথা বদ্ধাশ্চ মায়য়া॥
অবজ্ঞাতা মহাদেব, মহামায়া জগন্ময়া।
তেন তন্মায়য়া বদ্ধো বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি সাগরে॥
তং মার্গমাণাস্ত্রিদশা ব্রহ্মাদ্যা মায়য়া পুনঃ।
নিবদ্ধা নিকটে তস্য স্থিতাশ্চাত্যর্থসংযতাঃ॥
তাংস্তু মার্গয়িতুং যাহি যদিহ ত্বং ময়া বিনা।
বদ্ধস্তথৈব ত্বং চাপি নায়াতুং ভবিতা প্রভুঃ॥
তস্মাদ্ গচ্ছাম্যহং তত্র যত্রাস্তে গরুড়ধ্বজঃ।
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাস্তথা গুপ্তান্ মোচয়িষ্যে চ তান্ ক্রমাৎ॥

মহাদেব বলিলেন। আমি দেবগুরু বৃহস্পতির এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট দেবতাদের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। যে জন্য দেবী মহামায়া কর্ত্তৃক দেবতারা সাগরতলে আবদ্ধ হইয়া আছেন, জগন্ময়ী মহামায়াকে বিষ্ণু অবহেলা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর মায়া দ্বারা আবদ্ধ হইয়া

তাঁহাদের এই অবস্থা হইয়াছে। তুমিও যদি আমাকে সঙ্গে না লইয়া একাই অনুসন্ধান করিতে তথায় গমন কর, তাহা হইলে তোমাকেও ব্রহ্মাদির ন্যায় আবদ্ধ হইয়া সেখানে থাকিতে হইবে। অতএব যেখানে নারায়ণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণ আছেন, আমিও তথায় গমন করিব ও ক্রমে ক্রমে তাঁহা-দিগকে মোচন করিব।

ইত্যুক্ত্বা গুরুণা সার্দ্ধং সম্ভূয় স বৃষধ্বজঃ।
দেবৌঘা যত্র তিষ্ঠন্তি গতস্তত্র মহেশ্বরঃ॥
তত্র গত্বা মহাদেবো বিষ্ণুমাভাষ্য বেধসম্।
সর্ব্বাংস্তান্ পরিপপ্রচ্ছ কিমর্থং সংস্থিতাস্ত্বিহ॥
গতাগতবিহীনাশ্চ জড়বৎ জ্ঞানবর্জ্জিতাঃ।
কিমর্থমভবন্ দেবাস্তন্মে ভাষন্তু সম্প্রতি॥
তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা মহাদেবস্য কেশবঃ।
শনৈর্ভর্গমুবাচেদং ব্রহ্মাদীনাং পুরস্তদা॥

এই কথা বলিয়া দেবাদিদেব শম্ভু বৃহস্পতির সহিত ব্রহ্মাদি দেবগণ যথায় বদ্ধ হইয়া পতিত আছেন, সেই সাগরতলে গমন করিলেন। মহাদেব তথায় উপনীত হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে মিষ্টালাপ দ্বারা সম্বোধন পূর্ব্বক অন্যান্য দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এখানে কিজন্য গতায়াত-হীন ও জ্ঞানহীন জড়বৎ অবস্থান করিতেছ, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমাকে বল। ব্রহ্মাদি দেবগণ সম্মুখে মহাদেব এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিষ্ণু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

নীলকূটস্য শিখরাদূর্দ্ধভাগেন গচ্ছতা।
বিয়তা গরুড়স্থেন ময়া নীলো মহাগিরিঃ॥

ধৃতঃ করেণ চোদ্ধর্ত্তুং গরুড়াগতিবারণে।
তত্র মাং সা মহামায়া কামাখ্যা কামরূপিণী ॥
যোগনিদ্রা স্বয়ং ধৃত্বা চিক্ষেপাম্বুধিপুষ্করে।
ততোঽহং তলমাসাদ্য তোয়রাশেঃ সবাহনঃ ॥
পতিতো নিবসাম্যত্র চিরমন্ধকসূদন।
নিবসামি চিরং চাহমত্র সাগরতোয়কে ॥
নাদ্যাপি সা মহামায়া নুদতে মাং মহেশ্বর।
মদর্থমাগতা দেবা ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ সমন্ততঃ ॥
তেঽপি বদ্ধা মহাদেব্যা মায়াপাশেন বৈ হঠাৎ।
তস্মান্নো হ্যনুগৃহ্ণীষ্ব নয়েদানীং শিবালয়ে ॥
তাঞ্চ প্রসাদয়িষ্যামঃ সম্যগ্ বন্ধবিহিংসয়া।

ভগবান্ বলিলেন—আমি গরুড়ে আরোহণ করিয়া নীল পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপর দিয়া শূন্যমার্গে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ গরুড়ের গতি রোধ হইল, ইহা দেখিয়া দুই হস্তদ্বারা মহাগিরি নীল পর্ব্বতকে জড়াইয়া ধরিয়া উত্তোলন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন যোগনিদ্রা মহামায়া কামরূপিণী কামাখ্যা আমাকে মায়াপাশে বদ্ধ করিয়া গরুড়সহ সাগরগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। হে অন্ধকসূদন! তৎপরে আমি বাহনসহ এই সমুদ্রতলে পতিতাবস্থায় অনেক কাল বাস করিতেছি। হে মহাদেব! আমি কতকাল এই অবস্থায় বাস করিতেছি, কিন্তু অদ্যাপি সেই মহামায়া আমাকে অনুগ্রহ করিতেছেন না। আমার অনুসরণকারী ব্রহ্মাদি দেবগণও সেই মহামায়ার মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া আছেন। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে মুক্ত করুন; এবং মুক্ত

করিয়া শিবালয়ে লইয়া চলুন; আমরা সেই দেবীকে সম্যক্‌রূপে বন্ধন-ছেদনার্থ সন্তুষ্ট করিব।

হরেস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা হ্যহঞ্চ করুণাযুতঃ।
উবাচ পরমপ্রীত্যা বিধিবিষ্ণূ প্রতি স্বয়ম্॥
ঈশ্বর্য্যাঃ কামপূর্ব্বায়াঃ কবচং সুমনোহরম্।
বদ্ধা শরীরে চাপ্লাব্য পশ্চাৎ গচ্ছন্তু তাং প্রতি॥
অহং নিবদ্ধকবচস্তেনাহং মায়য়া ত্বিহ।
নিবদ্ধো মম সংসর্গাৎ তথা চেহ বৃহস্পতিঃ॥
তস্মাদ্ যূয়ন্তু কবচং শৃণুধ্বং বচনান্মম।
যেন সৌখ্যাৎ সমুৎপ্লুত্য দ্রক্ষ্যামঃ পরমেশ্বরীম্॥

বিষ্ণুর সেই কথা শুনিয়া আমিও করুণাযুক্ত হইয়া পরম প্রীতির সহিত ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বলিলাম, অগ্রে সকলে স্নান করিয়া ঈশ্বরীর মনোহর কবচ ধারণ কর; পরে দেবীর নিকট গমন করিবে। আমি কামেশ্বরীর কবচ ধারণ করিয়াছি বলিয়াই মায়াপাশে আবদ্ধ হই নাই এবং আমার সঙ্গে থাকায় বৃহস্পতি তোমাদের মত বদ্ধ হন নাই; এক্ষণে আমার মুখ-নিঃসৃত এই কবচ শ্রবণ কর; এই কবচ পাঠ করিলে এখান হইতে উঠিতে পারিবে ও দেবী পরমেশ্বরীকে পরম সুখে দর্শন করিতে পারিবে।

কাম্যাখ্যা-কবচম্।

কালিকাপুরাণে।

ওঁ কামাখ্যাকবচস্য মুনির্বৃহস্পতিঃ স্মৃতঃ।
দেবী কামেশ্বরী তস্য অনুষ্টুপ্ ছন্দ ইষ্যতে॥
বিনিয়োগঃ সর্ব্বসিদ্ধৌ তঞ্চ শৃণ্বন্তু দেবতাঃ।
শিরঃ কামেশ্বরী দেবী কামাখ্যা চক্ষুষী মম॥

শারদা কর্ণযুগলং ত্রিপুরা বদনং তথা।
কণ্ঠে পাতু মহামায়া হৃদি কামেশ্বরী পুনঃ॥
কামাখ্যা জঠরে পাতু শারদা পাতু নাভিতঃ।
ত্রিপুরা পার্শ্বয়োঃ পাতু মহামায়া তু মেহনে।
গুদে কামেশ্বরী পাতু কামাখ্যোরুদ্বয়ে তু মাম্।
জানুনোঃ শারদা পাতু ত্রিপুরা পাতু জঙ্ঘয়োঃ॥
মহামায়া পাদযুগে নিত্যং রক্ষতু কামদা।
কেশে কোটেশ্বরী পাতু নাসায়াং পাতু দীর্ঘিকা॥
ভৈরবী দন্তসঙ্ঘাতে মাতঙ্গ্যবতু চাঙ্গয়োঃ।
বাহ্বোর্মাং ললিতা পাতু পাণ্যোস্তু বনবাসিনী॥
বিন্ধ্যবাসিন্যঙ্গুলীষু শ্রীকামা নখকোটিষু।
রোমকূপেষু সর্ব্বেষু গুপ্তকামা সদাবতু॥
পাদাঙ্গুলি-পার্ষ্ণিভাগে পাতু মাং ভুবনেশ্বরী।
জিহ্বায়াং পাতু মাং সেতুঃ কঃ কণ্ঠাভ্যন্তরেঽবতু॥
পাতু নশ্চান্তরে বক্ষঃ ইঃ পাতু জঠরান্তরে।
সামিন্দুঃ পাতু মাং বস্তৌ বিন্দুর্ব্বিন্দ্বন্তরেঽবতু।
ককারস্ত্বচি মাং পাতু রকারোঽস্থিষু সর্ব্বদা।
লকারঃ সর্ব্বনাড়িষু ঈকারঃ সর্ব্বসন্ধিষু॥
চন্দ্রঃ স্নায়ুষু মাং পাতু বিন্দুর্মজ্জাসু সন্ততম্।
পূর্ব্বস্যাং দিশি চাগ্নেয্যাং দক্ষিণে নৈঋ‌র্তে তথা॥
বারুণে চৈব বায়ব্যাং কৌবেরে হরমন্দিরে।
অকারাদ্যাস্তু বৈষ্ণব্যা অষ্টৌ বর্ণাস্তু মন্ত্রগাঃ॥

পান্তু তিষ্ঠন্তু সততং সমুন্তববিবৃদ্ধয়ে।
ঊর্দ্ধাধঃ পাতু সততং মান্তু সেতুত্রয়ং সদা॥
নবাক্ষরাণি মন্ত্রেষু শারদা মন্ত্রগোচরে।
নবস্বরস্তু মাং নিত্যং নাসাদিষু সমন্ততঃ॥
বাতপিত্তকফেভ্যস্তু ত্রিপুরায়াস্তু ত্র্যক্ষরম্।
নিত্যং রক্ষতু ভূতেভ্যঃ পিশাচেভ্য স্তথৈবচ॥
তৎ সেতু সততং পাতা ক্রব্যাদ্ভ্যো মান্নিবারকৌ।
নমঃ কামেশ্বরীং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
যা ভূত্বা প্রকৃতি নিত্যং তনোতি জগদায়তম্॥
কামাখ্যামক্ষমালাভয়বরদকরাং সিদ্ধসূত্রৈকহস্তাং
শ্বেতপ্রেতোপরিস্থাং মনিকনকযুতাং কুঙ্কুমাপীতবর্ণাম্।
জ্ঞানধ্যানপ্রতিষ্ঠামতিশয়বিনয়াং ব্রহ্মশক্রাদিবন্দ্যা-
মগ্নৌ বিন্দন্তমন্ত্রপ্রিয়তমবিষয়াং নৌমি সিদ্ধ্যৈ রতিস্থাম্॥
মধ্যে মধ্যস্য ভাগে সততবিগমিতা ভাবহারাবলী যা,
লীলা লোকস্য কোষ্ঠে সকলগুণযুতা ব্যক্তরূপৈকনম্রা।
বিদ্যা বিদ্যৈকশান্তা শমনশমকরী ক্ষেমকর্ত্রী বরাস্যা,
নিত্যং পায়াৎ পবিত্রপ্রণববরকরা কামপূর্ব্বেশ্বরী নঃ॥
ইতি হরকবচং তনুস্থিতং শময়তি বৈ শমনং তথা যদি।
ইহ গৃহাণ যতস্ব বিমোক্ষণে সহিত এষ বিধিঃ সহ চামরৈঃ॥
ইতীদং কবচং যস্তু কামাখ্যায়াঃ পঠেদ্বুধঃ।
সকৃৎ তং তু মহাদেবী স্বমুত্রজতি নিত্যদা॥

নাধিব্যাধিভয়ং তস্য ন ক্রব্যাদ্ভ্যো ভয়ং তথা।
নাগ্নিতো নাপি তোয়েভ্যো ন রিপুভ্যো ন রাজতঃ॥
দীর্ঘায়ু র্বহুভোগী চ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ।
আবর্ত্তয়ন্ শতং দেবী-মন্দিরে মোদতে পরে॥
যথা তথা ভবেদ্বদ্ধঃ সংগ্রামে হন্যত্র বা মুধঃ।
তৎক্ষণাদেব মুক্তঃ স্যাৎ স্মরণাৎ কবচস্য তু॥

ইতি কামাখ্যা কবচং সম্পূর্ণম্।

ঈশ্বর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা তু কবচং হরি ব্রহ্মা সুরাস্তথা।
শক্রোঽপি কবচন্যাসং দেহে চক্রু, পৃথক্ পৃথক্॥
তে তু বিন্যস্তকবচা মহামায়া-প্রভাবতঃ।
উৎপ্লুত্য সাগরস্যান্ত আসেতুঃ ক্ষিতিমঞ্জসা॥
আসাদ্য পৃথিবীং সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ।
নীলকূটং সমাসাদ্য কামাখ্যাং দ্রষ্টুমাগতাঃ॥
দৃষ্ট্বা কামেশ্বরীং দেবীং কেশবস্তাং জগন্ময়ীম্।
ইদমাহ স্বয়ং জ্ঞাত্বা প্রভাবং তৎপ্রতিষ্ঠিতম্॥

মহাদেবের মুখনিঃসৃত কবচ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ দেহে পৃথক্ পৃথক্রূপে কবচ ধারণ করিবামাত্র মহামায়ার প্রভাবে তাঁহারা সকলে সাগরতল হইতে পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন। পৃথিবীতে আসিয়াই প্রথমে নীলগিরিতে কামাখ্যা দর্শন করিতে গমন করিলেন। বিষ্ণু জগন্ময়ী কামেশ্বরী দেবীর এইরূপ প্রভাব দেখিয়া নিজে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন।

ত্বমেব প্রকৃতির্দ্দেবী ত্বমেব পৃথিবী জলম্।
ত্বমেব জগতাং মাতা ত্বমেব চ জগন্ময়ী ॥
ত্বং কর্ত্রী সর্ব্বজগতাং বিদ্যা ত্বং মুক্তিদায়িনী।
পরা পরাত্মিকা দেবী স্থূলসূক্ষ্মাত্মিকা তথা ॥
প্রসীদ ত্বং মহাদেবী প্রসন্নায়াং শুভে ত্বয়ি।
দেবাঃ সর্ব্বে প্রসীদন্তি চতুর্বর্গপ্রদে হ্যনঘে ॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য কেশবস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যক্ষরূপা কামাখ্যা হরিমাভাস্য চাব্রবীৎ ॥

তুমিই পৃথিবী, তুমিই প্রকৃতি, তুমিই জল, তুমিই জগন্মাতা, তুমিই জগন্ময়ী, তুমিই সর্ব্ব জগতের কর্ত্রী; তুমিই বিদ্যা, তুমিই মুক্তিদাত্রী, তুমি পরাপরাত্মিকা; হে দেবি! তুমি স্থূলা, তুমি সূক্ষ্মা; হে মহাদেবি! তুমি প্রসন্ন হও। হে চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনি, হে পাপরহিতে, তুমি প্রসন্না হইলে সকল দেবতাই প্রসন্ন হন। মহামায়া দেবী কামাখ্যা বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া হরিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

দেব্যুবাচ।

কেশব ব্রহ্মণা সার্দ্ধং সর্ব্বৈর্দ্দেবৈর্বৃতস্তথা।
মদ্ যোনিমণ্ডলেম্বদ্য স্নানং পানং কুরু দ্রুতম্ ॥
ততস্ত্বং নিরহঙ্কারো বলবীর্য্যসমন্বিতঃ।
আরুহ্য গরুড়ং যাহি ত্রিবিদং সহ বেধসা ॥
এবমুক্তো মহাদেব্যা কেশবঃ সহ বেধসা।
যোনিমণ্ডলতোয়েষু স্নানং পানং চকার হ ॥

কৃতপানা স্ততো দেবাঃ কৃতস্নানশ্চ কেশবঃ।
গতা দেব্যাশ্চ সম্মত্যা ত্রিদিবং প্রতি হর্ষিতাঃ ॥
গচ্ছন্তস্তে দেবগণাঃ সহিতাঃ কেশবেন চ।
ব্রহ্মণা চ তদাদ্রাক্ষুঃ কামাখ্যাং তাং কিয়দ্গতাম্ ॥
নীলকূটসহস্রানি যোনিভিঃ সহ সঙ্গতঃ।
ঊর্দ্ধাধোভাগযোগেন দদৃশুঃ সংস্থিতানি চ ॥

দেবী বলিলেন—হে কেশব! ব্রহ্মা ও অপর দেবতাগণের সহিত আমার যোনিমণ্ডলস্থ জলে স্নান ও জলপান কর; পরে তুমি নিরহঙ্কার এবং বলবীর্য্য লাভ করিয়া গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন কর। অতঃপর কেশবাদি দেবতারা সকলে দেবীর মহামুদ্রার জলে স্নান ও ঐ জল পান করিয়া দেবীর আজ্ঞানুযায়ী প্রহৃষ্টান্তঃ-করণে গমন কালে, পথে যাইতে যাইতে শূন্যমার্গে আকাশস্থিতা কামাখ্যা দেবীর রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং নীলকূটপর্ব্বত যেন সহস্রযোনিতে সঙ্গত হইয়া ঊর্দ্ধাধোদেশে দেখিতে লাগিলেন অর্থাৎ যে দিকে তাঁহারা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন সেই দিকেই মায়াময়ীর রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।

তানি প্রত্যেকতো দেবা আরুহ্য তত্র তৎক্ষণাৎ।
পপুঃ সস্নুং পূর্ব্ববৎ তে প্রীতিমাপুস্তথাতুলাম্ ॥
নিরাময়াস্তথা জগ্মু বিস্ময়াক্লিষ্টচেতনাঃ।
স্তুবন্তঃ প্রস্তুবন্তশ্চ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্ ॥
ততো দেবগুরুর্নত্বা মাং স্তুত্বা চ ভয়াৎ পুনঃ।
বিসৃষ্টস্ত্রিদিবং যাতো হর্ষোৎফুল্লবিলোচনঃ ॥
মাহাত্ম্যমীদৃশং প্রোক্তং তত্ত্বমাসাদ্য পুত্রক।

যথেষ্টবিনিয়োগেন কামাসাদ্য সুখী ভব ॥

কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥

যদ্‌যোনিমণ্ডলে স্নাত্বা সকৃত্তৎ পীত্বাচ মানবঃ।

নেহোৎপত্তিমবাপ্নোতি পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥

পরে অন্যান্য দেবগণও তৎক্ষণাৎ নীল পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মহা-মুদ্রার জলে স্নান ও ঐ জল পান করিয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যোনিমণ্ডলে দেবীর স্তুতি করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিলেন। তৎপরে দেবগুরু বৃহস্পতি আমার স্তব করিয়া আমার আজ্ঞাক্রমে হর্ষোৎ-ফুল্লমনে স্বর্গে গমন করিলেন। হে ভৈরব! কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য এইরূপ। দেবীর কবচও কথিত হইল, এক্ষণে এই কবচ যথেচ্ছ ধারণ করিয়া তোমরা সুখী হও। কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য তোমার নিকট অধিক আর কি বলিব, যে মানব একবার মাত্র কামাখ্যা যোনিমণ্ডলের জলে স্নান ও ঐ জল পান করে, তাহার আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না,—সে একেবারে নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হয়।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাঙ্গদেবতোৎপত্তিঃ।

কালিকাপুরাণে।

অন্যা যা মূর্ত্তয়ঃ প্রোক্তাঃশৈলপুত্র্যা দয়াপরাঃ।
তস্যা এব বিভাগাস্তা স্তচ্ছরীর-বিনির্গতাঃ॥
নিঃসরন্তি যথানিত্যং সূর্য্যবিম্বান্ মরীচয়ঃ।
দেব্যাস্তথোগ্রচণ্ডাদ্যা মহামায়া-শরীরতঃ॥

অন্য যে সকল দয়াপরায়ণ শৈলপুত্র্যাদি দেবতা নামে উক্ত হইতেছে, সে সকল কামাখ্যারই অংশ ও মহামায়ার শরীর হইতে উৎপন্ন। যে প্রকার এক সূর্য্য হইতে অসংখ্য কিরণরাশি উৎপন্ন হয়, সে প্রকার কামাখ্যা হইতে চণ্ডাদি দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

তত্রৈব।

পূর্ব্বোক্তাঃ শৈলপুত্র্যাদ্যাঃ স্থিতা দেব্যাঃ সমন্ততঃ।
তাসাস্তু পীঠনামানি শৃণুচৈকতন্ত্র ভৈরব॥
গুপ্তকামা চ শ্রীকামা তথা চ বিন্ধ্যবাসিনী।
কোটেশ্বরী বনস্থা চ পাদদুর্গা তথাপরা॥
দীর্ঘেশ্বরী ক্রমাদেব প্রকটা ভুবনেশ্বরী।
স্বযোগিন্যঃ পীঠনাম্না খ্যাতা চাষ্টৌ চ দেবতাঃ॥
তাসামেবাঙ্গরূপাণি বক্তব্যানি ময়া তব।
একৈবতু মহামায়া কার্য্যার্থং ভিন্নতাং গতা॥

কামাখ্যা তু মহামায়া মূলমূর্ত্তিঃ প্রগীয়তে।
পীঠে ভিন্নাহ্বয়া সাতু মহামায়া প্রগীয়তে॥

পূর্ব্বে কথিত শৈলপুত্র্যাদি কামাখ্যার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিয়াছে, হে ভৈরব! তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। ছিন্নমস্তা, বগলা, বিন্ধ্যবাসিনী, ধূমাবতী, দুর্গাকুণ্ড,কালিকা ও ভুবনেশ্বরী। ইহারা আপনার যোগিনীগণের সহিত এই অষ্টদেবতা পীঠদেবতা নামে খ্যাত। এই সকলের অঙ্গ ও রূপ বলিতেছি শ্রবণ কর, ইহারা সকলেই এক কার্য্যের জন্য ভিন্ন হইয়াছেন; তন্মধ্যে কামাখ্যাই মূল, পীঠভেদে নাম বিভিন্ন হইয়াছে।

পূজাফলম্।

কালিকাপুরাণে

এতাঃ সর্ব্বাস্তু যোগিন্যঃ কামাখ্যাবৎ ফলপ্রদাঃ।
প্রত্যেকং যোগিনীর্যস্তু পূজয়েন্নরসত্তমঃ।
স সর্ব্বযজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি নরসত্তমঃ॥

এই সকল যোগিনীগণ কামাখ্যার তুল্য ফলপ্রদানকারিণী। যে ব্যক্তি প্রত্যেক যোগিনীকে পূজা করেন, তিনি সম্পূর্ণ যজ্ঞের ফললাভ করেন।

লক্ষ্মী-সরস্বতী-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

লক্ষ্মী সরস্বতী দেব্যৌ দেব্যাঃ সঙ্গে ব্যবস্থিতে।
ললিতাখ্যা ভবল্লক্ষ্মী মাতঙ্গী চ সরস্বতী।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুইজনে কামাখ্যার সঙ্গে বিরাজমান আছেন, ললিতা নামে লক্ষ্মী ও মাতঙ্গী নামে সরস্বতী। (যথোপচারে পূজা করিবে।)

প্রণামমন্ত্রঃ।

সদাচার-প্রিয়ে দেবি শুক্লপুষ্পাম্বরপ্রিয়ে।
গোময়াদিশুচিপ্রীতে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥
সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥

এই দুই মন্ত্রে দুইজনকে প্রণাম করিবে।

কামুকো যস্তু বটুকঃ কামাখ্যাভ্যর্ণসংস্থিতঃ।

কামাখ্যাদেবীর মন্দির মধ্যেই কামুক নামে বটুক ভৈরব আছেন।

ধূমাবতী-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

কম্বলস্য তু নৈঋত্যে দেবী কোটরসঙ্গতা।
ধনুরষ্টান্তরে ভদ্রে যজেৎ কোটেশ্বরীং পরাম্॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে।
দৃষ্ট্বা চ ন স্পৃশেদ্দেবীং পুত্রার্থী ন কদাচন॥

হে ভদ্রে! কম্বলেশ্বরের নৈঋত কোণে আট ধনু অন্তরে গর্ত্তসংযুক্ত স্থানে কোটেশ্বরী দেবী বিরাজমান। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। বিশেষতঃ পুত্রার্থী ব্যক্তি কখনও স্পর্শ করিবে না।

কালিকাপুরাণে।

কামাখ্যা-প্রস্তর প্রান্তে কুষ্মাণ্ডী নাম যোগিনী।
পীঠে কোটেশ্বরী নাম্না যোনিরূপেন সংস্থিতা॥

কামাখ্যা প্রস্তরের প্রান্তে কুষ্মাণ্ডী নামে যে যোগিনী, তাঁহাকে কোটেশ্বরী পীঠ বলে।

প্রণামমন্ত্রঃ।

দেবীং কোটেশ্বরীং শুদ্ধাং পাপঘ্নীং কামরূপিণীম্।
নমামি মুক্তিকামায় দেহি মুক্তিং হরপ্রিয়ে ॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া শক্তিমত যথোপচারে পূজা করিবে।

ত্রিখণ্ডা-ভৈরবী বেতাল-দ্বারিণোর্নির্ণয়ঃ ॥

কালিকাপুরাণে বেতাল-ভৈরবৌ প্রতি শিববাক্যম্ ॥

কি কারণে ত্রিখণ্ডা ভৈরবী হইলেন ও কিরূপে বেতাল ভৈরব দ্বারী হইলেন, তাহার বৃত্তান্ত কালিকাপুরাণে বেতাল ভৈরবকে শিব বলিতেছেন

গচ্ছত্বং কামরূপান্তঃ পীঠং নীলাচলাহ্বয়ম্।
কামাখ্যা-নিলয়ং গুহ্যং কুব্জিকা-পীঠ-সংজ্ঞকে।
আকাশগঙ্গা যত্রাস্তি তজ্জলৈরভিষিচ্য চ।
তত্রারাধয় তাং পুত্রৌ মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
সা প্রসন্না চিরাদ্দেবী বরদা নৌ ভবিষ্যতি।

হে পুত্র! কামরূপ দেশে নীলাচল পর্ব্বতে কুব্জিকা নামক পীঠে কামাখ্যার গুপ্ত যোনিমণ্ডলে কামাখ্যার বাসস্থান। উক্ত নীলাচলে যথায় আকাশগঙ্গা বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই জলে স্নান করিয়া জগন্ময়ী মহামায়া কামাখ্যাকে আরাধনা করিলে, ভগবতী মহামায়া শীঘ্রই প্রসন্না হইয়া তোমাদের বর প্রদান করিবেন।

ঔর্ব্ব উবাচ।

ইত্যুক্তা বৃষভারূঢ় স্তদা বেতালভৈরবৌ।
সপুত্রৌ তু পরিত্যজ্য তত্রৈবান্তরধীয়ত।

ততস্তৌ নাটকং শৈলং পরিত্যজ্য তপস্বিনৌ।
আসেদতুর্ম্মহাত্মানং বশিষ্ঠং ব্রহ্মণঃ সুতম্।
স তু সন্ধ্যাচলগতস্তৌ দৃষ্ট্বা সমুপস্থিতৌ।
সভাজয়ামাস মুনিঃ শিষ্যবৎ তৌ হরাত্মজৌ।
তত্র তস্যোপদেশন বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
জগ্মতুস্তৌ মহাশৈলং নীলং কামাখ্যয়াগতম্।

সগরের নিকট ঔর্ব্ব মুনি বলিতেছেন;—এই কথা বলিয়া মহাদেব তথা হইতে বেতাল ভৈরবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর তপস্বী বেতাল ভৈরব নাটকাচল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার পুত্র মহাত্মা বশিষ্ঠের নিকট গমন করেন। তাঁহারা সন্ধ্যাচলে বশিষ্ঠের নিকট পঁহুছিলে তিনি শিষ্যের ন্যায় আদর করিয়া বলিলেন, তোমরা নীলাচলে কামাখ্যার নিকট গমন কর। তাঁহারা বশিষ্ঠের উপদেশে নীলাচলে কামাখ্যার নিকট গমন করিলেন।

তত্র গত্বা মহাত্মানৌ বৈষ্ণবীতপ্রগোচরম্।
আদায় যাতান্ তাং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
ভৈরবাখ্যস্থ লিঙ্গস্য নিকটস্থৌ শিবাত্মনঃ।
আকাশ-গঙ্গামাপ্লাব্য স্থণ্ডিলে মণ্ডলোত্তমম্।
বিধায় নরশার্দ্দূলৌ জেপতুর্ম্মন্ত্রমুত্তমম্।

তথায় আসিয়া আকাশ গঙ্গার জলে স্নান করিয়া ভৈরব লিঙ্গের নিকট বেদীনির্ম্মাণ করিয়া নরশ্রেষ্ঠ বেতাল ভৈরব মহামায়া জগন্ময়ীর উত্তম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

কামাখ্যা-ত্রিপুরাদীনামন্যেষামপি পূজনম্ ।
সকৃৎ কৃত্বা পীঠযাত্রাং চেরতুর্ব্বিধিবৎ তদা ॥
এবং তৌ বদ্ধকবচৌ কৃতন্যাসৌ হরাত্মজৌ ।
সুপ্রীতা চানুজগ্রাহ মহামায়াথ তৌ তদা ॥

কামাখ্যা ত্রিপুরাদির যোগমার্গে পূজা করিয়া পীঠযাত্রা করিলেন এবং ন্যাস করিয়া কবচ ধারণ করিলে মহামায়া তাঁহাদের উপর সুপ্রসন্না হইলেন ।

ধ্যানস্থয়োস্তু জপতোর্যজতোশ্চ জগন্ময়ীম্ ।
শিবলিঙ্গং বিনির্ভিদ্য তদা প্রত্যক্ষতাং গতা ॥
তস্যাং বিনির্গতায়াং তু শিবলিঙ্গং ত্রিধাভবৎ ।
ভৈরবো ভৈরবী চেতি হেরুকশ্চ তথা ত্রয়ঃ ॥
তাং দদর্শ ততোদেবীং বেতালো ভৈরবস্তদা ।
যথাধ্যানগতা দৃষ্ট্বা বহিশ্চাপি তথা তথা ॥

তাঁহারা যখন জপ করিতেছিলেন ঐ সময়ে শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন। মহামায়া শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া বাহির হওয়ায় শিবলিঙ্গ তিন খণ্ড হয়, তাহার একভাগ ভৈরব, একভাগ ভৈরবী ও একভাগ হেরুক এই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেন। বেতাল ভৈরব ধ্যানেতে যে প্রকার ভাবনা করিয়াছিলেন, বাহিরে দেবীর রূপও তাহাই দেখিলেন।

তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ সিদ্ধসূত্রাসিধারিণীম্ ॥
রক্তপদ্মপ্রতীকাশাং সিতপ্রেতাসনস্থিতাম্ ।
নিমীল্য নয়নদ্বন্দ্বং তদা বেতাল-ভৈরবৌ ॥

ত্রাহি ত্রাহি মহামায়ে উচতুস্তৌ মুহুর্ম্মুহুঃ।
ততস্তয়া মহাদেব্যা তেজসাপ্যায়িতৌ তু তৌ।
সংস্পৃষ্টৌ বরহস্তস্য চাগ্রভাগেণ বৈষ্ণবী॥

তাঁহার সকল অঙ্গ মনোহর, পীতোন্নত পয়োধর, অভয়-বরদহস্ত, রক্ত পদ্মের ন্যায় বর্ণ, সিদ্ধসূত্র ও অসিধারিণী এবং শুক্ল বর্ণ শবের উপর আসন বেতাল ভৈরব ঈদৃশ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, 'রক্ষা কর রক্ষা কর' বলিয়া দেবীর পদতলে পতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া মহামায়া তাঁহাদিগকে শক্তি দানে পুষ্ট করিয়া বরদ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন।

আপ্যায়িতৌ ততস্তৌ তু স্পৃষ্টাবপি তথা পুনঃ।
আসেদতুশ্চ দেবত্বং মনুষ্যত্বং বিহায় চ॥
দেবভূতৌ তদা তৌ তু মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
স্তুতিভির্নুতিভিশ্চেতি তদা তুষ্টুবতুঃ শিবম্।

মহামায় শক্তিদানে বেতাল ভৈরব পুষ্ট হইলে, দেবী পুনরায় তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলে, তাঁহারা মনুষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্তুতি ও প্রণাম করিয়া ভগবতীকে সন্তুষ্ট করিলেন।

বেতালভৈরবাবূচতুঃ।

জয়ে জয়ে দেবি সুরগণার্চ্চিত-পাদ-পঙ্কজে।
বিশ্বস্য ভূতি ভাবি নিশাশি মৌলি কেপিবিভাবিনি গিরিজে।
নেত্রত্রশ-নির্জ্জিত-বিবস্ব দ্বিবুধ বহ্নিকান্তিতুলিত কমলজে।
মধ্যনেত্র মতভ্রুভক্তরক্তমতি চ যজ্ঞায়ক কিমলজে।
আজ্ঞাচক্রান্ত শান্ত নবনি কোটি করোতি তুল্যকান্ত শশধরে।
বহুমায় কায়ভোগ যোগ তরঙ্গ সারস্য পদ্মবস্থচরে।

ত্রীনাড়ী পীতবন্ধ মধ্যবদ্ধ বিস্কীর বল্লভ শুভ স্বযুম্ন সমাধারপরে।
বিবুধরত্ন মোদি বিশ্বমূর্ত্তি মহোময়া নবশিখং চক্রধরে।
আদি ষোড়শ চক্রচুম্বিত চারুদেহ পীনতুঙ্গ কুচাচলাঙ্গিত
ভূমিমধ্য শাকগতে।
সিদ্ধিসূত্র বরাভয়াসি শান্ত পাতক পঙ্কজাতক মূলমণি
চতুর্ব্বাহুযুতে।
জ্ঞানতালক মন্ত্রতন্ত্র যোগি যোগনিবদ্ধ সাংয়ভূতহংসবিনোদ-
কৃতে।
আত্মতত্ত্ব পরৈক সাররত্ন হারমুক্তি সূক্তিবিবেকসিতপ্রেত-
রতে।
রত্নসার সমস্ত সঙ্গ তরঙ্গ রাগবিয়োগী মন্ত্রশাস্ত্রপূর বিশেষ-
কৃতে।
যোগিনীগণ নৃত্য হৃত্তভাবননিবদ্ধ নদ্ধহারকঙ্কণমোক্ষ্যভূষণ-
পতে।
সাট্টহাস বিনোদ মোদিত মুক্তকেশ স্বরেশনিবদ্ধ দেহপুটে।
দেহি দেবি শোকশোচন বন্ধমোচন ন পাপ শাপশুভগতে।
সর্ব্ববিদ্যাত্মিকাং শুদ্ধাং মন্ত্রযন্ত্রময়ীং শিবাম্।
প্রণমামি মহামায়াং লোকে বেদে চ কীর্ত্তিতাম্।
পরাপরাত্মিকাং নিত্যাং সাধ্যাধারৈকসংস্থিতাম্।
কামাহ্লাদকরীং কান্তাং তাং নমামি জগন্ময়ীম্।
প্রপঞ্চপরমব্যক্তাং জগদেকবিবর্দ্ধিনীম্।
প্রভাবেণার্দ্ধরক্তাঙ্গি দেবি তুভ্যং নমোহস্তুতে।
কামাখ্যানিত্যরূপাখ্যা মহামায়া সরস্বতী।

যা লক্ষ্মীর্বিষ্ণুবক্ষঃস্থা নমাবো হ্যচ্যুতাং শিবাম্।
মন্ত্রানি যস্যা স্তন্ত্রাণি সহস্রাণি চ ষোড়শ।
মন্ত্রযন্ত্রাত্মনে তুভ্যং নমোঽস্তু মম পার্ব্বতি।
ইতি স্তুতা ততস্তাভ্যাং মহামায়া জগৎপ্রসূঃ।
উবাচ মুদিতা চেতি বরং বরয়তং যুবাম্॥
প্রত্যক্ষতো মহামায়াং পূর্ব্ববৎ ধ্যানগোচরাম্।
তৌ দৃষ্ট্বা ভর্গতনয়ৌ প্রাহতুশ্চেদমুত্তমম্॥

এই প্রকারে বেতাল ভৈরব জগৎ-প্রসবিনা মহামায়াকে স্তুতি করিলে মহামায়া তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বরগ্রহণ করিতে বলিলেন এবং তিনি পূর্ব্বের মত প্রত্যক্ষ হইলেন। ভর্গ-পুত্র বেতালভৈরব সুন্দররূপে তাঁহার নিকট বলিতে লাগিলেন।

বেতালভৈরবাবূচতুঃ।

দেব্যনেন শরীরেণ ভবতঃ শঙ্করস্য চ।
প্রার্থয়ে শাশ্বতীং সেবাং নিত্যং যাবদ্ রবিঃ শশী॥
নন্যং বরং সাধয়াবো মায়ে ত্বত্তো জগন্ময়ি।
অন্যথা তব ভক্ত্যৈব স্থাস্যাবো গিরিকন্দরে॥
এবমুক্ত্বা ততস্তাভ্যাং মহামায়া জগন্ময়ী।
এবমস্ত্বিতি চোবাচ ভবত্যেব মুহুর্ম্মুহুঃ॥
এবং সিদ্ধি র্জগদ্ধাত্রী প্রোক্তা স্বস্যাথ চুচুকে।
নিস্পীড্য কারয়ামাস ক্ষীরধারা-দ্বয়ং শিবা॥

হে দেবি! হে মহামায়ে! হে জগন্ময়ি! যে পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য বর্ত্তমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমরা এই শরীরে তোমার ও শিবের সেবা করিতে পারিব এবং তোমার ভক্ত হইয়া এই পর্ব্বতের কন্দরে বাস

করিব—এই বর প্রার্থনা করি; অন্য বর আর প্রার্থনা করি না। বেতাল ভৈরব এইরূপ বলিলে ভগবতী সন্তুষ্টা হইয়া তাহাই হইবে বলিলেন এবং আপনার স্তনযুগ্ম নত করিয়া ক্ষীরধারা বাহির করিলেন।

ততস্তু নিঃসৃতং ক্ষীরং পায়য়ামাস ভৈরবম্।
বেতালঞ্চ মহারাজ পপতুস্তৌচ তৎ তদা॥
পীত্বা তৌচ তদা ক্ষীরং দেবতং প্রাপ্য শাশ্বতম্।
অজরৌ চামরৌ ভূতৌ মহাতেজস্বিনৌ শুভৌ॥
তস্যাস্তু ক্ষীরমমৃতং তৎ পীত্বা তৌ মহাবলৌ।
পীযূষপানাৎ সঞ্জাতৌ ততস্তৌ প্রাহ বৈষ্ণবী॥
গণানাং দেবদেবস্য ভবতশ্চাধিপৌ যুবাম্।
দ্বাঃস্থৌ চ নিত্যমাসন্নৌ নন্দিবৎ ভবতং স্মৃতৌ॥

ঔর্ব মুনি সাগরের নিকট বলিতেছেন;—হে মহারাজ! দেবীর স্তন যুগ্ম হইতে বহির্গত ক্ষীরধারাদ্বয়ের একধারা বেতালকে ও অপর ধারা ভৈরবকে পান করাইলেন। বেতাল ভৈরব ক্ষীরধারা পান করিয়া দুই-জনে অজর অমর হইয়া মহাবলশালী হইলেন এবং তখন ভগবতী তাঁহা-দিগকে বলিলেন যে তোমরা গণাধীশ্বর হইয়া নন্দীর মত আমার দ্বারে বাস কর।

যচ্চাঘোরাহ্বয়ং শীর্ষং কামেশ্বর্যাস্তু দক্ষিণে।
পীঠে ভৈরবনাম্না তু গীয়তে পরমার্থিভিঃ॥
ত্র্যংশঞ্চ দৃশ্যতে তত্র উত্তরাঙ্গং হরং শ্রুতম্।
পশ্চিমাঙ্গং হেরুকঞ্চ বিষ্ণুরূপিণমব্যয়ম্।
ভৈরবী দক্ষিণাংশশ্চ ত্রিপুরেত্যভিধীয়তে॥

কামাখ্যার দক্ষিণে যে অঘোর নামে শিবলিঙ্গ ছিল, তাহাকেই পরমার্থি-

গণ ভৈরব পীঠ বলিয়া থাকেন। তথায় অদ্যাপি তিন অংশ দেখা যায়; উত্তরাঙ্গ হয়, পশ্চিমাঙ্গ বিশ্বরূপী হেরুক ও দক্ষিণাংশ ত্রিপুরা ভৈরবী।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

বৃহদ্গবাক্ষে।

দেব-দানব-যক্ষেশং হেরুকং শিবরূপিণম্।
নমামি পূজিতং শান্তং মম সিদ্ধার্থহেতবে॥

এই মন্ত্রে হেরুক ভৈরবকে প্রণাম করিবে।

ঐঙ্কারবীজমারূঢ়াং ব্যোম-বিগ্রহশালিনীম্।
নিত্যাং বন্দে পরাং দেবীং নিত্যানিত্যফলপ্রদাম্॥

অন্যচ্চ।

মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে।
শব্দব্রহ্মময়ে স্বচ্ছে বন্দে ত্রিপুরভৈরবীম্॥

এই মন্ত্রে ভৈরবীকে প্রণাম করিয়া যথোপচারে পূজা করিবে।

ভৈরবীং পূজয়িত্বা তু মহাবিভবমাপ্নুয়াৎ।

ভৈরবীকে পূজা করিলে মহাবিভবশালী হইয়া থাকে।

ঋণমোচনকথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

কামেশ্বর্য্যাশ্চোত্তরতঃ কিঞ্চিদ্বায়ব্যগোচরে।
ঋণমোচনকং নাম কুণ্ডং পুণ্যফলপ্রদম্॥
পিতৃদেব-মনুষ্যাণাং মাতৃণাঞ্চ ঋণানি তু।
শোধিতানি ভবন্ত্যত্র তজ্জলেনাভিষেচনাৎ॥

শর্ব্বস্যাভিমুখো ভূত্বা দেবং ধ্যাত্বা পিনাকিনম্।
শর্ব্ব লোকগণাধ্যক্ষ শোধিতোঽস্মীতি ভাবয়েৎ ॥

কামাখ্যার উত্তরে কিঞ্চিৎ বায়ুকোণে পুণ্যফলপ্রদ ঋণমোচন কুণ্ড। এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে পিতৃঋণ, দেবঋণ, মনুষ্যঋণ এবং মাতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হয়। পিনাকেশ্বরের অভিমুখ হইয়া হে শর্ব্ব, হে গণাধ্যক্ষ, আমি ঋণমুক্ত হইলাম এইরূপ ধ্যান করিবে।

কৃত্বা শূন্যোর্দ্ধবাহূর্দ্ধ্বৌ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ মতৌ।
সূর্য্যায় দর্শয়ন্ মুদ্রাং মুক্তোঽহং পূর্ব্বজৈঃ সহ ॥
লিঙ্গার্চ্চনাগ্নিহোত্রেষু বহুযজ্ঞেষু যৎফলম্।
ঋণমোচনকং স্পৃষ্ট্বা লভেৎ পীত্বা চ তজ্জলম্ ॥
বৈশাখে কৃষ্ণপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ।
কাকিন্যৈ দ্বিতীয়ং দদ্যাদনৃণোঽহং ঋণত্রয়াৎ ॥

ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ও ঊর্দ্ধশ্বাস করিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে দর্শন করিবে এবং আমি পূর্ব্বপুরুষের সহিত মুক্ত হইলাম, এই ভাবনা করিবে। শিবলিঙ্গ, পূজায়, অগ্নিহোত্রে ও বহু যজ্ঞে যে ফল, ঋণমোচন তীর্থস্পর্শ করিলে এবং তাহার জল পান করিলে সেই ফললাভ হয়। বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে কাকিনীর পূজা করিবে ও আমি পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, দেবঋণ ও মনুষ্যঋণ হইতে মুক্ত হইলাম ভাবনা করিবে।

প্রণামমন্ত্রঃ।

কুণ্ডানাং প্রবর শ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামফলপ্রদ।
ঋণমোচনকুণ্ডায় নমস্তে পাপনাশিনে ॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

স্নানমন্ত্রঃ।

ঋণগ্রস্তা নরাঃ সর্ব্বে ত্রিভিঃ কর্ম্ম-নিবন্ধনাৎ।
ঋণত্রয়াস্মাং পাহ্যাশু ঋণমোচন তে নমঃ॥

এই মন্ত্রে স্নান করিবে।

সঙ্কল্পমন্ত্রঃ।

তৎসদিত্যাদি পিতৃদেবমনুষ্যমাতৃঋণ-শোধনকামঃ
ঋণমোচনকুণ্ডে স্নানমিত্যাদি।

এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিবে।

অমৃতকুণ্ড-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

তত্রৈবামৃতকুণ্ডন্তু সুধাসম্প্রপূরিতম্।
মম প্রিয়ার্থমিন্দ্রেণ স্থাপিতং সহ নির্জ্জরৈঃ॥

আমার প্রীতির জন্য ইন্দ্র দেবতাদের সহিত তথায় অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ অমৃত কুণ্ড স্থাপন করিয়াছেন।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্যোত্তরে পার্শ্বদেশে ইষুক্ষেপান্তরে স্থিতঃ।
কুণ্ডামৃতহ্রদো নাম সর্ব্বলোকসুখাবহঃ।
স্নাত্বা মন্ত্রেণ সন্তর্প্য দেব-পিতৃ-যমানপি॥

ঋণমোচনের উত্তরে একধারে এক ধনু অন্তরে সর্ব্বলোকের সুখদায়ক অমৃতকুণ্ড নামে হ্রদ আছে, তথায় মন্ত্রদ্বারা স্নান করিয়া দেব, পিতৃ ও যমাদির তর্পণ করিবে।

সঙ্কল্পঃ।

তৎসদিত্যাদি চতুর্দ্দিক্ষু ফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক-দেবী-গেহাধি-করণকামোদকামোঽমৃতকুণ্ডে স্নানমিত্যাদি।

স্নানমন্ত্রঃ।

অমৃতাখ্য মহাকুণ্ড সিদ্ধদেবাভিবন্দিত।
অমৃতাবাস সর্ব্বস্মাম্মাং পুনীহ্যাশু পাপতঃ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে।

পঞ্চমূর্ত্তিশিব-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

অহং পঞ্চমুখেনাশু পঞ্চভাগে ব্যবস্থিতঃ।
ঈশানঃ পূর্ব্বভাগস্থঃ কামেশ্বর্য্যাঃ প্রধানতঃ॥
ঐশান্যাং বৈ তৎপুরুষো হ্যঘোরস্তত্র সন্নিধৌ।১
সদ্যোজাতস্তু বায়ব্যাং বামদেবস্তু সঙ্গতঃ॥২

শিব বলিতেছেন;—আমি পাঁচমুখে পাঁচদিকে বর্ত্তমান আছি। পূর্ব্ব ভাগে কামেশ্বরীর প্রধান স্থানে ঈশান নামে (সিদ্ধেশ্বর), ঈশান কোণে তৎপুরুষ (কোটিলিঙ্গ), নীল পর্ব্বতের নিকটে অঘোর (ভৈরব), বায়ুকোণে সদ্যোজাত (আম্রাতকেশ্বর), বামদেব কামাখ্যা শিলার সঙ্গে (কামেশ্বর এই পাঁচ মূর্ত্তিতে পাঁচদিকে আছি।

কামেশ্বর-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

বামদেবাহ্বয়ং শীর্ষং শ্রীকামেশ্বর-সংজ্ঞকম্।
কামকুণ্ডং মহাপুণ্যং তস্যাসন্নে ব্যবস্থিতম্॥

---

(১) সন্নিধৌ নীলশৈলেয়ম্। (২) সঙ্গতঃ কামাখ্যাশিলায়াম্।

বামদেব নামে যে শিব, তাঁহার নাম শ্রীকামেশ্বর, তাঁহার নিকটে মহাপুণ্য কামকুণ্ড বর্ত্তমান।

যোগিনীতন্ত্রে।

ত্রিংশদ্ধন্বন্তরে দেব্যাঃ স্থানাৎ পূর্ব্বে স্থিতং তথা।
পশ্যেৎ কামেশ্বরং দেবি ভূমিপীঠে ব্যবস্থিতম্॥
তস্যোত্তরে কামসর স্তাবদ্ধনুপ্রমাণতঃ।
কামকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা মাং যজেৎ কামমীশ্বরম্॥
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি।
চৈত্রে মাসি ত্রয়োদশ্যাং শুক্লায়াং কামমীশ্বরম্।
যে পশ্যন্তি সুরশ্রেষ্ঠং তে যান্তি পরমং পদম্॥

হে দেবি, কামাখ্যা হইতে ত্রিশ ধনু অন্তরে পূর্ব্বদিকে ভূমিপীঠে অবস্থিত কামেশ্বরকে দর্শন করিবে। তাহার উত্তরে কামাখ্যা হইতে তত ধনু অন্তরে কামকুণ্ডে স্নান করিয়া কামেশ্বরকে দর্শন করিলে একশত কোটি কল্পে তাহার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। চৈত্র মাসে শুক্ল ত্রয়োদশীতে যে ব্যক্তি কামেশ্বরকে দর্শন করে, তাহার পরম পদপ্রাপ্তি হয়।

গবাক্ষে।

পূজয়িত্বা তু তং দেবং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
অশ্বমেধফলং প্রাপ্য নরো রুদ্রপুরং ব্রজেৎ।

শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়া কামেশ্বরকে পূজা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া মনুষ্য রুদ্রপুরে গমন করে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

ঈশ্বরস্ত্বাং নমস্তেঽস্তু পার্ব্বতীপ্রীতিবর্দ্ধন।
কামেশ্বর নমস্তেঽস্তু কামনা-শেষদায়ক॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে এবং যথোপচারে পূজা করিবে।

ছিন্নমস্তা-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

তস্যাসন্নে শৈলপুত্রী গুপ্তকামহ্বয়া তথা।
গুপ্তকুণ্ডস্য মধ্যস্থা কামেশগ্রাবণি সঙ্গতা॥
কামেশ্বরশিলাসক্তা কামাখ্যাসংজ্ঞিতা সদা।
পূর্ব্বভাগেন সংসক্তা যোনেস্তু পরমার্গতঃ॥

কামেশ্বরের নিকটে শৈলপুত্রী নামে গুপ্ত কামাখ্যা গুপ্তকুণ্ডের মধ্যে কামেশ্বর শিলায় অবস্থিত এবং তথা হইতে কামেশ্বর পূর্ব্বদিকে কামাখ্যার অবয়বীভূত শিলা সর্ব্বদা সংযুক্ত এবং ইহার অপরভাগে যোনিমণ্ডল সংসক্ত।

যোগিনীতন্ত্রে।

কামেশ্বরস্য দক্ষে তু গুপ্তদুর্গা ব্যবস্থিতা।
বাগ্‌ভবেন তু সা পূজ্যা গুপ্তপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥

কামেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে গুপ্তদুর্গা অবস্থিত; তাঁহাকে বাগ্‌ভব বীজ দ্বারা পূজা করিলে গুপ্তপাপ বিনাশ হয়।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

গুপ্তদুর্গে মহাভাগে গুপ্তপাপপ্রণাশিনি।
সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাৎ ত্রাহি মাং শরণাগতম্॥

গবাক্ষে।

নমস্তে গুপ্তকামাখ্যে তুভ্যং ত্রৈলোক্যপূজিতে।
প্রযচ্ছ বিবিধাং সিদ্ধিং নিত্যং দেবি শিবপ্রিয়ে॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে ও যথোপচারে পূজা করিবে।

কালিকা-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

কাম-কামাখ্যয়োর্ম্মধ্যে কালরাত্রি র্ব্যবস্থিতা।
পীঠে দীর্ঘেশ্বরী নাম্না সীমাভাগে প্রচণ্ডিকা॥

কামেশ্বর ও কামাখ্যার মধ্যে কালরাত্রি দেবী কালিকা দীর্ঘেশ্বরী পীঠ নামে বিখ্যাত। সীমাভাগে প্রচণ্ডিকা অর্থাৎ ছিন্নমস্তা।

যোগিনীতন্ত্রে।

পশ্চিমে কামনাথস্য সপ্তধন্বন্তরে স্থিতা।
রুক্ষরক্তা চ যা যোনি দীর্ঘেশী নাম সাশ্রিতা॥
দৃষ্টা দীর্ঘেশ্বরীং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেববদ্দেবি মোদতে॥

কামেশ্বরের সাত ধনু পশ্চিমে উচানীচা লালবর্ণ যে যোনি, তাহারই নাম দীর্ঘেশী; তাঁহাকে দর্শন করিলে, সকল কামনা সিদ্ধ হইয়া ষাটি হাজার বৎসর দেবতা হইয়া স্বর্গে বাস করে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ

নমো দীর্ঘেশ্বরীং দেবীং সর্ব্বকাম-ফলপ্রদাম্।
দীর্ঘাকার-কুণ্ডযুতাং সিদ্ধিং যচ্ছ সুরেশ্বরি॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

পূজাফলম্।

মায়াবীজেন দেবেশীমষ্টম্যাং প্রতিপূজয়েৎ।
সর্ব্ববিদ্যামবাপ্নোতি কবীনামগ্রণীর্ভবেৎ॥

যে ব্যক্তি মায়াবীজ দ্বারা প্রতি অষ্টমীতে ভগবতীকে পূজা করে, সে সর্ব্ববিদ্যা লাভ করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ হয়।

সিদ্ধেশ্বর-কথনম্‌।

কালিকাপুরাণে।

ঈশানাখ্যঃ শিবো যত্র তং সিদ্ধেশ্বর-সংজ্ঞকম্‌।
শিলারূপং সিদ্ধকুণ্ডং মধ্যস্থং বিদ্ধি ভৈরব ॥

হে বেতাল ভৈরব! ঈশান নামে শিব যেখানে আছেন, তাহাই সিদ্ধেশ্বর; এবং তথায় মধ্যস্থলে শিলারূপ সিদ্ধকুণ্ড আছে।

যোগিনীতন্ত্রে।

কামেশ্বরস্য পূর্ব্বে তু নবধন্বন্তরে স্থিতঃ।
দেবঃ সিদ্ধেশ্বরো নাম সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ ॥
তত্রারাধ্য মহাদেবং ভগবন্তং হরং প্রভুম্‌।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি সমুদ্ধৃত্য কুলং শতম্‌ ॥

কামেশ্বরের নব ধনু পূর্ব্বে সমস্ত দেবতার নমস্কৃত সিদ্ধেশ্বর নামে শিব। তথায় ভগবান শিবের আরাধনা করিলে একশত কুল উদ্ধার হইয়া রুদ্র-লোকে গমন করে।

স্তোত্রম্‌।

যোগিনীতন্ত্রে।

নমো ভবায় শর্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চ।
পশূনাং পতয়ে চৈব নমস্তেঽন্ধকপাতিনে ॥
ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলবরধারিণে।
ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় ত্রিপুরঘ্নায় বৈ নমঃ ॥
নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় বিশ্বদণ্ডধরায় চ।
দণ্ডিনে শঙ্কুবর্ণায় সিদ্ধিনাথায় বৈ নমঃ।
বিলোহিতায় ধূম্রায় নীলগ্রীবায় বৈ নমঃ ॥

নমস্ত্বপ্রতিরূপায় বিরূপায় শিবায় চ।
সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে সিদ্ধিনাথায় বৈ নমঃ॥

এই স্তোত্র পাঠ করিবে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

সিদ্ধেশ্বর নমস্তেঽস্তু সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক।
তবাহং শরণং যাতঃ সিদ্ধেশ্বর নমোঽস্তু তে।

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে ও যথোপচারে পূজা করিবে।

গয়াক্ষেত্র-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

তস্যাসন্নং গয়াক্ষেত্রং ক্ষেত্রং বারাণসী তথা।
যোনিমণ্ডলসঙ্কাশং কুণ্ডং ভূত্বা ব্যবস্থিতম্॥
তত্রৈবামৃতকুণ্ডস্তু সুধাস্বচ্ছপ্রপূরিতম্।
মম প্রিয়ার্থমিন্দ্রেণ স্থাপিতং সহ নির্জ্জরৈঃ॥

সিদ্ধেশ্বরের নিকটে গয়াক্ষেত্র ও বারাণসীক্ষেত্র কুণ্ডরূপে যোনিমণ্ডলের ন্যায় হইয়া আছে, অর্থাৎ ত্রিকোণাকাররূপে অবস্থিত। তথায় আমার প্রীতির জন্য ইন্দ্র দেবতাদের সহিত অমৃতদ্বারা পরিপূর্ণ অমৃত কুণ্ড স্থাপন করিয়াছেন।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্য দেবস্যোত্তরতো নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ।
খর্ব্বশ্বেতা কৃষ্ণবক্ত্রা যা শিলা গোধিকাকৃতিঃ॥
পশ্চিমে তু শিরস্তস্যাঃ পূর্ব্বে পুচ্ছং প্রকীর্ত্তিতম্।
গয়াতীর্থঞ্চ উদরে উত্তরে পরিকীর্ত্তিতঃ॥

চতুর্ব্বাহুপ্রমাণেন শীর্ষে চৈব গয়াশিরঃ।
শীর্ষপার্শ্বে রামগয়া রত্নকুণ্ডন্তু দক্ষিণে॥
পুচ্ছে তু মানসং তীর্থং দক্ষিণে তু মহানদী।
গয়াতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
কুলকোটিসহস্রাণি কুলকোটিশতানি চ।
উদ্ধৃত্য স নরো যাতি যত্রাস্তি ভগবাঞ্ছিবঃ॥
গয়াশিরে পিণ্ডদানাৎ গয়াপুচ্ছে তথোদরে।
ত্রিদিবঞ্চ পিতৃন্নীত্বা কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ॥

সিদ্ধেশ্বরের উত্তরে অল্পদূরে খর্ব্ব, শুক্লবর্ণ, এবং কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট যে শিলা গোধিকাকারে অবস্থিত, সেই শিলার পশ্চিমে শির, পূর্ব্বদিকে পুচ্ছ এবং উদরে গয়াতীর্থ বর্ত্তমান থাকিয়া পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে এবং যাহা চারিবাহু প্রমাণ মস্তক আছে, তাহাই গয়াশির। এই শিরের একধারে রামগয়া, দক্ষিণে রত্নকুণ্ড, পুচ্ছে মানসতীর্থ, এবং দক্ষিণে মহানদী। মনুষ্য এই গয়াতীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া একেকাটি হাজার ও একশতকোটি কুলোদ্ধার করিয়া যেখানে ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব বিদ্যমান আছেন, তথায় বাস করেন। গয়াশিরে গয়াপুচ্ছে, গয়ার উদরে পিণ্ডদান করিলে বংশ উদ্ধার হয় এবং পিতৃলোক স্বর্গে গমন করে।

গবাক্ষে।

নানা পূজোপচারেণ তস্মিন্ শ্রাদ্ধে কৃতে তথা।
কুলকোটিসহস্রাণি কুলকোটিশতানি চ।
উদ্ধৃত্য স নরো যাতি যত্রাস্তি ভগবাঞ্ছিবঃ॥

নানা প্রকার উপচার দ্বারা গয়ার শ্রাদ্ধ করিলে হাজার কোটি কুল

ও একশত কোটি কুল উদ্ধার করিয়া সে ব্যক্তি যেখানে ভগবান্ শিব বিদ্যমান আছেন, তথায় গমন করে।

সঙ্কল্পঃ।

তৎসদিত্যাদি ত্রিদিবেষু পিতৃনয়নপূর্ব্বককুলোদ্ধরণ-কামো গয়াশিরসি গয়াপুচ্ছে গয়োদরে পিণ্ডদানমিত্যাদি।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

গয়াকুণ্ড নমস্তেঽস্তু পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধন।
যতস্তবাহং শরণমনৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ॥

স্তুতিঃ।

সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রাহ্মণা ঋষয়স্তথা।
ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ সদা॥
আগতোঽহং গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
ত্বমেব সাক্ষী ভগবন্ননৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ॥

প্রেতশিলা।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্যোত্তরে ত্রীষুক্ষেপদ্বয়স্যৈবান্তরে প্রিয়ে।
তীর্থং প্রেতশিলাখ্যঞ্চ শ্রাদ্ধী স্বর্গং নয়েৎপিতৄন্॥

গয়াক্ষেত্রের তিন বা দুই ধনু উত্তরে প্রেতশিলা তীর্থ, তথায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক স্বর্গে গমন করে।

কেদার-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

কেদারসংজ্ঞকং ক্ষেত্রং মধ্যস্থং সিদ্ধকাময়োঃ।
দীর্ঘং চতুর্দ্দশব্যামং ছায়াচ্ছত্রাহ্বয়ং তু তৎ।
যঃ করোতি বৃষোৎসর্গং তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে।
অগ্নিষ্টোমশতং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

কামেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মধ্যে কেদার ক্ষেত্র, ইহা দীর্ঘে চতুর্দ্দশ বাহু এবং ইহাকে ছায়াছত্রও বলে। হে বরাননে! যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে বৃষোৎস করে, সে একশত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করে সন্দেহ নাই।

যোগিনীতন্ত্রে।

কামেশ্বরস্য পৃষ্ঠে তু যাবৎ সিদ্ধেশ্বরঃ স্থিতঃ।
তদন্তর্গতখণ্ডঞ্চ ছায়ারুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

কামেশ্বরের পৃষ্ঠে সিদ্ধেশ্বর পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ছায়ারুদ্র বলে।

গবাক্ষে।

মাঘে মাসি মহেশানি ছায়াচ্ছত্রে তিলৈর্ব্বিনা।
পিণ্ডং নির্ব্বপনং কৃত্বা মাতৃণামনৃণো ভবেৎ॥

হে মহেশানি! মাঘমাসে ছায়াছত্রে বিনা তিলে পিণ্ডদান করিলে মাতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়।

বগলা-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

শ্রীকামাখ্যা যোনিরূপা চণ্ডিকা সা তু যোগিনী।
আগ্নেয্যাং বিদ্ধি তাং স্বস্থাং সর্ব্বকামপ্রদাং শুভাম্॥

কামাখ্যা হইতে অগ্নি কোণে সর্ব্বপ্রকামপ্রদানকারিণী চণ্ডিকা নামে যোগিনী শ্রীকামাখ্যা নামে যোনিরূপা হইয়া অবস্থিত আছেন।

যোগিনীতন্ত্রে।

সিদ্ধেশ্বরস্য পূর্ব্বে তু ধনুর্দ্বাবিংশতান্তরে।
ত্রিখণ্ডরক্তপাষাণং মধ্যে শুভ্রমলিঙ্গকম্॥
শ্রীকামাখ্যা চ সা জ্ঞেয়া শ্রীমন্তেনার্চ্চয়েদ্বুধঃ।
হবিষ্যান্নৈ র্ম্মোদকৈশ্চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ॥

সিদ্ধেশ্বরের পূর্ব্বে বাইশ ধনু অন্তরে ত্রিখণ্ড রক্তপাষাণ মধ্যস্থানে শুভ্র ও লিঙ্গশূন্য শ্রীকামাখ্যা; তাঁহাকে মন্ত্রের অন্তে শ্রীযোগ করিয়া পূজা করিবে। হবিষ্যান্ন ও মোদক দ্বারা পূজা করিলে মহাধনবান হয়।

প্রণামমন্ত্রঃ।

প্রপদ্যে শরণং দেবীং শ্রীকামাখ্যাং সুরেশ্বরীম্।
শিবস্য দয়িতাং শুদ্ধাং কামাখ্যাং কামরূপিণীম্।

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে ও যথোপচারে পূজা করিবে।

বনবাসিনী-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

ততো বিন্ধ্যাচলং গত্বা কৃষ্ণা রক্তা চ যা শিলা।
বিন্ধ্যেশী সা সমাখ্যাতা পূজয়েৎ কামনাশিনীম্।
গবাযুতপ্রদানেন যৎফলং চাত্র পর্ব্বতে।
তৎফলং লভতে চাগ্র্যং বিন্ধ্যেশী-দর্শনে শিবে॥

তাহার পর বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া কৃষ্ণ রক্ত যে শিলা তাঁহাকে বিন্ধ্যেশী

বলে। নীলাচল পর্ব্বতে এক অযুত গো দানে যে ফল, বিন্ধ্যেশী দর্শনেও সেই ফল।

গবাক্ষে।

ততো বিন্ধ্যাচলং গত্বা পশ্যেত্তু বনবাসিনীম্।

তাহার পর বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া বনবাসিনী দর্শন করিবে।

কালিকাপুরাণে।

যোগিনী স্কন্দমাতা তু পীঠেঽভূদ্বনবাসিনী।

স্কন্দমাতা নামে যোগিনীই বনবাসিনী নামে খ্যাত।

জয়দুর্গা-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্য দক্ষিণদিগ্‌ভাগে যা শিলা রক্তসন্নিভা।
মধ্যে তু ত্র্যঙ্গুলা যাম্যে যা যোনিস্তোয়সংপ্লুতা॥
সা সিদ্ধেশী সমাখ্যাতা সর্ব্বপাপহরা পরা।
তস্যাঃ পূজনমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

তাহার দক্ষিণে রক্তসন্নিভা শিলায় যে যোনি, মধ্যে তিন অঙ্গুল ও দক্ষিণ মুখ এবং জলে পরিপূর্ণ সেই যোনিই সিদ্ধেশী নামে খ্যাত। তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কালিকাপুরাণে।

যোগিনী চণ্ডঘণ্টা চ পীঠেঽভূদ্বিন্ধ্যবাসিনী।
আগ্নেয্যাং বিদ্ধি তাং সংস্থাং সর্ব্বকামপ্রদাং শুভাম্॥

অগ্নিকোণে চণ্ডঘণ্টা নামে যোগিনী সর্ব্বকাম প্রদানকারিণী বিন্ধ্যবাসিনী নামে খ্যাত।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

নমস্তে সর্ব্বতোভদ্রে মধুকৈটভঘাতিনি।
দুঃখার্ত্তং মাং পরিত্রাহি ত্বং হি দানবঘাতিনি॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া যথোপচারে পূজা করিবে।

ললিতাকান্তা-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্যাঃ পূর্ব্বোত্তরে দেশে ইষুপেক্ষশতাধিকে।
আকাশগঙ্গাচিহ্নে তু যা শিলা স্বরদীর্ঘিকা॥
দক্ষিণেন চ তস্যাগ্রং কিঞ্চিদুচ্চে চ সংস্থিতা।
যা খ্যাতা ললিতাকান্তা ব্রহ্মহত্যাপহারিণী॥
অশ্বত্থং নন্দিরূপঞ্চ মূলে কূর্ম্মাকৃতিঃ শিলা।
দৃষ্ট্বা নরশ্চ তং দেবং ন পতত্যেব পাতকে॥

বিন্ধ্যাচলের পূর্ব্বোত্তর ভাগে শত ধনু অন্তরে আকাশগঙ্গা-চিহ্নিতা যে স্বরদীর্ঘিকা শিলা বিদ্যমান আছে, তাহার দক্ষিণে অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চ সংস্থিত। যাহা ব্রহ্মহত্যাহরণকারিণী শিলা ললিতা-কান্তা নামে খ্যাত। তথায় নন্দিরূপধারী অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাহার মূলে কূর্ম্মাকৃতি শিলা অবস্থিত, মানবগণ তাঁহাকে দর্শন করিলে, পাতকে পতিত হয় না।

তত্র যোনিগতং লিঙ্গং চতুর্হস্তপ্রমাণতঃ।
তথা প্রদীপিকাকারং কুণ্ডং সর্ব্বাঘনাশনম্॥
তত্র ব্যাসেশ্বরং দেবং দৃষ্ট্বা হরতি পাতকম্।
ব্যাসতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ললিতাং যোঽভিপূজয়েৎ।
অশ্বমেধসহস্রস্য তৎ ফলং লভতে মহৎ॥

তথায় চারিহস্তপ্রমাণ যোনিগত লিঙ্গ এবং প্রদীপাকার সর্ব্বপাপবিনাশন এক কুণ্ড অবস্থিত। সে স্থানে ব্যাসেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি স্নান করিয়া ললিতা দেবীকে পূজা করে, সে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করে।

কোটিলিঙ্গ-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

যোঽসৌ শরভমূর্ত্তির্ম্মে মধ্যখণ্ডঃ প্রচণ্ডকঃ।
মহাভৈরবনামাভূৎ কোটিলিঙ্গাহ্বয়স্তু সঃ॥

মহাদেব বলিতেছেন—আমার মধ্যে খণ্ড প্রচণ্ড যে শরভ-মূর্ত্তি, সেইরূপই মহাভৈরব কোটিলিঙ্গ।

শতধন্বন্তরে মানেঽদ্রিপ্রদেশে মনোহরে।
কোটস্যান্তর্গতং লিঙ্গং কোটিলিঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্॥

এক শত ধনু অন্তরে পর্ব্বতের এক ভাগে মনোহর স্থানে গর্ত্তমধ্যে কোটিলিঙ্গ বিরাজিত।

যোগিনীতন্ত্রে।

ধর্ম্মারণ্যং ততো গত্বা স্নাত্বা রামহ্রদে প্রিয়ে।
কোটিলিঙ্গং ততো বীক্ষ্যৈং প্রাপ্নুয়াদৈশ্বরং পদম্॥
কামেশ্বরস্যোত্তরে স্বে ধনুরষ্টান্তরে প্রিয়ে।
কোটিলিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য রাজসূয়ফলং লভেৎ।
শ্রাদ্ধী রামহ্রদে প্রিয়ে ব্রহ্মলোকে নয়েৎ পিতৃন্॥

হে প্রিয়ে! ধর্ম্মারণ্যে গমন করিয়া রামহ্রদে স্নান করিবে; তাহার পরে কোটিলিঙ্গকে দর্শন করিলে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। কামেশ্বর হইতে ৮ ধনু

অন্তরে কোটিলিঙ্গ ; তাঁহাকে পূজা করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফললাভ হয়। হে প্রিয়ে! রামহ্রদে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি পিতৃগণকে ব্রহ্মলোকে আনয়ন করে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

প্রাণদণ্ডায় নিত্যায় নমস্তে লোহিতায় চ।
নমঃ সহস্রশীর্ষায় কোটিলিঙ্গ নমোঽস্তু তে॥
নমো ভাগবতে নিত্যং গিরিবৃক্ষপ্রিয়ায় চ।
নমো বজ্রাধিপতয়ে কোটিলিঙ্গ নমোঽস্তু তে॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

বেতাল-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্য দক্ষিণপার্শ্বে তু যা শিলা পঙ্গুসঙ্গতা।
বেতালং তং মহাদেবং বামে বিষ্ণুস্ত্রিকর্ণকম্।
পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বা চ পঠেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥

কোটিলিঙ্গের দক্ষিণে একপাবে গোলাকার যে শিলা, তিনিই বেতাল মহাদেব ; তাঁহার বামে ত্রিকর্ণক বিষ্ণু : তাঁহার নিকটে যাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় ক্রূরায় ক্রথনায় চ।
সাংখ্যায় সাংখ্যযোগায় বেতালায় নমোনমঃ॥
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় পীতবস্ত্রধরায় চ।
ত্বমেব ব্রহ্ম বিশ্বেশ বিষ্ণুরূপ নমোঽস্তু তে॥

ব্রহ্মযোনিঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

তস্যাগ্রতো ব্রহ্মযোনিং সংবিশেন্মন্ত্রমুচ্চরন্।
ব্রহ্মযোনিং বিশেদ্ যস্তু পুনর্ন যোনিমাবিশেৎ॥
নিঃসৃতো ব্রহ্মযোন্যাস্তু গণেশং দ্বারি পূজয়েৎ।
শিলোচ্চয়ং মহাকায়ং মন্ত্রেণানেন সাধকঃ॥

তাঁহার আগে মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে ব্রহ্মযোনি প্রবেশ করিতে হয়। ব্রহ্মযোনিতে প্রবেশ করিলে পুনর্ব্বার যোনিতে গমন করিতে হয় না। প্রবেশ করিবার সময় পূর্ব্বে শিলায় অবস্থিত গণেশকে পূজা করিবে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

নমো লম্বোদরশ্রেষ্ঠ দেবানামিষ্টদায়ক।
সাক্ষীনস্ত্বং প্রভো দেব ন মে স্যাদ্ যোনিসঙ্কটম্॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

মুক্তিমার্গঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

ততো গচ্ছেৎ মুক্তিমার্গং শক্রস্যাভিমুখং প্রতি।
বামদক্ষিণপার্শ্বে দ্বে দ্বে যুগে কৃত্যসম্ভবে॥
ঊর্দ্ধে কৃতযুগঞ্চৈব পাদে ত্রেতা চ দ্বাপরম্।
কলিবক্ত্রে স্থিতং দেবং গুপ্তাখ্যং ভুবনেশ্বরম্।
তং প্রণম্য নরোভক্ত্যা প্রাপ্নুয়াদৈশ্বরং পদম্॥

তাহার পর মুক্তিমার্গ গমন করিবে। তাহার দুই ধারে দুইজন করিয়া সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিবক্ষে, গুপ্ত ভুবনেশ্বর বিদ্যমান, তাঁহাকে প্রণাম করিলে, ঈশ্বরপদপ্রাপ্তি হয়।

মৎস্যসূক্তে।

ততো ভুবনেশ্বরং গচ্ছেৎ কলিবক্ষে চ সংস্থিতম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকঞ্চ গচ্ছতি॥

তাহার পর কলিবক্ষে স্থিত ভুবনেশ্বরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। ভুবনেশ্বরকে পূজা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে।

গবাক্ষে।

কামধেন্বন্তরে পার্শ্বে স্থিতো গুপ্তেশ্বরো হরঃ।
তত্রারাধ্য মহাদেবং লিঙ্গরূপিণমব্যয়ম্।
উদ্ধৃত্য চ কুলং মর্ত্ত্যো গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ॥

কামধেনুর একধারে গুপ্তেশ্বর মহাদেব; তথায় লিঙ্গরূপী অব্যয় শিবের আরাধনা করিলে, মনুষ্য কুল উদ্ধার করিয়া গণপতিপদ প্রাপ্ত হয়।

চতুর্যুগ-নমস্কারঃ।

যোগিনীতন্ত্রে।

চতুর্যুগং নমস্কৃত্য দৃষ্ট্বা দেবং কপর্দ্দিনম্।
ন জায়ন্তে পুনর্গর্ভে যুগদোষৈর্ন লিপ্যতে॥
পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়েচ্চ কপর্দ্দিনম্।
রাজসূয়াশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

চারি যুগের নমস্কার করিয়া কপর্দ্দী শিবকে দর্শন করিলে পুনর্ব্বার গর্ভে জন্ম হয় না এবং যুগদোষে লিপ্ত হয় না। পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে কপর্দ্দী শিবকে পূজা করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়।

সত্যযুগ-প্রণামমন্ত্রঃ।

সত্যঃসাধনসাধ্যাক্ষ নরনরাত্মকো বলী।
চতুর্ভুজ কৃতাশৌচ সত্যো ধর্ম্ম নমোঽস্তু তে॥

ত্রেতাযুগ-প্রণামমন্ত্রঃ।

সম্ভূতি-ভূতি-পর্য্যাপ্ত ত্রেতাযুগ নরেশ্বর।
ত্বদ্‌যুগে যৎ কৃতং পাপং ব্যপোহয় ত্রিমূর্ত্তক॥

দ্বাপরযুগ-প্রণামমন্ত্রঃ।

দ্বাপরে সজগৎ কৃষ্ণো যুগজাতস্বরূপধৃক।
ত্বদ্‌যুগে যৎ কৃতং পাপং ত্রাহি দ্বাপর মে হর॥

কলিযুগ-প্রণামমন্ত্রঃ।

বিতাস্বাহা বসোরাজ্ঞা যুগক্রূর কলীশ্বর।
নমামি সততং ভক্ত্যা পাপং হর নমোঽস্তু তে॥

এই চারি মন্ত্রে প্রত্যেকের মন্ত্র পাঠ করিয়া চারি যুগেরই প্রণাম করিবে।

কামধেনু-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

তস্যাসন্নেন সুরভিঃ শিলারূপেণ সংস্থিতা।
কামধেনুরিতি খ্যাতা পীঠে কামপ্রদায়িনী।

কোটিলিঙ্গের সন্নিকটে শিলারূপে কামধেনু বিরাজিত রহিয়াছে।

যোগিনীতন্ত্রে।

কামধেনুং ততো গত্বা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
পূজয়িত্বা নমস্কৃত্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ॥
সন্নিহিত্যে কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
তুলাপুরুষদানেন যৎফলং সমুদাহৃতম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি কামধেনোশ্চ দর্শনে॥

কামধেনুর নিকট গমন করিলেই সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। অতএব কামধেনুর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে পূজা ও প্রণাম করিয়া তথায় ব্রাহ্মণভোজন কারাইবে। কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের দিনে তুলাপুরুষ দানে যে ফললাভ হয়, কামধেনু দর্শন করিলেও সে ফলপ্রাপ্ত হয়।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

সৌরভেয়ি নমস্তেঽস্তু কামাগ্রে কামচারিণি।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

ভুবনেশ্বরী-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

মহাগৌরী তু যা দেবী যোগিনী সিদ্ধরূপিণী।
সা ব্রহ্মপর্ব্বতে চাস্তে শিলারূপেণ চোর্দ্ধতঃ।
অতীবরূপসম্পন্না নাম্না সা ভুবনেশ্বরী॥

মহাগৌরী যে দেবী, তিনিই সিদ্ধরূপিণী যোগিনী। ব্রহ্মপর্ব্বতের উপরে শিলারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তিনি অতি রূপবতী এবং তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

ভুবনেশীং মহামায়াং সূর্য্যমণ্ডলরূপিণীম্।
নমামি বরদাং শুদ্ধাং কামাখ্যারূপিণীং শিবাম্ ॥

এই মন্ত্রে যথোপচারে পূজা করিবে।

মুক্তিমণ্ডপ-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

হনুমতশ্চোত্তরে তু একবিংশধনুর্ম্মতম্।
মুক্তিমণ্ডপকং নাম স্থানং পরমদুর্লভম্।
সংহিতাং প্রজপেৎ তত্র পরাংগতিমবাপ্নুয়াৎ ॥

হনুমানের উত্তরে একুশ ধনু অন্তরে মুক্তিমণ্ডপ নামে পরমদুর্লভ; স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় সংহিতা জপ করিলে, পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

নমস্তে সর্ব্বদেবেশি ভক্তানাং ভয়হারিণি।
সংসারসাগরে মগ্নং ত্রাহি মাং পরমেশ্বরি ॥
পশ্চাৎ চন্দ্রসূর্য্যসমীপং গত্বা।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

নমঃ প্রকাশকারায় রবয়ে বিষ্ণুরূপিণে।
নমস্তে গ্রহরূপায় রক্তবর্ণায় তে নমঃ ॥
জগৎপ্রকাশকারায় বিধবে বিষ্ণুরূপিণে।
নমস্তে গ্রহরূপায় শুক্লবর্ণায় তে নমঃ ॥

এই মন্ত্রদ্বয়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যদেবতাকে এবং পরোক্ত মন্ত্রে চন্দ্র দেবতার নিকট যাইয়া প্রণাম করিবে।

অন্তর্গৃহকথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

সিদ্ধেশ্বরং কোটিলিঙ্গং হেরুকং মুক্তিমণ্ডপম্।
জ্ঞেয়ং বারাণসীক্ষেত্রং দেব্যাহ্যন্তর্গৃহং স্মৃতম্॥
অন্তর্গৃহে মৃতা যে চ যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
অদ্যাপি দৃশ্যতে জন্তুর্দ্দক্ষিণশ্রবণং প্রিয়ে॥
পততে নাত্র সন্দেহো জ্ঞানদাতা সদাশিবঃ।
তস্মাৎ দক্ষিণকর্ণেন ভূমৌ পততি বৈ শিরঃ॥

সিদ্ধেশ্বর হইতে কোটিলিঙ্গ ও হেরুক হইতে মুক্তিমণ্ডপ পর্য্যন্ত এতন্মধ্যবর্ত্তী স্থানকে দেবীর অন্তর্গৃহ বলে, ইহা বারাণসীর তুল্য। যে ব্যক্তি অন্তর্গৃহে প্রাণত্যাগ করে, সে সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। অদ্য পর্য্যন্ত তথায় প্রাণী সকল প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সময় দক্ষিণ কর্ণ উচ্চ দিকে রক্ষা করিয়া অর্থাৎ বাম পার্শ্বে শয়ন করে, মরণানন্তর অমনি শির ভূমিতে পড়িয়া যায়।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

অথ কুমারীপূজা-প্রয়োগঃ।

কুমারীজন্ম-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

শ্রীদেব্যুবাচ।

গুরুস্ত্বং সর্ব্বলোকানাং পরমেশ পুরাতন।
জগদূর্দ্ধকলাধীশ বদ কোলানিপাতনম্॥

দেবী বলিতেছেন—হে পুরাতন! হে পরমেশ! আপনি সর্ব্বলোকের গুরু, আপনিই জগতের উর্দ্ধকলাধীশ্বর; অধুনা আমাকে কোলাসুর বধের বৃত্তান্ত বলুন।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কোলাসুরনিপাতনম্।
মহাকালীপ্রসঙ্গেন বৃত্তান্তমিদমদ্ভুতম্॥
পাপং জাতং ব্রহ্মশাপাদ্ বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
তড়িতস্তেন পাপেন তপশ্চক্রে স সর্ব্ববিৎ॥
হিমালয়ান্তিকে গত্বা তৎপাপস্য ক্ষয়াত্মকম্।
অষ্টাক্ষরীং মহাবিদ্যাং মহাকাল্যাঃ সদা জপন্॥

ঈশ্বর বলিতেছেন—হে দেবি! মহাকালীপ্রসঙ্গে সেই পরমাদ্ভুত

কোলাসুর-বধ-বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মশাপবশে অতুলতেজস্বী বিষ্ণুর দেহে পাপের সঞ্চার হয়, সর্ব্বজ্ঞ দেব বিষ্ণু সেই ব্রহ্মশাপে প্রপীড়িত হইয়া, হিমালয়ের নিকট গমন করিয়া, সেই পাপের ক্ষয়ের জন্য মহাকালীর অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

দশবর্ষসহস্রান্তে তস্তুতোষ মহেশ্বরী।
তস্যাঃ সন্তোষমাত্রেণ বিষ্ণোর্হৃদয়পঙ্কজাৎ ॥
কোলানামাসুরো ভূত্বা নির্গতঃ সহসা হি সঃ।
তেন দৈত্যেন বলিনা সর্ব্বং নীতং দুরাত্মনা ॥
ইন্দ্রাদি সকলান্ দেবান্ বিনির্জ্জিত্য মহাসুরঃ।
কৃত্বা চ বৈষ্ণবং ধাম ব্রহ্মণঃ কমলাসনম্ ॥
ততো বিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ কালীং গত্বা সনাতনীম্।
তুষ্টুবুর্ভক্তিযোগেন রক্ষরক্ষেতিবাদিনঃ ॥

হে মহেশ্বরি! দশ হাজার বৎসরান্তে মহাকালী বিষ্ণুর তপে সন্তুষ্ট হওয়া মাত্রেই বিষ্ণুর হৃদয়পদ্ম হইতে সহসা কোলা নামক এক মহাসুর নির্গত হইল। সেই মহাবলশালী দুরাত্মা দৈত্য ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাস্ত করিয়া, অখিল ভূমণ্ডল, বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মার কমলাসন অধিকার করিয়া রক্ষরক্ষ বাক্যাদির দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক সনাতনী কালিকার স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীকাল্যুবাচ।

ইদানীং রে বৎস বিষ্ণো হন্মি কোলান্ সবান্ধবান্।
কোলানগরমাস্থায় কুমারীরূপমাস্থিতা ॥

শ্রীকালী বলিতেছেন—হে বৎস বিষ্ণো! আমি এক্ষণে কুমারীরূপ ধারণ করিয়া কোলানগরে গমনপূর্ব্বক সেই অসুরকুলবর্ব্বর কোলাসুরকে সবান্ধবে নিহত করিব।

ঈশ্বর উবাচ।

এবং শ্রুত্বা কালীবাণীং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ।
আনন্দজলধৌ মগ্নাঃ শিখিবন্ননৃতুর্ঘনাৎ॥
অতঃ কালী করালাস্যা দ্বিজবালাস্বরূপতঃ।
গত্বা কোলাপুরং দেবি কোলাসুর সমীপতঃ।
তমযাচত ভক্ষ্যং সা কুমারী দৈত্যপুঙ্গবম্॥

ঈশ্বর বলিতেছেন—ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ মহাকালীর এইরূপ আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাকালী ব্রাহ্মণের কুমারীরূপ ধারণ করিয়া কোলাপুরে কোলাসুর-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভক্ষদ্রব্য ভিক্ষা করিলেন।

কাল্যুবাচ।

মাতৃতাতবিহীনাহং সহায়পরিবর্জ্জিতা।
ক্ষুধিতাহং মহারাজ ভোজ্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্॥

কালী বলিতেছেন—হে মহারাজ! আমি জনক-জননী-বিহীনা, নিঃসহায়া এবং ক্ষুধাতুরা, আমাকে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করুন।

ঈশ্বর উবাচ।

ততঃ কোলাসুরো দেবি মায়য়া পরিমোহিতঃ।
দয়য়া তাং করে ধৃত্বা বিবেশান্তঃপুরে স্বয়ম্॥

উবাচ ভোজ্যং দাস্যামি তুভ্যং যত্তু স্বমীপ্সিতম্।
অত্রোপবিশ বালে ত্বং আসনে মণিরঞ্জিতে॥
ইত্যুক্ত্বাসৌ দদৌ ভোজ্যং নানাবিধমনেকশঃ।
ভুক্ত্বা সা সকলং দেবী পুনর্দ্দেহীতিবাদিনী॥
পুনর্দ্দদৌ বহুতরং তচ্চাপি বুভুজে স্বয়ম্।
নাহং তৃপ্তা বদন্তীং তাং কোলোবাচ তদাসুরঃ॥

ঈশ্বর বলিতেছেন—হে দেবি! তাহার পর কোলাসুর মায়ায় মোহিত হইয়া কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই কুমারীর হস্তধারণ করিয়া নিজ অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন—হে বালিকে। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমি তোমাকে প্রদান করিব; এক্ষণে তুমি এই মণিরঞ্জিত আসনে উপবেশন কর। এই কথা বলিয়া বহুপরিমাণ নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য দান করিলেন। দেবী তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বলিলেন যে, আরও দেও; কোলাসুর পুনরায় অনেক পরিমাণ দিলেন; তাহাও ভক্ষণ করিয়া বলিলেন যে, ইহাতে আমার তৃপ্তি হইল না। কোলাসুর কুমারীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—

যথা তৃপ্তির্ভবেদ্বালে তাবচ্চ তত্তথা কুরু।
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য কালী বালাস্বরূপিণী॥
কোষং হয়ং হস্তিনঞ্চ রথং সৈন্যং সবান্ধবম্।
ক্ষণেন বুভুজে কালী কোলাসুরং মহাবলম্॥
কালরুদ্রো যথা কালে ক্ষণাদ্ যুগত্রয়ং নয়েৎ।
তথা কোলাপুরং শূন্যং কৃতং কাল্যা ক্ষণাচ্ছিবে॥

হে বালে! যাহার দ্বারা তোমার ক্ষুধার তৃপ্তি হয়, তাহাই কর।

কুমারীরূপিণী কালী কোলাসুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহার কোষ, হয়, হস্তী, রথ, সৈন্য ও বান্ধব প্রভৃতি ক্ষণমাত্রে ভক্ষণ করিলেন এবং তাহার পর কোলাসুরকেও ভক্ষণ করিলেন। হে শিবে! কালরুদ্র যেমন ক্ষণমধ্যে যুগত্রয়কে লয় করেন, সেই কুমারীরূপিণী মহাকালীও ক্ষণমধ্যে কোলাপুর শূন্য করিলেন।

হতারয় স্ততো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমুখাস্তথা।
নিরন্তরং পুষ্পবৃষ্টিং চক্রুস্তে ননৃতুঃ পরম্॥
জগুঃ সুললিতং গীতং দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
বিদ্যাধরী দেবপত্নী কিন্নরীভিঃ সমন্ততঃ॥
পূজিতাস্তৈঃ কুমারী সা কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
সর্ব্বলোকৈঃ পূজিতা চ কুমারী সা গৃহে গৃহে॥
অপ্রসূতিশ্চ সা কালী কুমারীরূপধারিণী।
ততঃপ্রভৃতি দেবেশি কুমারী পূজ্যতে সুরৈঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈঃ কুমারী পূজ্যতে সদা।
অন্যৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রপূজ্যন্তে ব্রহ্মাণ্ডতলগোচরৈঃ॥

অনন্তর ব্রহ্মাবিষ্ণুপ্রমুখ দেবতারা নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণ, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও দেবপত্নীগণ হর্ষভরে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। তাহার পর দেবতারা সেই কুমারীকে কুসুম-চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিলেন। ইহা দেখিয়া লোকেরাও আপন আপন গৃহে কুমারীকে পূজা করিতে লাগিলেন। কালী অপ্রসূতি কুমারীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন! সেই হেতু তদবধিই দেবগণ কুমারীপূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দেবতাগণ কুমারী পূজা করেন, পরে ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী সকলেই কুমারীপূজা করে।

কুমারীপূজনফলম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

কুমারীপূজনফলং বক্তুং নার্হামি সুন্দরি।
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি।
দেবীবুদ্ধ্যা মহাভক্ত্যা তস্মাৎ তাং পরিপূজয়েৎ॥
সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা হি কুমারী নাত্র সংশয়ঃ।
একা হি পূজিতা বালা সর্ব্বং হি পূজিতং ভবেৎ॥

হে সুন্দরি! আমি কোটি হাজার জিহ্বা ও কোটি শতমুখেও কুমারী-পূজার ফল বলিতে সমর্থ নহি। অতএব মহাভক্তি সহকারে ও দেবী জ্ঞান করিয়া পূজা করিবে। কুমারী সর্ব্ববিদ্যারূপা, ইহাতে সন্দেহ নাই; একটি কুমারী পূজা করিলেই সর্ব্বদেবদেবীর পূজাফল লাভ হয়।

কুমারীপূজাভোজন-ফলম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

কুমারীপূজনাদেব কুমারীভোজনাদিভিঃ।
একদ্বিত্র্যাদি-বীজানাং ফলদা নাত্র সংশয়ঃ॥
তস্যৈ পুষ্পং ফলং দত্ত্বা অনুলেপাদিকং তথা।
বালপ্রিয়ঞ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
মুদা তদঙ্গমাত্মানং বালভাববিচেষ্টিতম্।
অতিপ্রিয়-কথালাপ-ক্রীড়া-কৌতূহলান্বিতম্॥

এক দুই তিন বীজ যুক্ত করিয়া কুমারী পূজা ও ভোজন করাইলে, সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহাকে পুষ্প, ফল ও অনুলেপাদি দান

করিবে এবং কুমারীর প্রিয় নৈবেদ্য দান করিবে। কুমারীর সহিত অতি প্রিয় বার্ত্তালাপ ও কৌতুকজনক ক্রীড়া করিবে

যথার্থতৎপ্রিয়ং তত্র কৃত্বা সিদ্ধিশ্বরো ভবেৎ।
কন্যা সর্ব্বসমৃদ্ধিঃ স্যাৎ কন্যা সর্ব্বপরন্তপঃ॥
হোমমন্ত্রার্চ্চনাং নিত্যক্রিয়াং কৌলিকসৎক্রিয়াম্।
নানাফলং মহাধর্ম্মং কুমারাপূজনং বিনা॥
তত্তৎকর্ম্ম ফলং নাথ নাপ্নোতি সাধকোত্তমঃ।
কুমারা ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্॥
শিবভক্তৈর্বিষ্ণুভক্তৈ স্তথান্যদেবপূজকৈঃ।
সর্ব্বলোকৈঃ পূজিতা সা চাবশ্যং পূজ্যতে বুধৈঃ॥

এই প্রকারে যথার্থরূপে তাঁহার সহিত প্রিয়ভাব করিলেই সিদ্ধীশ্বর হয়। কুমারীই সর্ব্বসমৃদ্ধি, কুমারীই পরন্তপ। হোম, মন্ত্রার্চ্চন, নিত্যক্রিয়া, কৌলিকগণের সৎক্রিয়া সমস্তই কুমারীপূজা ব্যতীত মহা অধর্ম্ম। হে নাথ! কুমারীপূজা ব্যতীত সাধকেরা সেই ফল প্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি কুমারী ভোজন করায়, তাহার ত্রৈলোক্য ভোজনের ফললাভ হয়। শিবভক্ত, বিষ্ণুভক্ত ও অন্যান্য দেবতাপূজকগণকর্ত্তৃক এবং সর্ব্বলোককর্ত্তৃক তিনি পূজিত, অতএব বুধগণ অবশ্য কুমারীপূজা করিবেন।

পূজায়াং লভতে পুত্রান্ পূজায়াং লভতে শ্রিয়ম্।
পূজায়াং ধনমাপ্নোতি পূজায়াং লভতে মহীম্॥
পূজায়াং লভতে লক্ষ্মীং সরস্বতীং মহাঞ্জসা।
মহাবিদ্যাঃ প্রসীদন্তি সর্ব্বদেবা ন সংশয়ঃ॥
কুমারীপূজনং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ।
মহাকান্তির্ভবেৎ ক্ষিপ্রং সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদম্॥

কুমারী পূজা করিলে পুত্রলাভ, ধনলাভ, পৃথ্বীলাভ, সরস্বতী ও অনায়াসে মহাবিদ্যালাভ হয়। কুমারী পূজা করিলে সমস্ত দেবতাই সন্তুষ্ট হন ইহাতে সন্দেহ নাই; কুমারী পূজা করিলে ত্রৈলোক্য বশ হয় ও সম্পূর্ণ ফললাভ করে এবং মহাকান্তিযুক্ত হয়।

কুব্জিকাতন্ত্রে।

অন্নং বস্ত্রং তথা নীরং কুমার্য্যৈ যো দদাতি হি।
অন্নং মেরুসমং দেবি জলঞ্চ সাগরোপমম্।
বস্ত্রৈঃ কোটিসহস্রাব্দং শিবলোকে মহীয়তে॥
পূজোপকরণানীহ কুমার্য্যৈ যো দদাতি হি।
সন্তুষ্টা দেবতা তস্য পুত্রত্বে সানুকল্পতে॥

যে ব্যক্তি বিন্দুপরিমাণ জল কুমারীকে দান করে, তাহার সাগরের তুল্য ফল হয়; একটি অন্ন প্রদান করিলে মেরুতুল্য অন্নদানের ফল হয়, এবং একখানা বস্ত্র দান করিলে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত শিবলোকে বাস করে। যে ব্যক্তি পূজার উপকরণ কুমারীকে দান করে, দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুত্রের ন্যায় দর্শন করেন।

দেবীভাগবতে।

ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিঃ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ।
সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ বটুকাদীন্ তথা নৃপ॥

হে নৃপ! ভক্ষ্যভোজ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, কুমারী, সধবা ও বটুক প্রভৃতিকে ভোজন করাইবে।

যোগিনীতন্ত্রে।

ব্রাহ্মণে ভুজ্যতে যত্র তত্র ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ম্।
তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ খেচরা ঋষয়ো মুনিঃ ॥
পিতরো দেবতাঃ সর্ব্বে ভুঞ্জতে নাত্র সংশয়ঃ।
সর্ব্বদেবময়ো বিপ্রস্তস্মাত্তং নাবমানয় ॥
ব্রাহ্মণঞ্চ কুমারীঞ্চ শক্তিমগ্নিং শ্রুতিঞ্চ গাম্।
নিত্যমিচ্ছন্তি তে দেবা যজিতুং কর্ম্মভূমিষু ॥
পূজিতৈকা কুমারী চেদ্ দ্বিতীয়ং পূজনন্তবেৎ।
কুমারীপূজনফলং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥
একা চেদ্ যুবতী দেবী পূজিতা সাত্মলোকিতা।
সর্ব্বা এব পরা দেব্যঃ পূজিতাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥

যেখানে ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, স্বয়ং হরি তথায় ভোজন করিয়া থাকেন এবং তথায় ব্রহ্মা, রুদ্র, খেচর, ঋষি, মুনি ও পিতৃগণ সকলেই ভোজন করেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে দেবি! ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবময়, সেই কারণে কখনও ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবে না। দেবতারাও নিরন্তর কামনা করিয়া থাকেন যে, কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কুমারী, শক্তি, অগ্নি, শ্রুতি এবং গো এই সকলের পূজা নিত্যই প্রবর্ত্তিত হউক। একটিমাত্র কুমারী পূজা করিলে তাহার দ্বিতীয় কুমারী পূজা হয়। কুমারীপূজার ফল আমি বর্ণন করিতে অক্ষম। যদি একটি যুবতীর (সধবা) অর্চনা করা যায়, তাহাতেই দেবীগণ প্রপূজিতা হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

কুমার্য্যৈ চৈব যদ্দত্তং যথা শক্ত্যা মহেশ্বরি।
ন নশ্যতে কদাচিত্তৎ কল্পকোটিশতায়ুতৈঃ ॥

অতোঽবিদ্যং সবিদ্যং বা ব্রাহ্মণং সর্ব্বদা ভজেৎ।
সন্তুষ্টে ব্রাহ্মণে দেবি তুষ্টা বয়ং সদা সুরাঃ॥
বিতুষ্টে ব্রাহ্মণে দেবি বিতুষ্টা বয়মেব হি।
যদ্যকার্য্যশতং দেবি ব্রাহ্মণঃ সমুপাচরেৎ॥
আত্মনো হিতকামেন তথাপি তং ন চোদ্বিজেৎ।
নাপমানঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা সুরসুন্দরি।
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বদেবাত্মা সাক্ষাত্তেজোময়ো হি সঃ॥

কুমারী ও শক্তিকে যাহা দান করা যায়, শতাযুতকোটিকল্প পর্য্যন্ত তাহার ক্ষয় হয় না। ব্রাহ্মণ বিদ্বানই হউন, বা অবিদ্বানই হউন, তাঁহাকে সর্ব্বদা ভজনা করিবে; ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইলে আমরা সন্তুষ্ট হই, অসন্তুষ্ট হইলে আমরাও অসন্তুষ্ট হই, ব্রাহ্মণ শত শত অকার্য্য করিলেও হে সুরসুন্দরি! তাঁহাকে অপমানিত বা উত্ত্যক্ত করিবে না। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবময় ও সাক্ষাৎ তেজোময়।

কুমারীপূজায়াং স্থাননির্ণয়ঃ।

রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে।

পূজাস্থানং মহাপীঠং দেবালয়মথাপি বা।

মহাপীঠে ও দেবালয়ে কুমারীপূজা করিবে।

অথৈকবর্ষাদিকুমারীলক্ষণম্!

রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে।

একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা চ সরস্বতী।
ত্রিবর্ষা চ ত্রিধামূর্ত্তি শ্চতুর্ব্বর্ষা চ কালিকা॥

সুভগা পঞ্চবর্ষা তু ষড়্‌বর্ষা চ ভবেদুমা ।
সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষাতু কুব্জিকা ॥
নবভিঃ কালসন্দর্ভা দশভিশ্চাপরাজিতা ।
একাদশে তু রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী ॥
ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা ।
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চাম্বিকা মতা ॥
এবং ক্রমেণ সংগৃহ্য যাবৎ পুষ্পং ন জায়তে ।
প্রতিপদাদি-পূর্ণান্তং বৃদ্ধিভেদেন পূজয়েৎ ॥

বৎসর-ভেদে কুমারার নাম। এক বর্ষে সন্ধ্যা, দুই বৎসরে সরস্বতী, তিন বৎসরে ত্রিধা মূর্ত্তি, চতুর্থে কালিকা, পঞ্চমে সুভগা, ষষ্ঠে উমা, সপ্তমে মালিনী, অষ্টমে কুব্জিকা, নবমে কালসন্দর্ভা, দশমে অপরাজিতা, একাদশে রুদ্রাণী, দ্বাদশে ভৈরবী, ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশে পীঠনায়িকা, পঞ্চদশে ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শ বৎসরে অম্বিকা। কিন্তু যে পর্য্যন্ত পুষ্পবতী না হয়, তাবৎ এই প্রকারে বৎসরভেদে নামানুযায়ী পূজা করিবে।

কুব্জিকাতন্ত্রে।

পঞ্চবর্ষাৎ সমারভ্য যাবৎ দ্বাদশবার্ষিকী ।
কুমারী সা ভবেদ্দেবী নিজরূপপ্রকাশিনী ॥
ষড়্‌বর্ষাৎ তু সমারভ্য যাবচ্চ নববার্ষিকী ।
তাবচ্চৈব মহেশানি সাধকাভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥

পাঁচ বৎসর হইতে বার বৎসর বয়স্কা পর্য্যন্ত কুমারীই দেবীর নিজ রূপ প্রকাশিনী হইয়া থাকেন। হে মহেশানি! ছয় বৎসর বয়স্কা হইতে

নয় বৎসর বয়স্কা পর্য্যন্ত কুমারীই সাধকের অভীষ্টসিদ্ধিদাত্রী হইয়া থাকেন।

যামলতন্ত্রে।

দ্বিতীয়বৎসরাদূর্দ্ধং যাবৎ স্যাদষ্টমাব্দকম্।
তাবৎ জপ্ত্বা পূজয়িত্বা কন্যাং সুন্দরমোহিনীম্।
দিব্যভাবস্থিতঃ সাক্ষাৎ তন্ত্রমন্ত্রফলং লভেৎ॥

দুই বৎসর হইতে আট বৎসর পর্য্যন্ত কুমারীকে জপ ও পূজাদি করিবে। দিব্য ভাবে ঐ কুমারীকে পূজাদি করিলে সাক্ষাৎ তন্ত্রমন্ত্রের ফললাভ হয়।

বিশ্বসারতন্ত্রে।

অষ্টবর্ষা তু সা কন্যা ভবেদ্ গৌরী বরাননে।
নববর্ষা রোহিণী সা দশবর্ষা তু কন্যকা।
তত ঊর্দ্ধং মহামায়ে ভবেৎ সৈব রজস্বলা॥

আট বৎসর-বয়স্কা কুমারীকে গৌরী, নয় বৎসর-বয়স্কা কুমারীকে রোহিণী, দশ বৎসরের কন্যাকে কন্যকা বলে। দশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কা হইলে—রজস্বলা প্রোক্ত হইয়াছে।

অথ কুমারীপূজাপ্রয়োগঃ।

তত্র বস্ত্রালঙ্কারযুক্তাং সুন্দরীং কুমারীমাসনে উপবেশ্য স্বস্তিবাচনাদি কৃত্বা সামান্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য গণেশাদি পঞ্চদেবতা আদিত্যাদিনবগ্রহান ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালান্ পীঠাধিষ্ঠাত্রীকামাখ্যাং এবং শ্রীগুরুং সংপূজ্য সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ, ততঃ আসনশুদ্ধ্যাদিকঞ্চ কৃত্বা ক্রীঁ ইতি মন্ত্রেণ কুমার্য্যৈ জলং দত্ত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ।

ধ্যানম্।

ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালঙ্কারনম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্।
চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং চিন্তয়েৎ শুভাম্॥

এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য বিশেষার্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা পুনর্ধ্যাত্বা কুমার্য্যৈ পুষ্পং দত্ত্বা দেবীমাবাহয়েৎ।

ওঁ মন্ত্রাক্ষরময়ীং দেবীং মাতৃণাং রূপধারিণীম্।
নবদুর্গাত্মিকাং সাক্ষাৎ কন্যামাবাহয়াম্যহম্॥

ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ। ওঁ ইদমাসনং ঐঁ হ্রাঁ শ্রীঁ হুঁ হেসৌঃ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। ইত্যাদি স্বরান্ ক্রমেণ চতুর্থ্যন্তেন তত্তন্নাম্না পূজয়েৎ। ওঁ সন্ধ্যে কুমারি ইহ স্বাগতম্। ইদং পাদ্যং হ্রীঁ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। ইদমর্ঘ্যং শ্রীঁ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। ইদমাচমনীয়ম্। ইদং স্নানীয়ম্। ইদং বস্ত্রম্। ইদং রজতাদ্যাভরণম্। ওঁ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। এষ গন্ধঃ হুঁ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। এতানি পুষ্পাণি হ্রীঁ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ বৌষট্। এষ ধূপঃ হেসৌঃ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। এষ দীপঃ হেসৌঃ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ হেসৌঃ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। ততঃ ওঁ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। (নমস্কুর্য্যাৎ)

ওঁ জগদ্বন্দ্যে জগৎপূজ্যে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি।
পূজাং গৃহাণ কৌমারি জগন্মাতর্নমোঽস্তু তে॥

ততস্তাম্বূলং বিল্বপত্রং রক্তানুলেপনং দত্ত্বা শঙ্খ-মাল্য-কজ্জল-কুঙ্কুমাদিকমনেন নমোঽন্তেন দদ্যাৎ। ততঃ ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। কুমার্য্যা হৃদয়ং শুক্লবর্ণং বিভাব্য ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ হেসৌঃ কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ।

শবং শুক্লবর্ণং সর্ব্বময়ং বিভাব্য হ্সৈঁ বৈঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ শিরসে স্বাহা। শিখাং নীলাঞ্জনপ্রভাং বিভাব্য ওঁ শ্রীঁ শিখায়ৈ বষট্। কবচং প্রথমারুণসঙ্কাশং স্বতেজস্কং বিভাব্য ঐঁ কুলবাগীশ্বরী কবচায় হুঁ। নেত্রত্রয়ং মহাবীজময়ং মহাপ্রভং রক্তবর্ণং কোটিকোটিজবাপুষ্পোজ্জ্বলং বিভাব্য ঐঁ কুলেশ্বরী নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রীঁ অস্ত্রায় ফট্ ইতি বামহস্তে তালত্রয়ং তর্জ্জনী-মধ্যমাভ্যাং দদ্যাৎ। ততস্তস্যাঃ কুণ্ডবিলে ওঁ সপরিবারায় বালভৈরবায় নমঃ ইতি পূজয়েৎ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐঁ সিদ্ধজয়ায় পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ, এবং জয়ায়োত্তরবক্ত্রায় নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কুব্জিকে পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ। ঐঁ কালিকে দক্ষিণবক্ত্রায় নমঃ। ওঁ ভাস্করায় নমঃ। ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ইতি সংপূজ্য দিক্‌পালেভ্যঃ, সন্ধ্যাদিভ্যঃ, বীরভদ্রায়, মহাকন্যায়ৈ, কৌলিন্যৈ, কুলগামিন্যৈ, অষ্টাদশভুজায়ৈ, কাল্যৈ, চণ্ডদুর্গায়ৈ, শিবায়, গণেশায়, ওঁকারাদি নমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততঃ দক্ষিণোৎসর্গং কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রাণায়ামং কৃত্বা কুমারীমন্ত্রং বা স্বীয়মন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা পুনঃ প্রাণায়ামং কৃত্বা

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥

অনেন মন্ত্রেণ জপসমর্পণং কৃত্বা নমস্কুর্য্যাৎ।

ওঁ নমামি কুলকামিনীং পরমভাগ্যসন্দায়িনীম্,
কুমাররতিচাতুরীং সকলসিদ্ধিমানন্দিনীম্।
প্রবালগুটিকাস্রজং রজতরাগবস্ত্রান্বিতাম্,
হিরণ্যতুলভূষণাং ভুবনবাক্-কুমারীং ভজে ॥

ইত্যনেন প্রণম্য স্বাভীষ্টং সম্প্রার্থ্য স্তোত্রকবচাদিকং পঠেৎ।

কুমারী স্তোত্রম্।

জগৎপূজ্যে জগদ্‌বন্দ্যে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি।
পূজাং গৃহাণ কৌমারি জগন্মাতর্নমোঽস্তু তে॥
ত্রিপুরাং ত্রিপুরাধারাং ত্রিবর্ষাং জ্ঞানরূপিণীম্।
ত্রৈলোক্যবন্দিতাং দেবীং ত্রিমূর্ত্তিং পূজয়াম্যহম্॥
কালাত্মিকাং কালাতীতাং কারুণ্যহৃদয়াং শিবাম্
কল্যাণজননীং দেবীং কল্যাণীং পূজয়াম্যহম্॥
অণিমাদিগুণাধারামকারাদ্যক্ষরাত্মিকাম্।
অনন্তশক্তিকালক্ষ্মীং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্॥
কামচারীং শুভাং কান্তাং কালচক্রস্বরূপিণীম্।
পূজয়ামি সদা দেবীং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্॥
চণ্ডবীরাং চণ্ডমায়াং চণ্ডমুণ্ডপ্রভঞ্জনাম্।
পূজয়ামি সদা দেবীং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্॥
সদানন্দকরীং শান্তাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্।
সর্ব্বভূতাত্মিকাং লক্ষ্মীং শাম্ভবীং পূজয়াম্যহম্॥
দুর্গমে দুস্তরে কার্য্যে ভবদুঃখবিনাশিনীম্।
পূজয়ামি সদা ভক্ত্যা দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্॥
সুন্দরীং সর্ব্ববর্ণাভাং সুখসৌভাগ্যদায়িনীম্।
সুভদ্রাজননীং দেবীং সুভদ্রাং পূজয়াম্যহম্॥

অন্যচ্চ।

দেবেন্দ্রাদয়ইন্দুকোটিকিরণাং বারাণসীবাসিনীম্,
বিদ্যাবাগ্‌ভবকামিনীং ত্রিনয়নাং সূক্ষ্মক্রিয়াগামিনীম্।
চণ্ডোদ্বেগনিকৃন্তনীং ত্রিজগতাং ধাত্রীং কুমারীং বরাম্
মূলাম্ভোরুহবাসিনীং শশিমুখীং সংপূজয়ন্তি শ্রিয়ে॥

ভাব্যাং দেবগণৈঃ শিবেন্দ্রযতিভি র্মোক্ষার্থিভির্ব্বালিকাম্
সন্ধ্যাং নিত্যগুণোদয়াং দ্বিজগণশ্রেষ্ঠোদয়াশারুহাম্।
শুক্লাভাং পরমেশ্বরীং শুভকরীং ভদ্রাং বিশালাননাং
গায়ত্রীং গণমাতরং দিনপতিং কৃষ্ণাঙ্ক বৃদ্ধাং ভজে॥

বালাং বালকপূজিতাং গুণযুতাং বিদ্যাবতাং মোক্ষদাম্
ধাত্রীং শুক্লসরস্বতীং নরবরাং বাগ্বাদিনীং চণ্ডিকাম্।
স্বাধিষ্ঠানহরপ্রিয়াং প্রিয়করীং বেদান্তবিদ্যাপ্রদাম্।
নিত্যং মোক্ষহিতায় যোগবপুষা চৈতন্যরূপাং ভজে॥

নানারত্নসমূহনির্ম্মিতগৃহে পূজ্যাং সুরৈর্ব্বালিকাম্,
বন্দে নন্দনকাননে মনসি সিদ্ধান্তৈকবীজাননে।
অর্থং দেহি নিরর্থকায় বপুষে হিত্বা কুমারীং কলাম্
মহ্যং মাতৃ-কুমারিকে চ ত্রিবিধা মূর্ত্ত্যা চ তেজোময়ী॥
হালাহালকরালিকাং কুলপথোল্লাসৈঃ করাজোদ্বহাম্
মাংসামোদকরালিনীং হি ভজতাং কামাতিরিক্তপ্রদাম্।

বালোঽহং বটুকেশ্বরস্য চরণাম্ভোজাশ্রিতোঽহং সদা
হিত্বা বালকুমারিকে শিরসি মে শুক্লাম্ভোরুহে ভজে ॥
সূর্য্যাহ্লাদবলাকিনীং কলিমহাপাপাপহাং কামদাম্
তেজোগাং ভুবি সূর্য্যগাং ভয়হরাং তেজোময়ীং কালিকাম্।
বন্দে হৃৎকমলে সদা রবিদলে বালেন্দ্রবিদ্যাং সতীং
সাক্ষাৎ সিদ্ধিকরীং কুমারি বিমলে ত্বামাদ্যরূপেশ্বরীম্ ॥
নিত্যং শ্রীকুলকামিনীং কুলবতীং কৌলাননামম্বিকাং
নানাযোগবিলাসিনীং সুরমণীং নিত্যাং তপস্যান্বিতাম্।
বেদান্তার্থবিশেষদেশবসনা ভাষাবিশেষস্থিতাং
বন্দে পর্ব্বতরাজরাজতনয়াং কালপ্রিয়ে ত্বামহম্ ॥
কৌমারীং কুলমালিনীং রিপুগণক্ষোভাগ্নিসন্দায়িনীং
রক্তাভানয়নাং শুভাং পরমমার্গান্মুক্তিসংজ্ঞাপ্রদাম্।
ভার্য্যাং ভোগবতীং পতিং ত্রিভুবনেম্বামোদপঞ্চাননাং
পঞ্চাস্যপ্রিয়কামিনীং ভয়হরাং সর্পাদিহারাং ভজে ॥
চন্দ্রাস্যাং চরণদ্বয়াম্বুজমহাশোভাবিনোদীং নদীং
মোহাদিক্ষয়কারিণীং বরকরাং শ্রীকুব্জিকাং সুন্দরীম্।
যে নিত্যং পরিপূজয়ন্তি সহসা রাজেন্দ্রচূড়ামণিং
সম্পত্তিং ধনমায়ুষং ত্রিজগতাং ব্যাপ্যেশ্বরত্বং জগুঃ ॥
যোগীশং ভুবনেশ্বরং প্রিয়করং শ্রীকালসন্দর্ভয়া
শোভাসাগরগামিনং সুরতরুং বাঞ্ছাফলোদ্দীপনম্।

লোকানামঘনাশনায় শিবয়া শ্রীসঙ্গয়া বিদ্যয়া
ধর্ম্মপ্রাণ সদৈব তং প্রণমতাং কল্পদ্রুমং ভাবয়ে ॥
বিদ্যান্তামপরাজিতাং মদনমোদমত্তাননাং
হৃৎপদ্মস্থিতপাদুকাং কুলকলাং কাত্যায়নীং ভৈরবীম্।
যে যে পুণ্যধিয়ো ভজন্তি পরমানন্দাব্ধিমধ্যে মুদা
সর্ব্বচ্ছাদিততেজসা ভয়করীং মোক্ষায় সংকীর্ত্তয়ে ॥
রুদ্রাণীং প্রণমামি পদ্মবদনাং কোট্যর্কতেজোময়ীং
নানালঙ্কৃতভূষণাং কুলভুজামানন্দসন্দায়িনীম্।
শ্রীমায়াং কমলান্বিতাং হৃদিগতাং সন্তানবীজক্রিয়াং
বন্দে বাগ্‌ভবরূপিণীং কুলবধূং হুঙ্কারবীজোদ্ভবাম্ ॥
নমামি বরভৈরবীং ক্ষিতিতলাঘকালানলাং
মৃণালকুসুমারুণাং ভুবনদোষসংশোধিনীম্।
জগত্ত্রয়হরাং পরাং হরতি যা চ যোগেশ্বরাং
মমাপদসহস্রকং সকলভোগদাং তামহম্ ॥
সাম্রাজ্যং প্রদদাতি যা ভগবতী বিদ্যা মহালক্ষণা
সাক্ষাদষ্টসমৃদ্ধিদা ভুবি মহালক্ষ্মীঃ কুলক্ষোভহা।
স্বাধিষ্ঠানসুপঙ্কজে বিবসিতাং বিষ্ণোরনন্তপ্রিয়ে
বন্দে রাজ্যপদপ্রদাং শুভকরীং কৌলেশ্বরীং সর্ব্বদা ॥
পীঠানামধিপাধিপামসুরহাং বিদ্যাং শুভাং নায়িকাং
সর্ব্বালঙ্করণান্বিতাং ত্রিজগতাং ক্ষোভাপহাং বারুণীম্।

বন্দে পীঠগনায়িকাং ত্রিভুবনচ্ছায়াভিরাচ্ছাদিতাম্
সর্ব্বেষাং হিতকারিণীং জয়বতামানন্দরূপেশ্বরীং ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাং মদবিহ্বলাং কুলবতীং সিদ্ধপ্রিয়াং প্রেয়সীং
শম্ভোঃ শ্রীবটুকেশ্বরস্য মহতামানন্দসঞ্চারিণীম্ ।
সাক্ষাদাত্মপরোদ্গমাং নিজমনঃক্ষোভাপহাং শাকিনীং
বাক্যার্থপ্রকটামহং রজতভাং বন্দে মহাভৈরবীম্ ॥
সম্পূর্ণবিধুবন্মুখীং কমলমধ্যসম্ভাবিনীং
শিরোদশশতদলেঽমৃতমহাব্ধিধারাধরাম্ ।
প্রণামফলদায়িনীং সকলরাজ্যবশ্যাং গুণাং
নমামি পরমাম্বিকাং বিষয়পাশসংহারিণীম্ ॥
সাক্ষাদহং ত্রিভুবনেঽমৃতপূর্ণদেহাং
সন্ধ্যাদিদেবিকমলাং কুলপণ্ডিতেন্দ্রাম্ ।
তম্মো ভজে দশশতে দলমধ্যমধ্যে
কৌলেশ্বরীং সকলদিব্যজনাশ্রয়াং ত্বাম্ ॥
বিশ্বেশ্বরি সুরকুলে বরকালিকে হ্রাং
সিদ্ধানলে প্রতিদিনং প্রণমামি ভক্ত্যা ।
ভক্তিং ধনং জয়পদং যদি দেহি দাস্যং
তস্মিন্মহামধুমতী লঘুগেহভাষ্যাম্ ।
এতৎস্তোত্রপ্রসাদেন কবিতাবাক্পতির্ভবেৎ ।
মহাসিদ্ধীশ্বরো দিব্যবীরভাবপরায়ণঃ ॥

সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি স হি স্যাদ্ধরবল্লভঃ।
বাচামীশো ভবেৎ ক্ষিপ্রং কামরূপী ভবেন্নরঃ॥
পশুরেব মহাবীরো দিব্যো ভবতি নিশ্চিতম্।
সর্ব্ববিদ্যাঃ প্রসীদন্তি তুষ্টাঃ সর্ব্বদিগীশ্বরাঃ॥
বহ্নিঃ শীতলতাং যাতি জলস্তম্ভং স কারয়েৎ।
ধনবান্ পুত্রবান্ রাজা ইহলোকে ভবেন্নরঃ॥
পরিচরতি বৈকুণ্ঠে কৈলাশে শিবসন্নিধৌ।
মুক্তিরেব মহাদেব যো নিত্যং সর্ব্বদা পঠেৎ।
মহাবিদ্যা-পদাম্ভোজং স হি পশ্যতি নিশ্চিতম্॥

—০—

শৃণু নাথ প্রবক্ষ্যামি কুমারীতর্পণাদিকম্।
যাসাং তর্পণমাত্রেণ কুলসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
কুলবালাং মূলপদ্মাস্থিতাং কামবিহারিণীম্।
শতধা মূলমন্ত্রেণ তর্পয়ামি তব প্রিয়ে॥
মূলপঙ্কজযোগাঙ্গীং কুমারীং শ্রীসরস্বতীম্।
তর্পয়ামি কুলদ্রব্যৈ স্তব সন্তোষহেতুনা॥
চারুমূলাধারপদ্মে ষড়্ দলান্তঃ প্রকাশিনীম্।
শ্রীবীজেন তর্পয়ামি ভোগমোক্ষায় কেবলম্॥
স্বাধিষ্ঠানকুলোল্লাস-বিষ্ণুসঙ্কেতগামিনীম্।
কালিকাং নিজবীজেন তর্পয়ামি কুলামৃতৈঃ॥

স্বাধিষ্ঠানাখ্যপদ্মস্থাং মহাতেজোময়ীং শিবাম্।
সূর্য্যাণাং শীর্ষমধুনা তর্পয়ামি কুলেশ্বরীম্॥
মণিপূজাব্জমধ্যেষু মনোহরকলেবরাম্।
উমাদেবীং তর্পয়ামি মায়াবীজেন পার্ব্বতীম্॥
মণিপূরাম্ভোজমধ্যে ত্রৈলোক্যপরিপূজিতাম্।
মানিনাং মলচিত্তস্য সদ্‌বুদ্ধি স্তর্পয়াম্যহম্॥
মণিপূরস্থিতাং রৌদ্রীং পরমানন্দবর্দ্ধিনীম্।
আকাশগামিনীং দেবীং কুব্জিকাং তর্পয়াম্যহম্॥
তর্পয়ামি মহাদেবীং তর্পয়ামি কুলেশ্বরীম্।
মহাকৌলপ্রিয়াং সিদ্ধাং রুদ্রলোকসুখপ্রদাম্॥
রুদ্রাণীং রুদ্রকিরণাং তর্পয়ামি মধুপ্রিয়াম্।
ষোড়শস্বরসংসিদ্ধিং মহারৌরবনাশিনীম্॥
মহামদ্যপানচিত্তাং ভৈরবীং তর্পয়াম্যহম্।
ত্রৈলোক্যবরদাং দেবীং শ্রীবীজমলয়াবৃতাম্॥
মহালক্ষ্মীং ভবৈশ্বর্য্যং তর্পয়াম্যহমম্বিকে।
লোকানাং হিতকর্ত্রীঞ্চ হিতাহিতজনপ্রিয়াম্॥
তর্পয়ামি রমাবীজং পীঠাদ্যাং পীঠনায়িকাম্।
জয়ন্তীং বেদ-বেদাঙ্গ-মাতরং সূর্য্যমাতরম্॥
তর্পয়ামি কুলানন্দপারগাং পরমাননাম্।
তর্পয়াম্যম্বিকাং দেবীং মায়ালক্ষ্মী-হৃদিস্থিতাম্॥

সর্ব্বাসাং চরণদ্বয়াম্বুজতলং চৈতন্যবিদ্যাবতাং
সৌখ্যার্থং শুভষোড়শস্বরযুতং শ্রীষোড়শীমঙ্গলম্।
আনন্দার্ণবপদ্মরাগখচিতে সিংহাসনে শোভিতে
ত্বাং নিত্যং পরিতর্পয়ামি সকলং শ্বেতাব্জমধ্যাসনে॥
যো নিত্যং সুপ্রতিষ্ঠচারুসকলস্তোত্রাঙ্গসন্তর্পণং
বিদ্যাদাননিদানমোক্ষপরমং মায়াময়ং যান্তি তে।
নো সন্তি ক্ষিতিমণ্ডলেষ্বরিগণাঃ সর্ব্বে বিপৎকারকাঃ
রাজানং বসয়ন্তি যোগসকলং নিত্যা ভবন্তি ক্ষণাৎ।
তর্পনাত্মকমোক্ষাখ্যং পঠতি যদি মানুষঃ।
অষ্টৈশ্বর্য্যযুতো ভূত্বা বৎসরান্তাং প্রপশ্যতি॥
মহাযোগী ভবেন্নাথ মাসাদভ্যাসতঃ প্রভো।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়েৎ ক্ষিপ্রং বাঞ্ছাফলমবাপ্নুয়াৎ॥
যঃ পঠেদেকভাবেন স তর্পণফলং লভেৎ।
পূজাফলমবাপ্নোতি কুমারীস্তোত্রপাঠতঃ॥
যো ন কুর্য্যাৎকুমার্য্যর্চ্চাং স্তোত্রঞ্চ নিত্যমঙ্গলম্।
স ভবেৎ পশুভিস্তুল্যোমৃত্যুস্তস্য পদে পদে॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে মহাতন্ত্রোদ্দীপনে কুমার্য্যুপচর্য্যাবিন্যাসে সিদ্ধিপ্রকরণে দিব্যভাবনির্ণয়ে ভৈরবভৈরবীসংবাদে কুমারীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

কুমারীকবচম্।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি কুমারীকবচং শুভম্।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম মহাপাতকনাশনম্॥

পঠনাদ্ধারণাল্লোকা মহাসিদ্ধাঃ প্রভাকরাঃ।
শক্রো দেবাধিপঃ শ্রীমান্ দেবগুরুর্ব্বৃহস্পতিঃ॥

সম্যক্ তেজোময়ো বহ্নির্ধর্ম্মরাজো ভয়ানকঃ।
বরুণো দেবপূজ্যো হি জলানামধিপঃ স্বয়ম্॥

সর্ব্বহর্ত্তা মহাবায়ুঃ কুমারঃ কুঞ্জরেশ্বরঃ।
ধনাধিপঃ প্রিয়ঃ শম্ভোঃ সর্ব্বে দেবা দিগীশ্বরাঃ॥

মহাকাশপথে পৃথ্বী পাতু মাং শীতলা সদা।
রণমধ্যে রাজলক্ষ্মীঃ কুমারা কুলকামিনী॥

অর্দ্ধনারীশ্বরী পাতু মম পাদতলং মহী।
নবলক্ষমহাবিদ্যা কুমারী-রূপধারিণী॥

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশা চন্দ্রকোটিসুশীতলা।
পাতু মাং বরদা বাণী বটুকেশ্বরকামিনী॥

ইতি তে কথিতং নাথ কবচং পরমাদ্ভুতম্।
যোজয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স্তোত্রেণ কবচেন চ॥

কুমার্য্যাঃ কুলদায়িন্যাঃ পঞ্চতত্ত্বার্থপারগঃ।
যোজয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স্তোত্রেণ কবচে ন চ॥

আকাশগামিনী সিদ্ধির্ভবেৎ তস্য ন সংশয়ঃ।
বজ্রদেহী ভবেৎ ক্ষিপ্রং কবচস্য প্রসাদতঃ॥
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো যোগী জ্ঞানী ভবতি যঃ পঠেৎ।
বিবাদে ব্যবহারে চ সংগ্রামে কুলমণ্ডলে॥
মহাপথে শ্মশানে চ যোগসিদ্ধ্যুত্সবেষু চ।
পঠিত্বা ফলমাপ্নোতি সত্যং সত্যং কুলেশ্বরি॥
বশীকরণং কবচং সর্ব্বত্র জয়দং শুভম্।
পুণ্যবতী পঠেন্নিত্যং যতিঃ শ্রীমান্ ভবেদ্ধ্রুবম্॥
সিদ্ধবিদ্যা কুমারী চ দদাতি সিদ্ধিমুত্তমাম্।
পঠেদ্ যঃ শৃণুয়াদ্বাপি স ভবেৎ কল্পপাদপঃ॥
ভুক্তিং মুক্তিং তুষ্টিং পুষ্টিং রাজলক্ষ্মীং সুসম্পদম্।
প্রাপ্নোতি সাধকশ্রেষ্ঠো ধারয়িত্বা ভবেজ্জয়ী॥
অসাধ্যং সাধয়েদ্বিদ্বান্ পঠিত্বা কবচং শুভম্।
কুলীনানাং মহাসৌখ্যং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্॥
যোগিনীং দিবসে নিত্যং কুমারীং পূজয়েন্নিশি।
উপচারবিশেষেণ ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ॥
পালনে নাশনে বাপি মৎস্যেন মুদ্রয়া সহ।
নানাভক্ষ্যেণ ভোজ্যেন গন্ধদ্রব্যেন সাধকঃ॥
মাল্যেন স্বর্ণরজতালঙ্কারেণ সুচেলকৈঃ।
পূজয়িত্বা জপিত্বা চ তর্পয়িত্বা বরাননাম্॥

যজ্ঞদানতপস্যাভিঃ প্রয়োগেন মহেশ্বর ।
ত্বমেকঃ প্রভুরেকাত্মা সর্ব্বেশো নির্ম্মলোদয়ঃ ॥
এতৎকবচপাঠেন সর্ব্বে ভূপা ধনাধিপাঃ ।
প্রণবো মে শিরঃ পাতু মায়া সন্ধ্যাত্মিকা সতী ॥
ললাটোর্দ্ধং মহামায়া পাতু মে শ্রীসরস্বতী ।
কামাখ্যাবটুকেশানী ত্রিমূর্ত্তির্ভালমেঽবতু ॥
চামুণ্ডা বীজরূপা চ বদনং কালিকা মম ।
পাতু মাং সূর্য্যগা নিত্যং তথা নেত্রদ্বয়ং মম ॥
কর্ণযুগ্মং কামবীজস্বরূপা মে তপস্বিনী ।
রসাগ্রঞ্চ তথা পাতু বাগ্দেবী মালিনী মম ॥
দেবী প্রণবরূপা সা পাতু নিত্যং শিরো মম ।
ওষ্ঠাধরং শক্তি-বীজাত্মিকা স্বাহা স্বরূপিণী ॥
গলদেশং মহারৌদ্রী পাতু মে চাপরাজিতা ।
ক্ষ্রোঁ বীজং মে সদা কণ্ঠং রুদ্রাণী স্বাহয়ান্বিতা ॥
হৃদয়ং ষোড়শী বিদ্যা পাতু ষোড়শসুস্বরা ।
দ্বৌ বাহূ পাতু সর্ব্বত্র মহালক্ষ্মীঃ প্রধানিকা ॥
সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপা মে চোদরং পীঠনায়িকাঃ ।
পার্শ্বযুগ্মং তথা পাতু হৃদ্দেবী বাগ্‌ভবাত্মিকা ॥
কৈশোরী কটিদেশং মে মায়াবীজস্বরূপিণী ।
জঙ্ঘাযুগ্মং জয়ন্তী মে যোগিনী কুল্লুকাবৃতা ॥

সর্ব্বাঙ্গমম্বিকাদেবী পাতু মন্ত্রার্থগামিনী।
কেশাগ্রং কমলাদেবী নাসাগ্রং নরমোহিনী॥
চিবুকং চণ্ডিকাদেবী কুমারী পাতু মে সদা।
হৃদয়ং ললিতাদেবী পৃষ্ঠং পর্ব্বতবাসিনী॥
ত্রিশক্তিঃ ষোড়শী দেবী লিঙ্গং গুহ্যং সদাবতু।
শ্মশানে চাম্বিকাদেবী গঙ্গাগর্ভে চ ভৈরবী॥
শূন্যাগারে পঞ্চমুদ্রা মন্ত্রযন্ত্রপ্রকাশিনী।
চতুষ্পথে সদা পাতু মামেব বজ্রধারিণী॥
শবাসনগতা চণ্ডা মুণ্ডমালা বিভূষিতা।
পাতু মামেব লিঙ্গে চ ঈশ্বরী শক্তিরূপিণী॥
বনে পাতু মহাবালা মহারণ্যে রণপ্রিয়া।
মহাজলে তড়াগে চ শত্রুমধ্যে সরস্বতী॥
স্তুত্বা কুমারীং কবচং যঃ পঠেদেকভাবতঃ।
তস্য সিদ্ধি র্ভবেৎ ক্ষিপ্রং রাজরাজেশ্বরো ভবেৎ॥
বাঞ্ছাফলমবাপ্নোতি যদ্ যন্মনসি বর্ত্ততে।
ভূর্জ্জপত্রে লিখিত্বা যঃ কবচং ধারয়েদ্ যদি॥
শনিমঙ্গলবারে চ নবম্যামষ্টমীদিনে।
চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষতঃ॥
লিখিত্বা ধারয়েদ্বিদ্বান্ উত্তরাভিমুখো ভবন্।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বপাতকৈঃ॥
যোষিদ্ বামভুজে ধৃত্বা সর্ব্বকল্যাণমালভেৎ।
বহুপুত্রান্বিতা কান্তা সর্ব্বসম্পত্তিসংযুতা॥

তথা শ্রীপুরুষশ্রেষ্ঠো দক্ষিণে ধারয়েদ্ভুজে।
ঐহিকে দিব্যদেহঃ স্যাৎ পঞ্চাননসমপ্রভঃ ॥
শিবলোকং পরং যাতি বায়ুবেগী নিরাশ্রয়ঃ।
সূর্য্যমণ্ডলমাভেদ্য পরং মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥

লোকানামতিসৌখ্যদং ভয়হরং শ্রীপাদভক্তিপ্রদং
মোক্ষার্থং কবচং শুভং প্রপঠতামানন্দসিন্ধুস্তবম্।
আত্মানাং কলিকালঘোরকলুষধ্বংসৈকহেতুং জয়ং
যে লোকাঃ প্রপঠন্তি ধর্ম্মমতুলং মোক্ষং ব্রজন্তি ক্ষণাৎ।

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উত্তরতন্ত্রে মহাতন্ত্রোদ্দীপনে কুমার্য্যুপচর্য্যাবিন্যাসে কুমারীকবচোল্লাসে সিদ্ধমন্ত্রপ্রকরণে ভাবনির্ণয়কুমারী-কবচং সমাপ্তম্!

ইতি শ্রীকামাখ্যা-মাহাত্ম্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

হয়গ্রীবকথনম্

কালিকাপুরাণে।

বর্ণাশায়া দক্ষিণস্যাং লৌহিত্যো নাম সাগরঃ।
মণিকূটঃ স্থিতঃ পূর্ব্বে হয়গ্রীবো হরির্যতঃ ॥
স হয়গ্রীবরূপেণ বিষ্ণুর্হত্বা জ্বরাসুরম্।
নিহত্য চ হয়গ্রাবং ক্রীড়ায়ৈ যত্র সংস্থিতঃ ॥
হত্বা জ্বরং তথা বিষ্ণুস্তত্র বাসমথাকরোৎ।
নরদেবাসুরাদীনাং যথা ভবতি বৈ হিতম্ ॥

জ্বরেণাপীড়িততনু র্জ্বরং হত্বা মহাসুরম্।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় সোঽগদস্থানমাহরৎ ॥
অগদস্থানসম্ভূতং সঞ্জাতঞ্চ মহাসুরম্।
হত্বা স্বয়ং হয়গ্রীবো নাম চক্রেঽপুনর্ভবম্ ॥
ন পুনর্জায়তে যস্মাৎ তত্র স্নাত্বা নরোত্তমঃ।
অপুনর্ভবসংজ্ঞং তৎ সরস্তু পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
মণিকূটাচলে বিষ্ণুর্হয়গ্রীবস্বরূপধৃক্।
শতব্যামপ্রমাণেন বিস্তারেণৈব শোভিতম্ ॥

বর্ণাশায়ার দক্ষিণে লৌহিত্য, তাহার পূর্ব্বে মণিকূট পর্ব্বত; যেথানে হরি হয়গ্রীবরূপে আছেন; এই হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু জরাসুর এবং হয়গ্রীবাসুরকে বধ করিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত তথায় বিরাজিত রহিয়াছেন। জরাসুরকে বধ করিয়া শ্রীবিষ্ণু নর, দেব, অসুর প্রভৃতির হিতসাধনার্থ এই স্থান অধিকার করিয়া বাস করেন। জ্বর-নিপীড়িত-কলেবর শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বলোকের হিতসাধনার্থ অতঃপর অগদ স্থান (যে স্থানে পীড়া হয় না) অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অগদ-স্থানসম্ভূত সঞ্জাত মহাসুরকে বধ করিয়া স্বয়ং হয়গ্রীব সেই স্থানের 'অপুনর্ভব' এই নাম করেন। এই কুণ্ডে স্নান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না বলিয়া এই কুণ্ডের নাম অপুনর্ভব কুণ্ড। মণিকূট পর্ব্বতে বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপ ধারণ করিয়াছেন, এই পর্ব্বত বিস্তারে ও দৈর্ঘ্যে একশত বাহু পরিমিত।

তস্মাৎ পূর্ব্বে ভদ্রকামঃ পর্ব্বতস্তু ত্রিকোণকঃ।
যত্র কালহয়ো নাম শিবলিঙ্গং ব্যবস্থিতম্।
তস্যাসন্নে দক্ষিণস্যামপুনর্ভবকুণ্ডকম্ ॥
অপুনর্ভব-সরস্তীরে পর্ব্বতে ভদ্রকামকে।
হয়বিম্বীতি বিখ্যাতা শিলা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥

তত্রযোগী মহাদেবো যোগজ্ঞো ধ্যানতৎপরঃ।
যংদৃষ্ট্বা যোগভাগ্ মর্ত্ত্যো মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥

তাহার পূর্ব্বে ত্রিকোণাকার ভদ্রকাম পর্ব্বত; তথায় কালহয় নামে শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন। তাঁহার সন্নিকটে এবং দক্ষিণে অপুনর্ভব কুণ্ড, এই কুণ্ডের তীরে ভদ্রকাম পর্ব্বতে ব্রহ্মস্বরূপিণী শিলা হয়বিম্বা নামে বিখ্যাত। তথায় মহাদেব যোগজ্ঞরূপে ধ্যানে নিমগ্ন, যাহাকে দেখিলে যাগজ্ঞ হওয়া যায় ও মৃত্যু হইলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

তস্যামেব শিলায়াস্তু গোকর্ণে নামা শঙ্করঃ।
গোকর্ণে নিহতো যেন অন্ধকস্য সখা পুরা॥
গোকর্ণস্য তথৈশান্যাং কেদারঃ শম্ভুরুত্তমঃ।
ততোঽনু কমলঃ প্রোক্তঃ কমলাকারভোগধৃক্॥
যত্রাস্তি শম্ভুঃ কেদারঃ স গিরির্মদনাহ্বয়ঃ।
তত্রৈব কমলঃ প্রোক্তঃ স মহাত্মা লয়প্রদঃ॥
স্নাত্বা পুনর্ভবজলে দৃষ্ট্বা গোকর্ণযোগিনৌ।
কেদার-কমলৌ দৃষ্ট্বা মুক্তির্ম্মাধবদর্শনে॥

সেই শিলাতেই গোকর্ণ নামে শিব অবস্থিত, যিনি অন্ধকের সখ গোকর্ণকে বধ করিয়াছিলেন। গোকর্ণের ঈশান কোণে কেদার নামে শিব, তাঁহার পৃষ্ঠভাগে কমলা নামে লক্ষ্মী, তাঁহার ভোগকারী বিষ্ণুও তথায় আছেন। যেখানে কেদার নামে শিব আছেন, সেই পর্ব্বতবে মদন পর্ব্বত বলে। অপুনর্ভব কুণ্ডের জলে স্নান করিয়া গোকর্ণ যোগী কেদার কমল এবং মাধব দর্শন করিলে মুক্তি হয়।

দৃষ্ট্বা তু মাধবং দেবং ততঃ কামং বিলোকয়েৎ।
কামং বিলোক্য তত্রস্থো নিরীক্ষেদপুনর্ভবম্॥

এবং কৃত্বা পীঠযাত্রামনেন ক্রমযোগতঃ।
সপ্তপূর্ব্বান্ সপ্তপরান্ আত্মানং দশ পঞ্চ চ।
পিতৄনুদ্ধৃত্য ত্রিদিবং নয়েৎ স পুরুষোত্তমঃ॥

মাধবকে দর্শন ও কামগিরীকে অবলোকন করিবে; অপুনর্ভব ও কেদারকে দর্শন করিবে। এই প্রকার পীঠযাত্রা করিলে সপ্তপূর্ব্বের সপ্ত পরের ও নিজের সহিত পঞ্চদশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া স্বর্গে গমন করে।

স্নানমন্ত্রঃ।

বিষ্ণুস্থানসমুদ্ভূতা পুনর্ভব হরীশ্বর।
পাপং হর স্বর্গহেতো জিতসঙ্গ মহোদধে।

এই মন্ত্রে কুণ্ডে স্নান করিবে।

হয়গ্রীবস্য পূর্ব্বস্যাং কেদারস্য তু পশ্চিমে।
ছায়া-ভোগাহ্বয়-স্থানং পুরী ভোগবতী তথা।
যো গচ্ছেন্ মণিকূটাখ্যং কৌতুকাচ্চা পুনর্ভবম্।
স সর্ব্বতীর্থযাত্রাণাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
জৈষ্ঠে মাসি সিত পক্ষে পঞ্চদশ্যাষ্টমীষু চ।
স্নাত্বা পুনর্ভবজলে যঃ পশ্যেদ্‌বিধিবদ্ধরিম্।
স সর্ব্বং কুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

হয়গ্রীবের পূর্ব্বে কেদারের পশ্চিমে ছায়াভোগ ও ভোগবতী পুরী। কৌতুহলেও যদি যদি কেহ মণিকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অপুনর্ভবকুণ্ডে গমন করে, সে ব্যক্তি সমস্ত তীর্থযাত্রার ফললাভ করে। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল অষ্টমী ও পূর্ণিমা তিথিতে অপুনর্ভব কুণ্ডে স্নান করিয়া বিধিপূর্ব্বক হরিকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত কুলকে উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুসাযুজ্য অর্থাৎ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়।

জ্যৈষ্ঠস্তু সকলং মাসং নিত্যং পশ্যেৎ তু যো হরিম্।
হরৌ বিলীনতাং যাতি স সর্ব্বৈঃ সহিতঃ কুলৈঃ॥
এতৎ তে কথিতং পুণ্যং মণিকূটাহ্বয়ং পদম্।
বারাণসীতোঽপ্যধিকং সিদ্ধবিদ্যাধরার্চ্চিতম্॥
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বিপ্রো মণিকূটস্য নির্ণয়ম্।
স সর্ব্ববেদস্য ফলং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ॥

যে ব্যক্তি সমস্ত জ্যৈষ্ঠ মাস প্রত্যহ হরিকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি সমস্ত কুল উদ্ধার করিয়া হরির সহিত বিলীন হয়। এই সমস্ত মণিকূট বিবরণ তোমাদের নিকট বলিলাম; ইহা বারাণসী হইতেও অধিক এবং সিদ্ধ বিদ্যাধরের পূজিত। যে বিপ্র মণিকূটের বিবরর্ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত বেদপাঠের ফললাভ করেন।

অশ্বক্রান্ত-কথনম্।

যোগিনীতন্ত্রে।

শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্গুহ্যমনুত্তমম্।
সর্ব্বতীর্থেষু বিখ্যাতমশ্বক্রান্তমতঃ পরম্॥
মধ্যতশ্চৈব গোদন্তঃ ক্রান্তস্তু দক্ষিণে তথা।
ষণ্মুখশ্চ জয়ন্তশ্চ অশ্বক্রান্তে জনার্দ্দনঃ॥
অশ্বক্রান্তে পরো যোগঃ অশ্বক্রান্তে পরাগতিঃ।
অশ্বক্রান্তে পরোমোক্ষস্তীর্থং নৈবাস্তি তাদৃশম্॥
মেরুমন্দরতুল্যোঽপি রাশিঃ পাপস্য সর্ব্বশঃ।
অশ্বক্রান্তং সমাসাদ্য সর্ব্বো ব্রজতি সংক্ষয়ম॥

ভগবান্ বলিতেছেন—হে দেবি! পরম গুহ্যতম ও সমস্ত তীর্থ হইতে বিখ্যাত অশ্বক্রান্ত-মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর। মধ্যে গোদন্ত,

দক্ষিণে ক্রান্ত ষড়ানন ও জয়ন্ত জনার্দ্দন অশ্বক্রান্তে অবস্থিত। অশ্বক্রান্তে পরমগতি, পরম যোগ ও পরম মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, ইহার সদৃশ তীর্থ আর নাই ; মেরু মন্দরের তুল্য পাপরাশিযুক্ত ব্যক্তিও অশ্বক্রান্তে গমন করিলে সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

অশ্বক্রান্তস্থিতাঃ স্পৃষ্টাঃ পাংশুভির্ব্বায়ুনেরিতৈঃ।
যদি দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥
ন সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গয়াদ্বারে চ পুষ্করে।
যা গতির্ব্বিহিতা পুংসামশ্বক্রান্তনিবাসিনাম্ ॥
ন দানৈর্ন তপোভিশ্চ ন যজ্ঞৈর্নাপি বিদ্যয়া।
প্রাপ্যতে গতিরুৎকৃষ্টা অশ্বতীর্থে চ লভ্যতে ॥
সংসর্গাচ্চ ভবেন্মোক্ষ ইতরাসৎপরিগ্রহাৎ।
আগস্ত্যাদপি চাগ্ন্যাদেরিদমেব মহত্তরম্ ॥

অশ্বক্রান্তে যাইতে যাইতে যে ব্যক্তির পথে মৃত্যু হয়, অশ্বক্রান্ত পীঠের ধূলি যদি বায়ুতে আসিয়া তাহার উপরে পড়ে, দুষ্কর্ম্মা হইলেও সে পরম গতিপ্রাপ্ত হয়। অশ্বক্রান্তবাসীর যে গতি কুরুক্ষেত্র, গয়া ও পুষ্করবাসীদেরও সে গতি হয় না ; দানে, যজ্ঞে, তপে, বিদ্যায় যে গতিপ্রাপ্ত হয় না, অশ্বতীর্থে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতিপ্রাপ্তি হয়। আগস্ত্য, অগ্ন্যাদি তীর্থ হইতেও ইহা শ্রেষ্ঠ, এখানে ইতর ও অসৎ পরিগ্রহ হইতে এবং সংসর্গ জনিত পাপ হইতে মোক্ষলাভ করে।

ব্রহ্মঘাত্যপি যো গচ্ছেদশ্বক্রান্তং কদাচন।
অশ্বক্রান্তস্য মাহাত্ম্যাৎ ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ॥
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কদাচিদপি দৃশ্যতে।
উত্তরং দক্ষিণং বাপি অন্যদ্বারং বিচিন্তয়েৎ ॥

সর্ব্বোঽপ্যস্য শুভঃ কালঃ অশ্বক্রান্তে বরাননে।
মহাদানেন তল্লাভো যৎফলং লভতে নরঃ॥
অশ্বতীর্থে তু কাকিন্যাং দত্তায়াং লভতে ঽক্ষয়ম্।
একাহমুপবাসং যঃ করোতীহ মম প্রিয়ে॥
ফলং বর্ষসহস্রস্য লভতে মৎপরায়ণঃ।

ব্রহ্মহত্যাকারীও যদি কখন অশ্বক্রান্তে গমন করে, অশ্বক্রান্তেরমাহাত্ম্যে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়, ও তাহার আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। এখানে উত্তর দ্বার দক্ষিণ দ্বার কিছু বিচার নাই ও অয়নের বিচার নাই। অন্যতীর্থে নরগণ মহাদান দ্বারা যে ফললাভ কবে অশ্বতীর্থে কাকিনী মাত্র দ্বারা তদ্রূপ অক্ষয় ফললাভ করে। মৎপরায়ণ ব্যক্তি একদিন এইস্থানে উপবাস করিলে হাজার বৎসর উপবাসের ফললাভ করে।

তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্ যঃ প্রযচ্ছতি।
একাহঞ্চ বসেচ্চাত্র তয়োস্তুল্যং ফলং লভেৎ॥
প্রয়াগে মাঘমাসে তু সম্যক্ স্নানেন যৎফলম্।
তৎফলং কোটি গুণিতমশ্বতীর্থে ক্ষণে ক্ষণে।
ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ।
সেবনাচ্চৈব মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে চ শঙ্করি॥
কীটাঃ পতঙ্গা মশকাশ্চ বৃক্ষা
জলে স্থলে যে বিচরন্তি জীবাঃ।
মণ্ডূকমৎস্যাঃ ক্রমশোঽশ্বক্রান্তে
ত্যক্ত্বা শরীরং শিবমাপ্নুবন্তি॥

তীর্থান্তরে যথাবিধি এককোটি গোদানে যে ফল, অশ্বক্রান্তে একদিন মাত্র বাস করিলেই সেই ফললাভ হয়। প্রয়াগে মাঘমাসে বিধিবৎ স্নানে

যে ফল, অশ্বতীর্থে ক্ষণে ক্ষণে তাহার কোটিগুণ ফলপ্রাপ্ত হয়। হে শঙ্করি! যদি মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণ কালে অশ্বতীর্থের উপাসনা করা যায়, তাহা হইলে অন্যতীর্থে ষষ্টিকোটি সহস্র ও ষষ্টিকোটি শত বৎসর সেবনের ফললাভ হয়। তথায় কীট, পতঙ্গ, মশক, বৃক্ষ এবং মণ্ডূক ও মৎস্যাদি যে সকল জীব জলে স্থলে বিচরণ করে, তাহারা অশ্বতীর্থে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

নাভিতারা-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

ব্রহ্মশৈলস্য পূর্ব্বস্যাং ভূমিপীঠে ব্যবস্থিতম্।
চারু নিম্নশুভাবর্ত্তং কামাখ্যা-নাভিমণ্ডলম্।
তত্রোগ্রতারা-রূপেণ পূজিতব্যা শুভাত্মিকা॥

ব্রহ্ম পর্ব্বতের পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভূমি-পীঠে মনোহর নিম্ন-শুভাবর্ত্ত কামাখ্যার নাভিমণ্ডল অবস্থিত। তথায় উগ্রতারারূপে পরমেশ্বরী ক্রীড়া করিয়া থাকেন, উগ্রতারারূপেই শুভাত্মিকার পূজা করিবে।

চিত্রাচল-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

নাভিমণ্ডলপূর্ব্বস্যাং ভস্মকূটস্য দক্ষিণে।
পূর্ব্বস্যাং কর্পটো নাম পর্ব্বতো যমরূপধৃক্॥
পূর্ব্বস্যাং কর্পটাখ্যস্তু শৈলাচ্চিত্র ইতি স্মৃতঃ।
যঃ পূর্ব্বভাগপ্রান্তেঽভূদ্দিশ্যাগ্নেয্যামবস্থিতঃ॥
পীঠস্তু ব্রহ্মগ্রাবা তু স প্রাক্-পর্ব্বত উচ্যতে।
তস্মিন্ বসন্তি সততং গ্রহা নব যথেচ্ছয়া।
তত্র তান্ পূজয়েদ্যস্তু স নাপ্নোত্যপদং ক্বচিৎ॥

এবং চিত্রশৈলবরে পূজয়িত্বা নবগ্রহান্।
অভীষ্টাঁল্লভতে কামান্নরঃ শান্তিং তথোত্তমাম্॥

নাভিভারার পূর্ব্বে উমানন্দের দক্ষিণে যমরূপধারী কর্পট নামে পর্ব্বত, ঐ পর্ব্বতই চিত্রাচল নামে খ্যাত। পূর্ব্বদিকে একভাগে অগ্নিকোণে ব্রহ্মগ্রাব পীঠ; তথায় নবগ্রহ বিদ্যমান, এই নবগ্রহকে পূজা করিলে কখনও বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না। মানবগণ এই চিত্রাচলে গমন করিয়া নবগ্রহকে পূজা করিলে শান্তি ও অভীষ্ট কামনা লাভ করে।

বশিষ্ঠোপাখ্যানম্।

কালিকাপুরাণে।

জগ্মতুর্দ্দক্ষিণাং কাষ্ঠাং যত্র সন্ধ্যাচলঃ স্থিতঃ।
কান্তা নাম নদী তত্র বশিষ্ঠেনাবতারিতা॥
তস্যাস্তীরে মহাশৈলঃ স্নিগ্ধচ্ছায়লতাতরুঃ।
সন্ধ্যাং বশিষ্ঠঃ কৃতবাং স্তত্র যস্মাদ্বিধেঃ সুতঃ॥
অতঃ সন্ধ্যাচলং নাম তস্য গায়ন্তি দেবতাঃ।
তত্রাসাদ্য বশিষ্ঠস্তু সাক্ষাদিব হুতাশনম্॥
আরাধয়ন্তং গিরিশং ধ্যানসংযুক্তমানসম্।
তপঃশ্রিয়া দীপ্যমানং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্॥

দক্ষিণদিকে যেখানে সন্ধ্যাচল পর্ব্বত বিদ্যমান, তথায় বশিষ্ঠদেব কান্তা নদীকে আনয়ন করিয়া তপস্যা করেন। ঐ নদীর তীরে মহা পর্ব্বত স্নিগ্ধ-চ্ছায়া ও লতাতরু সমন্বিত, তথায় ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ সন্ধ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পর্ব্বতের নাম সন্ধ্যাচল হয়। সেইখানে বশিষ্ঠ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় ধ্যানযুক্ত হইয়া মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন, তিনি তপস্যার তেজে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

ক্ষোভকাখ্যান্মহাশৈলাদৈশান্যাং পর্ব্বতোত্তমঃ।
তুঙ্গঃ সন্ধ্যাচলো নাম বশিষ্ঠো যত্র শপ্তবান্॥
নিমিনাম্নস্তু রাজর্ষেঃ শাপাদ্ ব্রহ্মসুতঃ পুরা।
বশিষ্ঠোঽহশরীরোঽভূৎ তচ্ছাপাচ্চ নিমিস্তথা॥
ততো ব্রহ্মোপদেশেন নির্জ্জনে কামরূপকে।
সন্ধ্যাচলে তপস্তেপে তস্য বিষ্ণুরভূৎ তদা॥
অমৃতান্যবতার্য্যাশু কুণ্ডং কৃত্বা গিরেস্তটে।

ঈশান কোণে ক্ষোভকাখ্যান পর্ব্বত বা তুঙ্গ সন্ধ্যাচল; তথায় বশিষ্ঠ উগ্রতারা দেবী প্রভৃতিকে শাপ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ নিমি রাজের শাপে দেহহীন হন। রাজর্ষি নিমিও তাঁহার শাপে দেহহীন হন, এই হেতু ব্রহ্মার উপদেশ মত মহাত্মা বশিষ্ঠ এই নির্জ্জন কামরূপ পীঠের সন্ধ্যাচলে বিষ্ণুর তপস্যা করিলে বিষ্ণু প্রত্যক্ষ হইয়া বর প্রদান করেন; মহর্ষি বরপ্রভাবে সেই পর্ব্বতের নিকটে অমৃতকুণ্ড অবতার করিলেন।

তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ শরীরং পাপ-পূরিতম্।
তস্মাদমৃতকুণ্ডাচ্চ সন্ধ্যা নাম নদীবরা॥
নিঃসৃতা তত্র চাপ্লুত্য চিরায়ুরগদোঽভবৎ।
তস্মাৎ পূর্ব্বন্তু ললিতা ললিতাখ্যসরিদ্বরা॥
সাগরাদ্দক্ষিণাৎ পূর্ব্বং মহাদেবাবতারিতা।
বৈশাখে শুক্লপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং নরস্তু যঃ।
কুর্য্যাদ্ বৈ ললিতাস্নানং স শম্ভুসদনং ব্রজেৎ॥

তথায় স্নান ও পান করিয়া বশিষ্ঠ পুনরায় পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইলেন। সেই অমৃত কুণ্ড হইতে সন্ধ্যানামে নদী বাহির হইয়াছে, তথায় স্নান করিলে চিরায়ু ও নীরোগ হয়। তাহার পূর্ব্বে ললিতা নামে নদী মহাদেব

দক্ষিণ সাগর হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। বৈশাখমাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে যিনি ললিতা নদীতে স্নান করেন, তিনি মহাদেবের নিকট গমন করেন।

ললিতায়াঃ পূর্ব্বতীরে ভগবান্নাম পর্ব্বতঃ।
স্বয়ং বিষ্ণুর্লিঙ্গরূপী তত্রাস্তে ভগবান্ হরিঃ।
ললিতায়াং নরঃ স্নাত্বা দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষকে।
ভগবন্তং সমাবাহ্য যো জপেৎ পরমেশ্বরম্।
স যাতি বিষ্ণুসদনং শরীরেণ বিরাজতা।
এতাঃ পূর্ব্বোদিতা নদ্যঃ সর্ব্বাশ্চৈবোত্তরস্রবাঃ।
ক্রমাৎ তু দক্ষিণং যান্তি সাগরং জাহ্নবীসমা।

ললিতার পূর্ব্বতীরে ভগবান্ নামে পর্ব্বতে স্বয়ং বিষ্ণু লিঙ্গরূপে আছেন; শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে ললিতায় স্নান করিয়া ভগবান্ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুর নাম যে ব্যক্তি জপ করে, সে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করে। পূর্ব্বে কথিত নদীসকল গঙ্গার ন্যায় উত্তর দিক হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণে গমন করিয়াছে।

বশিষ্ঠায় দ্বি কুণ্ডায় ত্রিধারাসলিলায় চ।
অতঃ পুনাতু মৎপাপং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥

ইতি শ্রীকামাখ্যা-মাহাত্ম্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

—০—

দ্বাদশোঽধ্যায়।

উর্ব্বশ্যাদিপ্লাবন-কথনম্।

কালিকাপুরাণে।

ঔর্ব্ব উবাচ।

কামরূপে মহাপীঠে স্নাত্বা পীত্বা চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা চ সকলা লোকাঃ স্বর্গং পুরা যযুঃ॥
কেচিদ্ভেজুশ্চ নির্ব্বাণং কেচিদ্‌যান্তিস্ম শম্ভুতাম্।
ন যমস্তান্ বারয়িতুং নেতুঞ্চ নিজমন্দিরম্॥
ক্ষমোঽভূন্নৃপশার্দ্দূল শিবাজ্ঞা জাতসাধ্বসাঃ।
যমদূতং যত্র যান্তি ধাবন্তে শাঙ্করা গণাঃ॥
ন তদ্‌ভিয়া তত্র যান্তি যমদূতাঃ প্রচোদিতাঃ।
তথা দৃষ্ট্বাথ শমনঃ স্বক্রিয়াপরিবর্জ্জিতঃ।
বিধাতারং সমাসাদ্য বচনঞ্চৈবমব্রবীৎ॥

কামরূপ মহাপীঠে স্নান, পান ও পূজা করিয়া মানবগণ স্বর্গে গমন করিতেছে এবং কেহবা নির্ব্বাণপদ, কেহবা শিবত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। যম তাহাদিগকে বারণ করিয়া নিজালয়ে যাইয়া যাইতে পারিতেছে না। হে নৃপশার্দ্দূল! মহাদেবের ভয়ে যমদূতেরা কেহই পাপীকে লইয়া যাইতে পারিতেছে না। যমদূতেরা যেখানেই যায় শিবদূতেরা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। যম এই সকল নিজের কর্ত্তৃত্বহীন ভাবিয়া ব্রহ্মার নিকট যাইয়া বলিতেছেন।

বিধাতঃ কামরূপেঽস্মিন্ স্নাত্বা পীত্বা চ মানবাঃ।
কামাখ্যা-গণতাং যান্তি তথা শম্ভুগণেশতাম্॥
তত্র মে নাধিকারোঽস্তি ন তান্ বারয়িতুং ক্ষমঃ।
বিধৎস্বাত্রোচিতাং নীতিং যুজ্যতে যদি গোচরে॥
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
জগাম বিষ্ণুভবনং সহৈব সমবর্ত্তিনা॥

হে বিধাতঃ! কামরূপে মানব সকল স্নান ও পান করিয়া কেহ বা কামাখ্যাগণত্ব, কেহ বা শিবত্ব, কেহ বা গণেশত্ব প্রাপ্ত হইতেছে; তথায় আমার আর অধিকার নাই এবং বারণ করিতেও ক্ষমতা নাই। এখন আপনি যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন, আমার আর পাপীর প্রতি অধিকার নাই। পিতামহ ব্রহ্মা যমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন।

তমাসাদ্য তদা প্রাহ বিষ্ণবৈ যমভাষিতম্।
যথাবৎ সর্ব্বলোকেশঃ স চ তদ্বাক্যমব্রবীৎ॥
সহ ব্রহ্মযমাভ্যাস্তু বিষ্ণুঃ শম্ভুং যযৌ ততঃ।
সৎকৃতস্তেন পৃষ্টশ্চ প্রাহেদং যমভাষিতম্।

বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মা যমের কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত বিষ্ণুকে বলিলেন। বিষ্ণুও ব্রহ্মা এবং যমকে সঙ্গে করিয়া শিবের নিকট গমন করিয়া বলিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

সর্ব্বতীর্থৈঃ সর্ব্বদেবৈঃ সর্ব্বক্ষেত্রৈস্তথৈব চ।
এতদ্ব্যাপ্তং কামরূপং নাতোঽন্যদ্বিদ্যতে পরম্॥

ইদং পীঠং সমাসাদ্য দেবত্বং যান্তি মানবাঃ।
অমৃতত্বং গণত্বঞ্চ তত্র শক্তো যমো নহি॥
তথা কুরু মহাদেব যথা তত্র ক্ষমো যমঃ।
যমো নিরস্তো যত্রাস্তি মর্য্যাদা ন প্রবর্ত্ততে॥

বিষ্ণু বলিতেছেন—সমস্ত তীর্থেতে, সমস্ত দেবতাতে ও সমস্ত ক্ষেত্রে এই কামরূপ দেশব্যাপ্ত, ইহার সদৃশ স্থান আর নাই। এই পীঠে আসিয়া মানব সকল দেবত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, যম তাহা বারণ করিতে পারিতেছে না। হে মহাদেব! যে প্রকারে যম পুনরায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় তাহার উপায় করুন, যমের অনাদর হইলে ধর্ম্মের আর মর্য্যাদা থাকে না!

ঔর্ব্ব উবাচ।

এতদ্‌বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা বিধিনা সহিতস্য তু।
অঙ্গীচকার কৃতয়ে তদ্‌বচঃসাধ্যসাধনে॥
বিসৃজ্য তান্‌ ব্রহ্মবিষ্ণুযমান্‌ বৃষভবাহনঃ।
আদায় স্বগণান্‌ সর্ব্বান্‌ কামরূপান্তরং যযৌ॥
উগ্রতারাং ততো দেবীং গণঞ্চ প্রাহ শঙ্করঃ।
উৎসারয়ন্তু সকলানিমাল্লোকান্‌ গণা দ্রুতম্‌॥
ততো গণাঃ কামরূপা দেবী চাপ্যপরাজিতা।
লোকানুৎসারয়ামাস পীঠং কর্ত্তুং রহস্যকমম্‌॥

ঔর্ব্বমুনি রাজা সগরের নিকট বলিতেছেন—মহাদেব ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর্‌ এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইহার প্রতিকার করিতে অঙ্গীকার করিলেন। মহাদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যমকে বিদায় করিয়া আপনার সমস্তগণের সহিত কামরূপে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া

উগ্রতারা ও সমস্তগণকে বলিলেন যে, এখানকার নিবাসী লোক সকলকে বাহির করিয়া দেও; তাহার পর উগ্রতারা ও সমস্তগণেরা মানবগণকে বাহির করিয়া দিয়া পীঠটি নির্জ্জন করিলেন।

উৎসার্য্যমাণে লোকে তু চতুর্ব্বর্ণে দ্বিজাতিষু।
সন্ধ্যাচলগতো বিপ্রো বশিষ্ঠঃ কুপিতো মুনিঃ॥
সোঽপ্যুগ্রতারয়া দেব্যা উৎসারয়ীতুমীশয়া।
গণৈঃ সহ ধৃতঃ প্রাহ শাপং কুর্ব্বন্ সুদারুণম্॥
যস্মাদহং ধৃতো বামে ত্বয়োৎসারয়িতুং মুনিঃ।
তস্মাৎ ত্বং বামভাবেন পূজ্যা ভব সমন্ত্রিকা॥
ভ্রমন্তি ম্লেচ্ছবদ্ যস্মাদ্ গণানাং মন্দবুদ্ধয়ঃ।
ভবন্তু ম্লেচ্ছা তস্মাদ্বৈ ভবন্তঃ কামরূপকে॥
মহাদেবাঽপি যস্মান্মাং নিঃসারয়িতুমুদ্যতঃ।
তপোধনং মুনিং দান্তং ম্লেচ্ছবদ্বেদপারগম্।
তস্মান্ ম্লেচ্ছপ্রিয়ো ভূয়াচ্ছঙ্করশ্চাস্থিভস্মধৃক্॥

চতুর্ব্বর্ণ ও ব্রাহ্মণ সকলকে বাহির করিয়া দিয়া তাহার পর সন্ধ্যাচলে অবস্থিত বশিষ্ঠকেও বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত উগ্রতারা ও সমস্তগণেরা গমন করিয়া তাঁহাকে ধরিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া উগ্রতারাকে শাপ দিলেন যে, আমাকে যখন তুমি বামহাতে ধরিয়া বাহির করিয়া দিয়েছ, সে কারণে তুমি বামভাগে পূজিত হইবে এবং মন্দবুদ্ধি সমস্তগণেরা আমাকে ভৎর্সনা করিতেছে, সেইজন্ত ইহারাও কামরূপে ম্লেচ্ছ হইবে; মহাদেবও যখন বেদপারগ তপোধন ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় এতাদৃশ আমাকে ম্লেচ্ছের ন্যায় বাহির করিয়া দিতে উদ্যত, সেইজন্ত তিনিও ম্লেচ্ছের প্রিয় ও ভস্ম অস্থি-ধারী হইয়া এখানে বাস করিবেন।

এতৎ তু কামরূপাখ্যং ম্লেচ্ছৈর্গুপ্তং ভবেদ্ধ্রুবম্।
স্বয়ং বিষ্ণুর্নায়াতি যাবৎ স্থানমিদং পুনঃ॥
বিরলাশ্চাগমাঃ সন্তু য এতৎপ্রতিপাদকাঃ।
বিরলং যস্তু জানাতি কামরূপাগমং বুধঃ।
স এব প্রাপ্তকালেঽপি সম্পূর্ণং ফলমাপ্স্যতি।
এবমুক্ত্বা বশিষ্ঠস্তু তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

কামরূপ ম্লেচ্ছে পরিপূর্ণ হউক। যে পর্য্যন্ত বিষ্ণু এখানে আগমন করিবেন না, সে পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছেরাই অধিকার করিবে। সম্পূর্ণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রজ্ঞ ও কামরূপের মাহাত্ম্যজ্ঞ ব্যক্তি কম হইবে। যদি কখন কেহ জানিতে পারেন, তিনি যথাকালে সম্পূর্ণ ফললাভ করিবেন; বশিষ্ঠ এই বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তে গণা ম্লেচ্ছতাং যাতাঃ কামরূপে সুরালয়ে।
বামাঽভূদুগ্রতারাপি শম্ভুর্ম্লেচ্ছরতোঽভবৎ॥
আগমা বিরলাশ্চাসন্ যে চ তৎপ্রতিপাদকাঃ।
বেদমন্ত্রবিহীনস্তু চতুর্ব্বর্ণবিবর্জ্জিতম্॥
কামরূপং ক্ষণাজ্জাতং যদ্ যমেনানুসারিতম্।
আগতে তু হরৌ মুক্তে শাপাৎ পীঠফলপ্রদে॥
যথা ন সম্যক্ স্থাস্যন্তি তৎপীঠে দেবমানুষাঃ।
গুপ্তয়ে সর্ব্বকুণ্ডানাং ব্রহ্মোপায়ং তথাঽকরোৎ॥

এদিকে 'কামরূপ্ দেবালয়ে গণেরা সকলে ম্লেচ্ছ হইলেন, উগ্রতারাও বামাচারিণী এবং মহাদেবও ম্লেচ্ছ-পূজিত হইলেন। আগমশাস্ত্র বিরল, বেদমন্ত্রহীন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি স্বক্রিয়া পরি-

বর্জ্জিত হইলেন। যমের কর্ত্তৃত্বের জন্য ক্ষণমধ্যে কামরূপের এতাদৃশ অবস্থা হইল। বিষ্ণু শাপমুক্ত করিতে আগমন করিলে, যাহাতে মনুষ্য তথাকার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ জানিতে না পারে, তাহার জন্য ব্রহ্মা এই সকল কুণ্ডকে গুপ্ত করিতে উপায় করিলেন।

অপুনর্ভবকুণ্ডস্য সোমকুণ্ডস্য চোভয়োঃ।
ব্রহ্মোর্ব্বশীকুণ্ডয়োস্তু নদীনামপি ভূরিশঃ॥
নদীনাং পূর্ব্বমুক্তানামনুক্তানাঞ্চ গুপ্তয়ে।
সর্ব্বস্যৈকফলজ্ঞানে ব্রহ্মোপায়ং তথাহকরোৎ॥
অমোঘায়াং শান্তনোস্তু ভার্য্যায়াং তনয়ং স্বকম্।
জলরূপং সমুৎপাদ্য জামদগ্ন্যেন ধীমতা।
অবাতারয়দব্যগ্রং প্লাবয়ন্ কামরূপকম্॥
স তু ব্রহ্মসুতো ধীরঃ প্লাবয়ন্ কুণ্ডসঞ্চয়ান্।
আচ্ছাদ্য সর্ব্বতীর্থানি ভুবি গুপ্তানি চাকরোৎ॥

অপুনর্ভবকুণ্ড, সোমকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, উর্ব্বশীকুণ্ড এবং আরও যত উক্ত অনুক্ত নদ নদী আছে, সমস্তই গুপ্ত করিয়া, একফল করিবার জন্য ব্রহ্মা উপায় করিলেন। ব্রহ্মা শান্তনুর ভার্য্যা অমোঘার গর্ভে জলরূপী এক পুত্র উৎপাদন করতঃ পরশুরাম কর্ত্তৃক অব্যগ্রভাবে উহাকে অবতারিত করেন; তাহাতে সমস্ত কুণ্ড প্লাবিত হইয়া যায়।

লৌহিত্যমাত্রং যে কেচিজ্জানন্তি তত্র বৈ নরাঃ।
তে লৌহিত্যস্নানফলং প্রাপ্নুবন্তি সুনিশ্চিতম্॥
ন জানন্তি চ কুণ্ডানি নাপি তীর্থানি চান্যতঃ।
বশিষ্ঠশাপাদেতৎ তু প্রবৃত্তং তীর্থগোপনম্॥

যঃ কশ্চিৎ তত্র জানাতি তীর্থানাঞ্চ বিশেষতাম্।
সমবাপ্নোতি তৎস্নানং ফলং তস্য নরোত্তম॥
সর্ব্বা নদীঃ সমাপ্লাব্য সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বতঃ।
লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ পুত্রো যাতি দক্ষিণসাগরম্॥

যে ব্যক্তি লৌহিত্য বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন, তিনিই লৌহিত্য স্নানের ফল-লাভ করেন। এখন আর সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত কুণ্ড জানা যায় না। বশিষ্ঠের শাপে সমস্ত লৌহিত্য জলে লুপ্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি কুণ্ড সকলের ফল জানেন, তিনি ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলেই তাহার ফল পাইবেন। ব্রহ্মার পুত্র লৌহিত্য সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত নদী প্লাবন করিয়া দক্ষিণ সাগরে গমন করিয়াছেন।

অথ ব্রহ্মপুত্রোৎপত্তি-কথনম্।

কালিকাপুরাণে

ঔর্ব্ব উবাচ।

হরিবর্ষে মহাবর্ষে শান্তনুর্নাম নামতঃ।
মুনিরাসীন্মহাভাগো জ্ঞানবান্ সুতপোধনঃ॥
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা অমোঘাখ্যা মহাসতী।
হিরণ্যগর্ভস্য মুনে স্তৃণবিন্দ্বাশ্রমোদ্ভবা॥
তয়া সার্দ্ধং স কৈলাসমর্য্যাদাপর্ব্বতে বসন্।
লৌহিত্যাখ্যস্য সরসস্তীরে বৈ গন্ধমাদনে॥

পূর্ব্বকালে, হরিবর্ষে শান্তনু নামে এক জ্ঞানবান্ তপোধন ছিলেন। হিরণ্যগর্ভ মুনির কন্যা তৃণবিন্দু-আশ্রমোদ্ভবা অমোঘানাম্নী মহাসতী ভার্য্যা-

বতী তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। তিনি কখন কৈলাস পর্ব্বতে কখন গন্ধমাদনে কখন লৌহিত্য নামক সরোবরের তীরে সস্ত্রীক বাস করিতেন।

একদা স তপোনিষ্ঠো নিজপুষ্পাদিগোচরে।
জগাম বনমধ্যন্তু চিন্বন্ বহুফলানি চ॥
তস্মিন্নবসরে ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
তত্রাজগাম যত্রাস্তি অমোঘা শান্তনোঃ প্রিয়া॥

একদা মুনিবর শান্তনু নিজে পুষ্পাদি আহরণের জন্য বনমধ্যে গমন করিলেন; সেই অবসরে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা যেখানে শান্তনুর পত্নী অমোঘা ছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন।

তাং দৃষ্ট্বা বেদগর্ভাভাং যুবতীমতিসুন্দরীম্।
মোহিতো মদনেনাশু তদাভূদ্দূষিতেন্দ্রিয়ঃ॥
উদীরিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা জিঘৃক্ষুস্তাং মহাসতীম্।
তথাঽধাবৎ ততো ব্রহ্মা সম্মুখো মদনার্দ্দিতঃ॥
ধাবমানং বিধাতারং দৃষ্ট্বামোঘা মহাসতী।
নৈবং নৈবমিতি প্রোক্ত্বা পর্ণশালাং ব্যলীয়ত॥

ব্রহ্মা অমোঘার বেদগর্ভা-তুল্য মনোমোহিনী যুবতীমূর্ত্তি দেখিয়া কাম-মোহিত ও দূষিতেন্দ্রিয় হইয়া অতিশয় ব্যাকুলিত-চিত্তে তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন অমোঘা বিধাতার এইরূপ বিপরীত ভাব দেখিয়া বারংবার নিষেধ করিতে করিতে কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ইদঞ্চোবাচ ধাতারমমোঘা কুপিতা তদা।
পর্ণশালান্তরং গত্বা দ্বারমাবৃত্য তৎক্ষণাৎ॥

অকার্য্যং ন ময়া কার্য্যং মুনিপত্ন্যা বিগর্হিতম্।
বলাৎ প্রমথ্যা চাহঞ্চেৎ ত্বয়া ত্বাঞ্চ শপাম্যহম্॥
অমোঘয়া চৈবমুক্তে বিধাতুশ্চ তদা নৃপ।
রেতশ্চস্কন্দ তত্রৈব আশ্রমে শান্তনোর্ম্মুনেঃ॥
চ্যুতে রেতসি ধাতাপি হংসযানং সমুত্থিতঃ।
লজ্জয়াতিপরীতাত্মা দ্রুতং বৈ স্বাশ্রমং যযৌ॥

অমোঘা কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বাররোধপূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধযুক্তা হইয়া বলিতে লাগিলেন—আমি মুনিপত্নীর বিগর্হিত এইরূপ অন্যায় কার্য্য কখনই করিবনা; যদি বলপূর্ব্বক আপনি আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনাকে শাপ দিব। (রাজা সগরের নিকট ঔর্ব্ব মুনি বলিতেছেন)—হে নৃপ! মহাসতী অমোঘা বিধাতা ব্রহ্মাকে এইরূপ বাক্যে নিরাশ করিলে, শান্তনু মুনির আশ্রমে (সেই খানেই) তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। এইরূপে রেতঃস্খলন হইলে ব্রহ্মা অতিশয় লজ্জিত হইয়া হংসারোহণে নিজের আশ্রমে গমন করিলেন।

গতে বেধসি শান্তনু নিজমাশ্রমমাগতঃ।
আগত্য দৃষ্ট্বা হংসানাং পদক্ষোভং তদা ভুবি॥
তেজশ্চ পতিতং ভূমৌ বিধাতুর্জ্জ্বলনোপমম্।
অমোঘাং পরিপপ্রচ্ছ পর্ণশালান্তরস্থিতাম্॥
কিমেতদত্র শুভগে প্রবৃত্তং দৃশ্যতে তু যৎ।
পক্ষিণশ্চ পদক্ষোভং তেজশ্চেদঞ্চ কীদৃশম্॥

ব্রহ্মা সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলে, শান্তনু নিজ আশ্রমে আসিয়া ভূমিতে হংসের পদচিহ্ন এবং ব্রহ্মার অনুপম জলন্ত বীর্য্য পতিত দেখিয়া

কুটীর-মধ্যস্থিতা অমোঘাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে শুভগে, এই সকল কি দেখিতেছি ?

সা তস্য বচনং শ্রুত্বা শান্তনুং মুনিসত্তমম্।
অমর্ষিতেব,ন্যগদদাকুলা বিকলাননা॥
হংসযুক্তস্যন্দনেন কোঽপ্যাগত্য চতুর্ম্মুখঃ।
কমণ্ডলুকরোঽতীব রতিং মাং সমযাচত॥
ততো ময়া তর্জ্জিতঃ স উটজান্তরলীনয়া।
প্রচ্যাব্য তেজঃ সংযাতো মম শাপভয়ার্দ্দিতঃ॥

অমোঘা শান্তনুর এই সকল কথা শুনিয়া কুপিতা ও দুঃখিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন—চতুর্ম্মুখ কমণ্ডলুধারী একব্যক্তি হংসযানে আরোহণ করিয়া আসিয়া আমায় রতি প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাকে ভৎ'সনা করিয়া অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলাম। সে ভীত হইয়া রেতঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছে।

কুরু তত্র প্রতীকারং যদি শক্নোষি শান্তনো।
নহি মে ধর্ষণাং সোঢ়ুং কশ্চিচ্ছক্নোতি জীবভৃৎ॥
স তস্যা বচনং শ্রুত্বা স্বয়ং ব্রহ্মা সমাগতঃ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা তদা ধ্যানপরো ভবৎ॥

অতএব হে প্রভো। আপনি যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে ইহার প্রতীকার করুন। ইহা স্থির জানিবেন, কোন প্রাণীই অমোঘাকে বলাৎকার করিতে সমর্থ নহে। মুনিবর তাঁহার কথা শুনিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়াছেন ইহা ভাবিয়া ধ্যান করিলেন।

দিব্যজ্ঞানেন স জ্ঞাত্বা দেবকার্য্যমুপস্থিতম্।
তীর্থাবতরণঞ্চাপি হিতায় জগতাং মুনিঃ॥
জ্ঞাত্বোদর্কং চিন্তয়িত্বা স্বভার্য্যামিদমব্রবীৎ।
ইদং তেজো ব্রহ্মণস্ত্বং পিবামোঘে মমাজ্ঞয়া॥
হিতায় সর্ব্বজগতাং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
ভবত্যা নিকটং ব্রহ্মা স্বয়মেব সমাগতঃ॥

তিনি দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন যে, জগতের হিতার্থে তীর্থাবতরণ কার্য্য সমুপস্থিত; তিনি ইহা নিজের সুকৃতি বিবেচনা করিয়া ভার্য্যাকে বলিলেন—হে প্রিয়তমে! ইহা ব্রহ্মার বীর্য্য, জগতের মঙ্গল সাধনার্থ এবং দেবতাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার আজ্ঞায় তুমি এই বীর্য্য পান কর।

ত্বামপ্রাপ্য মহৎকৃত্যমাবয়োঃ স সমর্প্যচ।
গতো নিজাস্পদং তত্ত্বং কর্ত্তুমর্হসি তদ্বচঃ॥
তৎ শ্রুত্বা শান্তনোর্বাক্যমমোঘাতীব লজ্জিতা।
সান্ত্বয়ন্তীব তং প্রাহ পতিং নত্বা মহাসতী॥
নান্যস্য তেজো ধাস্যামি নচ তে বিমনস্কতা।
অবশ্যং যদি কর্ত্তব্যং পীত্বা ত্বং ময়ি চোৎসৃজ।

ব্রহ্মা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তোমাকে না পাইয়া আমাদের উভয়ের উপরেই এই মহৎ কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব তাহা করাই, উচিত। তখন মহাসতী অমোঘা অতিশয় লজ্জিতা হইয়া পতিকে প্রণাম-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—আপনার প্রতি আমার কখন বিমনস্কতা নাই; তবে আমি অন্যের তেজ ধারণ করিব না; যদি অবশ্যই কর্ত্তব্য হয়, তবে এই বীর্য্য অগ্রে আপনি পান করিয়া আমাকে উৎসর্জ্জন করিতে পারেন।

ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা যুক্তং তথ্যঞ্চ শান্তনুঃ।
স্বয়ং পীত্বা তু তত্তেজঃ স্বভার্য্যায়াং ন্যষেচয়ৎ ॥
সংক্রামিতৈঃ শান্তনুনা তেজোভি র্ব্রহ্মণঃ সতী।
গর্ভং দধারামোঘাখ্যা হিতায় জগতাং ততঃ ॥
তস্যাঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে নাসাতো জলসঞ্চয়ঃ।
তন্মধ্যে তনয়শ্চাপি নীলবাসাঃ কিরীটধৃক্।
রক্তমালাসমাযুক্তো রক্তগৌরশ্চ ব্রহ্মবৎ ॥
চতুর্ভুজঃ পদ্মবিদ্যাধ্বজশক্তিধরস্তথা।
শিশুমারশিরস্থশ্চ তুল্যকায়ো জলোৎকরৈঃ ॥

তখন মুনিবর শান্তনু তাঁহার কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া, সেই বীর্য্য স্বয়ং পানপূর্ব্বক স্বভার্য্যা অমোঘাকে উৎসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে শান্তনু কর্ত্তৃক ব্রহ্মতেজ অমোঘার গর্ভে সংক্রামিত হইলে, জগতের হিতার্থে তিনি গর্ভবতী হইলেন। উপযুক্ত সময়ে তিনি জলরাশি প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে কিরীটী নীলবস্ত্রধারী রক্তমালাসমাযুক্ত ব্রহ্মার ন্যায় রক্তগৌরবর্ণ চতুর্ব্বাহু পদ্মবিদ্যাধ্বজশক্তিধর এবং শিশুমার শিরে অবস্থিত এক পুত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি জলসমূহের তুল্য দেহধারী।

তজ্জাতশ্চ তথাভূতং শান্তনুর্লোকশান্তনুঃ।
চতুর্ণাং পর্ব্বতানাঞ্চ মধ্যদেশে ন্যবীবিশৎ ॥
কৈলাশশ্চোত্তরে পার্শ্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
জারুধিঃ পশ্চিমে শৈলঃ পূর্ব্বে শম্বর্ত্তকাহ্বয়ঃ ॥
তেষাং মধ্যে স্বয়ং কুণ্ডং পর্ব্বতানাং বিধেঃ সুতঃ।
বৃদ্ধাতিববৃধে নিত্যং শরদীব নিশাকরঃ ॥

তং তোয়মধ্যগং পুত্রমাসাদ্য দ্রুহিণঃ সুতম্।
ক্রমতস্তস্য সংস্কারানকরোদ্দেহশুদ্ধয়ে॥

তাহার পর শান্তনু মুনিবর উত্তরে কৈলাশ, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধি ও পূর্ব্বে সম্বর্ত্তক এই পর্ব্বত চতুষ্টয়ের মধ্যে সেই জলরাশি-সমন্বিত সন্তানটিকে স্থাপন করিলেন। সেই স্থানে জলরাশি ও তনয় স্বয়ং শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; পরে ব্রহ্মা ব্রহ্মপুত্র-সন্নিকটে আসিয়া দেহশুদ্ধির জন্য তাঁহার সংস্কারাদি করিলেন।

অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
তোয়রাশিস্বরূপেণ ববৃধে পঞ্চযোজনাৎ॥
তস্মিন্ দেবাঃ পপুঃ সস্নু র্দ্বিতীয় ইব সাগরে।
শীতামলজলে হৃদ্যে দিব্যৈশ্চাপ্সরসাং গণৈঃ॥
তস্মিন্নবসরে রামো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
চক্রে মাতৃবধং ঘোরমযুক্তং পিতুরাজ্ঞয়া॥
তস্য পাপস্য মোক্ষায় স্বপিতুশ্চোপদেশতঃ।
স জগাম মহাকুণ্ডং ব্রহ্মাখ্যং স্নাতুমিচ্ছয়া॥

অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরূপে পাঁচ যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, তখন দেবতা ও অপ্সরোগণ সকলে সেই সাগরতুল্য নির্ম্মল, সুশীতল ও সুখসেব্য জলে স্নান ও উহা পান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বিক্রমশালী পরশুরাম পিতার আদেশে মাতৃবধ করিয়া সেই পাপ মোচনের জন্য পিতার আদেশে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানার্থে গমন করেন।

তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মাতৃহত্যামপানয়ৎ।
বীথীং পরশুনা কৃত্বা তং মহ্যামবতারয়ৎ॥

কৈলাসোপত্যকায়ান্তু ন্যপতদ্‌ব্রহ্মণঃ সুতম্।
তস্যাপি সরসস্তীরে সমুত্থায় মহাবলঃ॥
কুঠারেণ দিশং পূর্ব্বামনয়দ্ ব্রহ্মণঃ সুতম্।
ততোঽপরত্রাপি গিরিং হেমশৃঙ্গং বিভেদ্য চ॥
কামরূপান্তরং পীঠমবাহয়দমুং হরিঃ।
তস্য নাম স্বয়ং চক্রে বিধির্লোহিত্যসংজ্ঞকম্।
লোহিতাৎ সরসো জাতো লোহিত্যাখ্যস্ততোঽভবৎ॥

তথায় স্নান ও পান করিয়া তিনি মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ডের ঈদৃশ প্রত্যক্ষ ফল দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, কুঠার দ্বারা উপযুক্ত পথ প্রস্তুত করিয়া, তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রকে পৃথিবীতে অবতরণ করাইলেন। ব্রহ্মপুত্র কুণ্ড হইতে নির্গত হইয়া, কৈলাস পর্ব্বতের নিকটস্থ লোহিত সরোবরে পতিত হইলে, পরশুরাম ঐ সরোবর-তীরে উঠিয়া পুনর্ব্বার কুঠারদ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া, পূর্ব্বদিকে আনয়ন করিয়া, হেমশৃঙ্গ পর্ব্বতকে ভেদ করিয়া কামরূপে অবতীর্ণ করেন। বিধাতা পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের নাম নিজে (লোহিত) রাখিয়াছিলেন; পরে লোহিত সরোবর হইতে নির্গত বলিয়া ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য নামে খ্যাত হন।

স কামরূপমখিলং পীঠমাপ্লাব্য বারিণা।
গোপয়ন্ সর্ব্বতীর্থানি দক্ষিণং যাতি সাগরম্॥
প্রাগেব দিব্যাং যমুনাং স ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
পুনঃ পততি লৌহিত্যে গত্বা দ্বাদশযোজনম্॥
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
চৈত্রন্তু সকলং মাসং শুচিঃ প্রযতমানসঃ॥

স্নাতি লৌহিত্যতোয়েষু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্।
লৌহিত্যতোয়ে যঃ স্নাতি স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ॥

অবশেষে তিনি সমস্ত কামরূপকে জলদ্বারা প্লাবিত করিয়া, সমস্ত তীর্থকে গুপ্ত করিয়া, দক্ষিণ সাগরে গমন করেন। যমুনার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছেন। যিনি শুচি ও প্রযতমানসে সম্পূর্ণ চৈত্রমাস বিশেষতঃ শুক্ল অষ্টমীতে লৌহিত্য জলে স্নান করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। লৌহিত্য-জলে স্নান করিলে কৈবল্য পদপ্রাপ্তি হয়।

বৃহদ্গবাক্যে।

যমুনা দক্ষিণে কূলে মধ্যে চাপি সরস্বতী।
লৌহিত্যস্যোত্তরে তীরে সদা বহতি জাহ্নবী॥

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে যমুনা, মধ্যে সরস্বতী এবং উত্তরে গঙ্গা সর্ব্বদাই বিরাজমান আছেন।

ব্রহ্মপুরাণে।

নারদ উবাচ।

মাহাত্ম্যঞ্চৈব সর্ব্বেষাং শ্রুতং বিস্তরতো ময়া।
গঙ্গাদিসরিতাং সম্যক্ তীর্থরাজস্য ন শ্রুতম্॥

নারদ ব্রহ্মার নিকটে বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকট গঙ্গাদি সমুদয় তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে তীর্থরাজের মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মোবাচ।

তীর্থরাজস্য মাহাত্ম্যং শৃণুষ্বৈকমনাঃ সুত।
কথয়ামি মহাভাগ লৌহিত্যস্য চ কীর্ত্তনম্॥

কৈলাসোপত্যকায়াস্তু ন্যপতদ্‌ব্রহ্মণঃ সুতম্।
তস্যাপি সরসস্তীরে সমুত্থায় মহাবলঃ॥
কুঠারেণ দিশং পূর্ব্বামনয়দ্ ব্রহ্মণঃ সুতম্।
ততোঽপরত্রাপি গিরিং হেমশৃঙ্গং বিভেদ্য চ॥
কামরূপান্তরং পীঠমবাহয়দমুং হরিঃ।
তস্য নাম স্বয়ং চক্রে বিধির্লৌহিত্যসংজ্ঞকম্।
লোহিতাৎ সরসো জাতো লৌহিত্যাখ্যস্ততোঽভবৎ॥

তথায় স্নান ও পান করিয়া তিনি মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ডের ঈদৃশ প্রত্যক্ষ ফল দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, কুঠার দ্বারা উপযুক্ত পথ প্রস্তুত করিয়া, তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রকে পৃথিবীতে অবতরণ করাইলেন। ব্রহ্মপুত্র কুণ্ড হইতে নির্গত হইয়া, কৈলাস পর্ব্বতের নিকটস্থ লোহিত সরোবরে পতিত হইলে, পরশুরাম ঐ সরোবর-তীরে উঠিয়া পুনর্ব্বার কুঠারদ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া, পূর্ব্বদিকে আনয়ন করিয়া, হেমশৃঙ্গ পর্ব্বতকে ভেদ করিয়া কামরূপে অবতীর্ণ করেন। বিধাতা পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের নাম নিজে (লোহিত) রাখিয়াছিলেন; পরে লোহিত সরোবর হইতে নির্গত বলিয়া ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য নামে খ্যাত হন।

স কামরূপমখিলং পীঠমাপ্লাব্য বারিণা।
গোপয়ন্ সর্ব্বতীর্থানি দক্ষিণং যাতি সাগরম্॥
প্রাগেব দিব্যাং যমুনাং স ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
পুনঃ পততি লৌহিত্যে গত্বা দ্বাদশযোজনম্॥
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
চৈত্রন্তু সকলং মাসং শুচিঃ প্রযতমানসঃ॥

স্নাতি লৌহিত্যতোয়েষু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্।
লৌহিত্যতোয়ে যঃ স্নাতি স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ॥

অবশেষে তিনি সমস্ত কামরূপকে জলদ্বারা প্লাবিত করিয়া, সমস্ত তীর্থকে গুপ্ত করিয়া, দক্ষিণ সাগরে গমন করেন। যমুনার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছেন। যিনি শুচি ও প্রযতমানসে সম্পূর্ণ চৈত্রমাস বিশেষতঃ শুক্ল অষ্টমীতে লৌহিত্য জলে স্নান করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। লৌহিত্য-জলে স্নান করিলে কৈবল্য পদপ্রাপ্তি হয়।

বৃহদ্গবাক্ষে।

যমুনা দক্ষিণে কূলে মধ্যে চাপি সরস্বতী।
লৌহিত্যস্যোত্তরে তীরে সদা বহতি জাহ্নবী॥

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে যমুনা, মধ্যে সরস্বতী এবং উত্তরে গঙ্গা সর্ব্বদাই বিরাজমান আছেন।

ব্রহ্মপুরাণে।

নারদ উবাচ।

মাহাত্ম্যঞ্চৈব সর্ব্বেষাং শ্রুতং বিস্তরতো ময়া।
গঙ্গাদিসরিতাং সম্যক্ তীর্থরাজস্য ন শ্রুতম্॥

নারদ ব্রহ্মার নিকটে বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকট গঙ্গাদি সমুদয় তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে তীর্থরাজের মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মোবাচ।

তীর্থরাজস্য মাহাত্ম্যং শৃণুষ্বৈকমনাঃ সুত।
কথয়ামি মহাভাগ লৌহিত্যস্য চ কীর্ত্তনম্॥

কীর্ত্তনাদ্ যস্য সর্ব্বেষাং পাপরাশিঃ পলায়তে।
দর্শনাদ্ যস্য লোকানাং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
স্পর্শনাৎ জায়তে মুক্তিঃ স্নানান্মোক্ষঃ প্রজায়তে।
দূরতঃ পিবতো বারি যশোলক্ষ্মীঃ প্রবর্দ্ধতে॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন,—হে পুত্র! তীর্থরাজের মাহাত্ম্য বলিতেছি, তাহা একমনে শ্রবণ কর; তীর্থরাজের নাম স্মরণ করিলেই পাপরাশি দূর হয়; তীর্থরাজকে দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না; স্পর্শ করিলে মুক্তিলাভ হয়; স্নান করিলে মোক্ষলাভ হয় এবং দূর হইতে পান করিলেও যশ ও লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়।

সপ্ত পরান্ সপ্ত পূর্ব্বান্ পুরুষানুদ্ধরেন্নরঃ।
লৌহিত্যস্য জলে স্নাত্বা সত্যং পুত্র বদাম্যহম্॥
উদ্যভিদ্যস্তথা ত্বাদ্যঃ শোণো ঘর্ঘর এব চ।
লৌহিত্যশ্চৈত্রকশ্চৈব সপ্তৈতে মৎসুতা মুনে॥
তেষাং মধ্যে তু লৌহিত্যঃ সর্ব্বেষাং পাবনোত্তমঃ।
কামরূপাদ্বিনিঃসৃত্য যাবদ্দক্ষিণসাগরম্।
স লৌহিত্য ইতি খ্যাতঃ পাদোনো জাহ্নবীজলাৎ॥

হে পুত্র! আমি সত্যই বলিতেছি যে, লৌহিত্য-জলে স্নান করিলে, পূর্ব্বের সাত পুরুষ ও নিম্নের সাত পুরুষ আত্মসহ পঞ্চদশ পুরুষ উদ্ধার পায়। উদ্য, ভিদ্য, আদ্য, শোণ, ঘর্ঘর, লৌহিত্য ও চৈত্রক এই আমার সাত পুত্রের মধ্যে লৌহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্রকারক; এই লৌহিত্য কামরূপ হইতে দক্ষিণ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মাহাত্ম্য গঙ্গা হইতে একপাদ ন্যূন।

গঙ্গা তু পশ্চিমে ভাগে সদা তিষ্ঠতি মুক্তিদা।
আত্রেয়ী মধ্যভাগে চ তথা জম্বুবতী নদী॥
সরস্বত্যাদয়ো নদ্যো নদাঃ শোণাদয়স্তথা।
বহন্তি পূর্ব্বে তে সর্ব্বে পাপানাং ক্ষয়হেতবে॥
লৌহিত্যস্পর্শকো বায়ুর্গাত্রং সংস্পর্শতে যদি।
স্বর্গপ্রাপ্তিস্তদাপি স্যাৎ স্নানপানেন কিং পুনঃ।
লৌহিত্যে মৌষলং স্নাত্বাপ্যশ্বমেধফলং লভেৎ॥
সকৃৎ স্নাত্বা নরো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।
মুক্তিং ব্রজন্তি মনুজাঃ সদৈব স্নানতৎপরাঃ।

মুক্তিদাত্রী গঙ্গা পশ্চিমভাগে অবস্থিত, আত্রেয়ী ও জম্বুবতী নদী মধ্যভাগে, এবং সরস্বতী প্রভৃতি নদী ও শোণাদি নদ সকল পাপক্ষয়ার্থ সর্ব্বদা পূর্ব্বভাগে প্রবাহিত হইতেছে। লৌহিত্য-সংস্পর্শক বায়ু শরীরে লাগিলেও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, স্নান পানের তো কথাই নাই। লৌহিত্যে মৌষল স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। একবার স্নান করিলেই অনাময় ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়; আর যাঁহারা সর্ব্বদা স্নান করেন, তাঁহাদের মুক্তিলাভ হয়।

পুনর্ব্বসৌ বুধে লগ্নে চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্।
লৌহিত্যস্য জলে স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
পুনর্ব্বসু-বুধোপেতাং চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্।
স্রোতঃসু বিধিবৎ স্নাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ॥
মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে হ্যশোকাখ্যামথাষ্টমীম্।
পিবেদশোককলিকাঃ স্নায়াল্লৌহিত্যবারিণি।

যিনি চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নান করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদি পুনর্ব্বসু নক্ষত্র এবং বুধবার হয়, সেই যোগে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। এই অষ্টমীকে অশোকাষ্টমী বলে। ঐ দিনে ব্রহ্মপুত্রে স্নান ও অশোক-কলিকা পান করিবে।

স্নানং দানং তথা জপ্যং যজ্ঞঞ্চ সুরপূজনম্।
লৌহিত্যে হি কৃতং সর্ব্বং কোটিকোটি গুণং ভবেৎ॥
শিবলিঙ্গানি কোটীনি গঙ্গায়ামপি পূজয়েৎ।
ততোধিকফলং পুত্র ব্রহ্মপুত্রে লভেন্নরঃ॥
কাশীবাসেন যৎ পুণ্যং লভতে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তদেব সমবাপ্নোতি ব্রহ্মপুত্রে বসেত্তু যঃ॥

লৌহিত্যে স্নান, দান. জপ, যজ্ঞ এবং দেবপূজা করিলে, কোটি কোটি-গুণ ফললাভ হয় এবং গঙ্গায় কোটি শিবলিঙ্গ পূজনের ফল অপেক্ষা অধিক ফললাভ হয়। বিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কাশীবাসে যে পুণ্যলাভ করেন, যিনি ব্রহ্মপুত্র-তীরে বাস করেন, তিনি সেই ফল প্রাপ্ত হন।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সাগরাশ্চোত্তমাদয়ঃ।
প্রয়াগঃ পুষ্করশ্চৈব গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ।
এতেষাং ফলমাপ্নোতি ব্রহ্মপুত্রে চ বাসকে॥
যা গতি র্যোগযুক্তানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ ব্রহ্মপুত্রাদি-সপ্তসু॥

ব্রহ্মপুত্র-তীরে বাস করিলে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম প্রভৃতি পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সমুদয় তীর্থবাসেরই ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-

পুত্রাদি সপ্ত তীর্থে দেহত্যাগ করিলে যোগী, মুনি ও উর্দ্ধরেতার যে গতি হয়, তাঁহাদিগের সেই ফললাভ হয়।

ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাবদাপ্লবতে জলম্।
তাবদ্‌গর্ভং বিজানীয়াৎ তদূর্দ্ধং তীরমুচ্যতে॥
তীরাদ্‌ গব্যূতিমাত্রন্তু পরিতঃ ক্ষেত্রমীরিতম্।
সার্দ্ধত্রিকোটিত্রিদশা স্তন্মধ্যে নিবসন্তি হি॥
তত্রস্থাস্ত্রিদিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ।
লৌহিত্যস্য জলে যো হি মৃত্যুমাপ্নোতি মানবঃ।
ন পুনর্জায়তে সোঽপি গর্ভবাসে সুদুস্তরে॥

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে যে পর্য্যন্ত জল উত্থিত হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের গর্ত্ত; তাহার উর্দ্ধে তীর এবং তীর হইতে দুইক্রোশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র। ইহার মধ্যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি দেবতা বাস করেন। ইহার অধিবাসী ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করেন, আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। লৌহিত্য জলে দেহত্যাগ করিলে, দুস্তর গর্ভযাতনা-নিবৃত্তি হয়।

নারদ-উবাচ

কথং বা ক্রিয়তে স্নানং কেন মন্ত্রেণ পূজ্যতে।
তদ্‌বদস্ব ময়ি ব্রহ্মন্ যথাতথ্যং যথাক্রমম্॥

নারদ বলিতেছেন,—হে ব্রহ্মন্, কি প্রকারে স্নান করিবে, কি মন্ত্রে পূজা করিবে; তাহা আমাকে যথার্থরূপে বলুন।

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ কল্যং সমুত্থায় সদাচারক্রিয়াস্ততঃ।
কৃত্বা লৌহিত্যতীরং বৈ স্নানার্থং সংবিশেদ্‌ গৃহাৎ॥

প্রাঙ্গণে চ ততঃ কৃত্বা প্রণামং ব্রহ্মপুত্রকে।
ততো গচ্ছেচ্চ মৌনেন যাবৎ তীরং ন লভ্যতে॥
লব্ধ্বা চৈব পুনঃ কুর্য্যাৎ প্রণামং ব্রহ্মপুত্রকে।
তীর্থরাজেতি সংস্মৃত্য শিরঃ সিঞ্চেজ্জলৈ স্ত্রিশঃ।
এবং সিক্তে সদা পুত্র ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতি॥

প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সদাচার ক্রিয়া করিয়া গৃহ হইতে লৌহিত্যতীরে স্নানার্থে গমন করিবে। প্রাঙ্গণে ব্রহ্মপুত্রকে প্রণাম করিয়া যে পর্য্যন্ত তীরে উপস্থিত হইবে না, সে পর্য্যন্ত মৌনভাবে গমন করিবে। 'তীর্থরাজ' এই কথা মনে ভাবিয়া মাথায় তিনবার জল লইবে; এই প্রকার জপিয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা দূর হয়।

দর্শনস্পর্শন-মন্ত্রঃ।

গবাক্ষে।

ত্বং ব্রহ্মপুত্র ভগবন্ ভবতীর্থরাজ
গম্ভীর-নীর পরিপূরিত-সর্ব্বদেশ।
তদ্দর্শনাদ্ধরতু মে ভবঘোরদুঃখং
সংযোগতঃ কলিযুগে ভগবন্ নমস্তে॥

ততঃ সঙ্কল্প-পূর্ব্বকং স্নানং কুর্য্যাৎ।

তাহার পর স্নান করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

ধ্যানম্।

কালিকাপুরাণে।

লৌহিত্যং রক্তগৌরাঙ্গং নীলবস্ত্রবিভূষিতম্।
রত্নমালাসমাযুক্তং চতুর্ব্বাহুসমন্বিতম্॥

পুস্তকং শ্বেতপদ্মঞ্চ বিভ্রতং দক্ষিণে করে।
বামে শক্তিধ্বজঞ্চৈব শিশুমারস্থিতং শুভম্।
প্রপদ্যে নদরাজঞ্চ ব্রহ্মভূতস্য ভূতিদম্॥

এই ধ্যান করিবে।

আবাহনম্।

কালিকাপুরাণে।

ব্রহ্মপুত্র নদশ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্যাবতারিত।
পশুর্ণা দত্তমার্গেন আগচ্ছ বরদো ভব॥

এই মন্ত্রে আবাহন করিবে।

স্তোত্রম্।

ব্রহ্মপুরাণে।

নমোঽস্তু বিষ্ণুরূপায় ব্রহ্মপুত্রায় বৈ নমঃ।
নমঃ সাগরপুত্রায় গঙ্গাপুত্রায় বৈ নমঃ॥
নমঃ শান্তনুপুত্রায় অমোঘানন্দনায় চ।
নমস্তে সর্ব্বসংহন্ত্রে কর্ত্রে শুদ্ধজলায় চ॥
নমস্তে তীর্থরাজায় সর্ব্বতীর্থজলায় চ।
সদা জনাঘনাশায় নদীনাং পতয়ে নমঃ॥
সদা চঞ্চলরূপায় ঘোরাবর্ত্তায় বৈ নমঃ॥
ইদং স্তোত্রং পঠেদ্‌যস্তু লৌহিত্য-তীরতঃ শুচিঃ।
ভূত্বা বৈ দেবদেবেশো নাকমেষ্যতি নান্যথা॥

কর্ত্তব্যতা মাশু সমাপ্যতীরতঃ, সম্পূজ্য ভক্ত্যা বিধিবৎ প্রণম্য চ।
সমাহিতোঽর্ঘ্যং ফলপুষ্পসংযুতং, দদ্যাৎ সদা চোত্তরসংস্থিতো নরঃ॥

অর্ঘ্যদান-মন্ত্রঃ।

ব্রহ্মপুরাণে।

কিরীটী নীলবাসাশ্চ রত্নদামবিভূষিতঃ
গৃহাণার্ঘ্যং মহাবাহো ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥

এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

ব্রহ্মপুরাণে।

ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘা-গর্ভ-সম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥

মাহাত্ম্যম্।

অধিকং তস্য মাহাত্ম্যং লৌহিত্যস্য মহাত্মনঃ।
ময়া ন শক্যতে বক্তুং স্নানান্মোক্ষো ভবেদ্যতঃ
ইদন্তু তে গুহ্যতমং নোক্তং যচ্চ সুরেষ্বপি।
তন্ময়া কথিতং বৎস মোক্ষমার্গে ন সংশয়ঃ ॥
নাভক্তায় প্রদাতব্যং তীর্থকাকায় বৈ ন চ।
ন চাশুশ্রূষবে দেয়ং ন চ ব্রাহ্মণনিন্দকে ॥
গুরুভক্তায় দাতব্যং নান্যেভ্যোঽপি কদাচন।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি প্রাতঃ শুদ্ধঃ সমাহিতঃ।
ধর্ম্মার্থকামা মোক্ষশ্চ তস্য ভূয়ান্ন সংশয়ঃ ॥

জ্ঞাতিমধ্যে পঠেদ্‌যস্তু মাহাত্ম্যঞ্চ শুভং শুচিঃ।
তস্য বংশস্য বৈ বৃদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

হে নারদ, সেই মহাত্মা লৌহিত্যের মাহাত্ম্য অধিক বলিতে আমার ক্ষমতা নাই; কারণ, তাঁহার জলে স্নান করিলেই মোক্ষ হয়। নদের মধ্যে শুদ্ধতম যে সমস্ত নদ আছে, তাহার মধ্যে মোক্ষমার্গ ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্য বলিলাম। এই ব্রহ্মপুত্র-মাহাত্ম্য অভক্তকে, তীর্থকাককে, দেব-নিন্দককে ও ব্রাহ্মণ-নিন্দককে দান করিবে না, গুরুভক্তকে দান করিবে, অন্যকে কখনও বলিবে না। প্রাতঃকালে শুদ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি শুদ্ধাচারে জ্ঞাতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার বংশবৃদ্ধি হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।

লিঙ্গপুরাণে।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্বে লৌহিত্যমায়ান্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্॥

পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ ও সরিৎ সাগর আছে, সমস্তই চৈত্রমাসে শুক্ল অষ্টমীর দিনে ব্রহ্মপুত্রে আগমন করিয়া থাকে।

অষ্টাশোক-কলিকানাম।

অশোকশ্চ বিশোকশ্চ নন্দকং পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।
শঙ্খচূড়ো মনিগ্রীবঃ ষষ্টিকশ্চাপরাজিতঃ॥

অশোক, বিশোক, নন্দক, পুষ্টিবর্দ্ধন, শঙ্খচূড়, মণিগ্রীব, ষষ্টিক ও অপরাজিত এই আটটি অশোক-কলিকার নাম।

পানমন্ত্রঃ।

ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাস-সমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অশোক-কলিকা পাঠ করিবে।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যে ব্রহ্মপুত্র-মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

অম্বুবাচী-নির্ণয়ং।

দেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে অম্বুবাচিত্যাদি-

শ্লোকানাং টীকায়ামস্তি।

দেবীভাগবতের নবম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে অম্বুবাচীত্যাদি শ্লোকের টীকায় লিখিত আছে।

অম্বুবাচী ত্যাগেতি। আর্দ্রানক্ষত্রাদ্যপাদাবচ্ছেদেন
পৃথিবী ঋতুমতী তিষ্ঠতি। তস্যা রজস্বলায়াঃ পৃথ্ব্যা
অম্বুবাচীতি সংজ্ঞা, তত্ত্যাগদিনে তদ্ভিন্নদিনে
তব পূজাং করিষ্যন্তি ইত্যন্বয়ঃ।

মৃগশিরা নক্ষত্রের শেষ পাদে আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে পৃথিবী ঋতুমতী হন; রজস্বলা হইলে পৃথিবীকে অম্বুবাচী বলে। অম্বুবাচীত্যাগ দিনে ও অম্বুবাচী ভিন্ন অন্য দিনে তোমার পূজা সকলে করিবে।

তদ্দিনস্য নিষিদ্ধত্বং কৃত্যতত্ত্বে জ্যোতিঃশাস্ত্রে উক্তম্।

মৃগশিরসি নিপাতে রৌদ্রপাদেঽম্বুবাচী
ঋতুমতী খলু পৃথ্বী বর্জ্জয়েৎ ত্রাণ্যহানি।
ন স্বাধ্যায়ো বষট্‌কারো ন দেবপিতৃপূজনম্।
নাপি পাঠো বীজবাপো ন চ ভূখননাদিকম্॥

মৃগশিরা নক্ষত্রের তিন পাদ অতীত হইলে চতুর্থ পাদে ও আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদের মধ্যে পৃথিবী ঋতুমতী হন; তখন অম্বুবাচী বলে।

অম্বুবাচী তিন দিন অধ্যয়ন, দেবপূজন, পিতৃপূজন, পাঠ, বীজবপন ও ভূমি খননাদি করিবে না।

বামকেশ্বর-তন্ত্রে পঞ্চপঞ্চাশ-পটলে।

আষাঢ়ে প্রথমে দেবি অম্বুবাচীদিনত্রয়ম্‌।
সঙ্গোপয়ান্‌ গৃহে দেবীং স্থাপয়েদ্‌ বস্ত্রবেষ্টনৈ॥

হে দেবি! আষাঢ়ে প্রথমে অম্বুবাচীর তিন দিন বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেবীকে গোপনে গৃহাভ্যন্তরে রাখিবে।

মৎস্যসূক্তেঽষ্টপঞ্চাশ-পটলে।

ধরণ্যামৃতুমত্যাং তু তথা সপ্ত দিনানি চ।
ঋতুমত্যাং ন কুর্ব্বীত পূর্ব্বসঙ্কল্পিতাদৃতে॥
ন কুর্য্যাৎ খননং ভূমেঃ সূচ্যগ্রেণাপি শঙ্করি।
বীজানাং পবনঞ্চৈব চতুর্ব্বিংশতি-যামকম্‌॥
প্রমাদাদ্‌পবনং কৃত্বা গাশ্চ তত্র প্রচারয়েৎ॥
কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাদ্ভক্ষণাচ্চ খননাৎ তিলকাঞ্চনম্‌॥
দুর্গাদ্যা মাতরঃ সর্ব্বা ঋতুমত্যো ভবন্তি হি॥

পৃথিবী সাত দিন পর্য্যন্ত ঋতুমতী হন। ঋতুমতী হইলে সে কয়দিনের মধ্যে সঙ্কল্প করিয়া কোন কার্য্য করিবে না, কিন্তু পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্য করিতে পারিবে। হে শঙ্করি! সূচীর অগ্রভাগ দ্বারাও পৃথিবীকে খনন করিবে না; আরম্ভ হইতে চব্বিশ প্রহর পর্য্যন্ত বীজবপনও করিবে না; ভ্রমক্রমে যদি কখন কেহ বীজ বপন করে, সেই বীজোৎপন্ন ফল

গরুকে খাওয়াইবে এবং যদি ফল ভক্ষণ করে, তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে; কেবল খনন করিলে তিল ও স্বর্ণ দান করিবে। অম্বুবাচীতে দুর্গাদি সকল দেবীই ঋতুমতী হন।

কামাখ্যাঙ্গবস্ত্রমাহাত্ম্যম্।

অন্যত্র জপেঽপি কামাখ্যা-বস্ত্রযোগেন ফলমুক্তম্।

কামাখ্যাবস্ত্রমাদায় জপপূজাং সমাচরেৎ।
পূর্ণকামং লভেদ্দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

অন্যস্থানে জপ করিলেও কামাখ্যাঙ্গ বস্ত্রযোগে উত্তম ফল। হে দেবি! কামাখ্যাঙ্গ বস্ত্র শরীরে ধারণ করিয়া জপ ও পূজা করিলে সত্য সত্যই পূর্ণকাম লাভ করিয়া থাকে।

ইতি কামাখ্যা-মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।